সূচিপত্র।

প্রথম অধ্যায়।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

তৃতীয় অধ্যায়।

আহ্নিক	বিষয়	পত্রাঙ্ক

চতুর্থ অধ্যায়।

পঞ্চম অধ্যায়।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

আহ্নিক বিষয় পত্রাঙ্ক

সপ্তম অধ্যায়।

অষ্টম অধ্যায়।

নবম অধ্যায়।

দশম অধ্যায়।

বৈশেষিক-দর্শনম্।

প্রথমোঽধ্যায়ঃ।

প্রথমাহ্নিকম্।

অথাতো ধর্ম্মং ব্যাখ্যাস্যামঃ ॥ ১

অনন্তর ধর্ম্মব্যাখ্যান করিব। ১ *

যতোঽভ্যুদয়নিঃশ্রেয়সসিদ্ধিঃ স ধর্ম্মঃ ॥ ২

তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারা মুক্তিলাভের কারণীভূত যাহা, তাহা-

---

* শিষ্যগণ নিকটে উপস্থিত হইলে, মহর্ষি কণাদ তাঁহাদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, হে শিষ্যগণ! এই সূত্রের পর আমি তোমাদিগের নিকট ধর্ম্মব্যাখ্যা করিব। মহর্ষির এই বাক্যের নাম প্রতিজ্ঞাবাক্য।

শাস্ত্রে এইরূপ বর্ণিত আছে যে, কোন বিষয়ে কেহ জিজ্ঞাসা না করিলে, যদি সেই বিষয় বর্ণন করা যায়, তাহা হইলে তাহা অবৈধ বলিয়া গণ্য হয়। এই জন্যই তত্ত্বজিজ্ঞাসু শিষ্যগণ উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিবার পর ঋষিপ্রবর কণাদ তাঁহাদিগের নিকটে ধর্ম্মব্যাখ্যা করিতে আরম্ভ করিলেন।

কেই ধর্ম্ম বলে। আবার কেহ কেহ এইরূপ ব্যাখ্যা করেন যে, যাহা দ্বারা সুখ ও মোক্ষ সাধিত হয়, তাহাকেই ধর্ম্ম বলা যায়।

তত্ত্বজ্ঞানকেই উন্নতাবস্থা বলে। সূত্রে যে অভ্যুদয় শব্দ আছে, উহারই অর্থ উন্নতাবস্থা। তত্ত্বজ্ঞান না হইলে মোক্ষের আশা নাই, আবার ধর্ম্ম না হইলে তত্ত্বজ্ঞানও জন্মে না। সুতরাং যাহা মুক্তির সাধক, তাহারই নাম ধর্ম্ম। অথবা ইহার তাৎপর্য্য এইরূপ হইতে পারে যে, এ স্থলে প্রবৃত্তি-ধর্ম্ম ও নিবৃত্তি-ধর্ম্ম উভয়ই বোদ্ধব্য। সুখ ও দুঃখ-নিবৃত্তিকেই পরমপুরুষার্থ কহে; সুতরাং যাহা পরমপুরুষার্থের হেতু, তাহারই নাম ধর্ম্ম।২

তদ্‌বচনাদাম্নায়স্য প্রামাণ্যম্॥ ৩

বেদোক্ত যে বাক্য, তাহাই প্রামাণ্য। অথবা বেদ দ্বারা ধর্ম্ম প্রতিপাদিত হয় বলিয়াই বেদোক্ত বাক্যের প্রামাণ্য স্বীকার্য্য।

যে উপায়ের দ্বারা যথার্থজ্ঞানের উৎপত্তি হয়, তাহাকেই প্রামাণ্য বলে। বেদ প্রত্যক্ষ ঈশ্বর-বাক্য; সুতরাং বেদ দ্বারা যাহা বোধগম্য হয়, তাহাই যথার্থ জ্ঞান। ঈশ্বরের বাক্যকেই প্রমাণ বলা যায়। বেদই সর্ব্বপ্রাচীন এবং ঈশ্বর-প্রণীত গ্রন্থ। বেদেই যথার্থ বিষয় বর্ণিত আছে; এই জন্যই বেদবাক্যকে প্রমাণবাক্য বলা যায়।৩

ধর্ম্মবিশেষপ্রসূতাদ্দ্রব্য-গুণ-কর্ম্ম-সামান্য-বিশেষ-
সমবায়ানাং পদার্থানাং সাধর্ম্ম্যবৈধর্ম্ম্যাভ্যাং তত্ত্ব-
জ্ঞানান্নিঃশ্রেয়সম্ ॥ ৪

দ্রব্য, গুণ, কর্ম্ম, সামান্য, বিশেষ ও সমবায় এই সকলের সাধর্ম্ম্যবৈধর্ম্ম্য দ্বারা যে তত্ত্বজ্ঞান জন্মে, তাহা হইতেই নিঃশ্রেয়সলাভ হয়। অর্থাৎ এই বৈশেষিক দর্শনশাস্ত্র দ্রব্য, গুণ, কর্ম্ম, সামান্য, বিশেষ ও সমবায়ের সাধর্ম্ম্যবৈধর্ম্ম্য-প্রতিপাদক। এই শাস্ত্রের পরিণামফল নিঃশ্রেয়স বা মুক্তি।

ধর্ম্মগত একতাকে সাধর্ম্ম্য বলে, আর ধর্ম্মগতভেদকে বৈধর্ম্ম্য বলা যায়। পৃথিব্যাদি সকল বস্তুতেই দ্রব্যত্ব বিদ্যমান; ঐ দ্রব্যত্বই পৃথিব্যাদি সমস্ত দ্রব্যের সাধারণ ধর্ম্ম; দ্রব্যত্বরূপে যে পৃথিব্যাদির জ্ঞান হয়, তাহাকেই সাধর্ম্ম্যরূপ জ্ঞান বলে। দ্রব্যে গুণত্ব থাকে না বলিয়া গুণত্বকে দ্রব্যের বৈধর্ম্ম্য বলা যায়; এইরূপ জ্ঞানকেই বৈধর্ম্ম্যরূপ জ্ঞান বলে। এই প্রকার সামান্যবিশেষভাবে যাবৎপদার্থজ্ঞানকেই বস্তুবিচার বলে। ইহাই আত্মানাত্মবিষয়ে প্রাথমিক জ্ঞান। নিবৃত্তিধর্ম্মফলেই এই জ্ঞানের উৎপত্তি হয়। এই জ্ঞান জন্মিলেই আত্মসাক্ষাৎকারলাভ হয় এবং ক্রমে ক্রমে দেহাদিতে আত্মত্বভ্রম দূর হইয়া যায়, সকল বিষয়ে বৈরাগ্য জন্মে, অদৃষ্ট-নিবৃত্তি হয়, জন্ম-নিবৃত্তি হইয়া থাকে, আর সর্ব্বশেষে সকল দুঃখের নিবৃত্তি হয়। সকল দুঃখের নিবৃত্তি হইলেই নিঃশ্রেয়লাভ হইয়া থাকে। ৪

পৃথিব্যাপস্তেজো বায়ুরাকাশং কালো
দিগাত্মা মন ইতি দ্রব্যাণি ॥ ৫

ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, আকাশ, কাল, দিক্, আত্মা ও মন এইগুলিকে দ্রব্য বলে।

এই যে নয়টি নামের উল্লেখ হইল, এই নয়টি ভিন্ন আর দ্রব্য নাই। এ স্থলে যে আত্মা শব্দের উল্লেখ আছে, তাহা দ্বারা জীবাত্মা ও পরমাত্মা এই দুইটি বুঝিতে হইবে। পরমাত্মাই ঈশ্বর; তিনি এক; কিন্তু জীবাত্মা অসংখ্য। জীব ও ঈশ্বরের ধর্ম্ম আত্মত্ব; এই জন্যই আত্মা এক বলিয়া কথিত হইল। ক্ষিতির পক্ষেও ঐরূপ বুঝিতে হইবে। যদিও ক্ষিতি (মৃত্তিকা) স্থূল, বৃহৎ, ঘট, পট ইত্যাদি নানা বিধ, তথাপি একমাত্র ক্ষিতিত্ব-ধর্ম্ম বলিয়া এক ধরিতে হইবে। ৫

রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শাঃ সংখ্যাঃ পরিমাণানি
পৃথক্ত্বং সংযোগবিভাগৌ পরত্বাপরত্বে বুদ্ধয়ঃ
সুখ-দুঃখে ইচ্ছাদ্বেষৌ প্রযত্নাশ্চ গুণাঃ ॥ ৬

রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, সংখ্যা, পরিমাণ, পৃথক্ত্ব, সংযোগ, বিভাগ, পরত্ব, অপরত্ব, বুদ্ধি, সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ ও প্রযত্ন—এইগুলিকে গুণবস্তু বলে।

মূল সূত্রে যে "চ" আছে, উহা দ্বারা বুঝিতে হইবে যে, ঐ রূপাদি ব্যতীত আরও কতকগুলি গুণ আছে; তাহা

গুরুত্ব, দ্রবত্ব, স্নেহ, সংস্কার, ধর্ম্ম, অধর্ম্ম ও শব্দ নামে অভিহিত। ৬

উৎক্ষেপণমবক্ষেপণমাকুঞ্চনং প্রসারণং
গমনমিতি কর্ম্মাণি ॥ ৭

উৎক্ষেপণ, অবক্ষেপণ, আকুঞ্চন, প্রসারণ ও গমন এই কয়টিকে কর্ম্ম বলে।

উৎক্ষেপণ অর্থে নিক্ষেপকালীন স্পন্দন অর্থাৎ কোন দ্রব্য ঊর্দ্ধে নিক্ষেপ করিবার সময় সেই বস্তুতে যে স্পন্দন হয়, তাহার নাম উৎক্ষেপণ। অবক্ষেপণ অর্থে অধস্পন্দন অর্থাৎ কোন দ্রব্য অধোভাগে নিক্ষেপকালীন সেই বস্তুতে যে স্পন্দন দৃষ্ট হয়, তাহার নাম অবক্ষেপণ। আকুঞ্চন অর্থে সঙ্কোচ অর্থাৎ যে কার্য্য দ্বারা অল্পদেশবিস্তৃতি ঘটে, তাহাকে আকুঞ্চন বলে। যে কার্য্য দ্বারা অধিকদেশ-বিস্তৃতি হয়, তাহার নাম প্রসারণ। গমন অর্থে ভ্রমণ, রেচন, স্যন্দন, ঊর্দ্ধজ্বলন ও তির্য্যগ্‌গমন বুঝিবে। ঘূর্ণনকে ভ্রমণ বলে; কঠিন দ্রব্যের নিঃসরণকে রেচন কহে; জলীয় দ্রব্যের নিঃসরণকে স্যন্দন বলে। ঊর্দ্ধজ্বলন দীপশিখাদি দৃষ্টেই বোধগম্য হয় এবং বায়্বাদির গমনই তির্য্যগ্‌গমন। ৭

সদনিত্যং দ্রব্যবৎ কার্য্যং কারণং সামান্য-
বিশেষবদিতি দ্রব্যগুণকর্ম্মণামবিশেষঃ ॥ ৮

দ্রব্য, গুণ ও কর্ম্মের সাধারণ ধর্ম্ম এই কটি যথা—সদ্রূপে প্রতীয়মানত্ব, ধ্বংসপ্রতিযোগিত্ব, দ্রব্যজাতত্ব, কার্য্যত্ব, কারণত্ব, সামান্য ও বিশেষ।

সাধারণের নিকট যে জাতীয় কোন একটি দ্রব্যের অস্তিত্ব প্রত্যক্ষ হয়, তজ্জাতীয় দ্রব্যের নাম সদ্রূপে প্রতীয়মান; সেই দ্রব্যের ধর্ম্মকেই সদ্রূপে প্রতীয়মানত্ব বলে। কিংবা এরূপ অর্থও হইতে পারে যে, যে বস্তুকে সৎ বলিয়া জানিলে ভ্রম জন্মে না, সেই বস্তুর ধর্ম্মকেই সদ্রূপে প্রতীয়মানত্ব বলা যায়।

ধ্বংসপ্রতিযোগি জাতিমত্বকেই ধ্বংসপ্রতিযোগিত্ব বলে অর্থাৎ যে জাতীয় দ্রব্য ধ্বংসপ্রতিযোগী (নশ্বর), তাহাতেই ধ্বংসপ্রতিযোগিত্ব বিদ্যমান; দ্রব্য, গুণ, কর্ম্ম এই তিন প্রকার দ্রব্য নশ্বর; সুতরাং ঐ সকলে ধ্বংসপ্রতিযোগিত্ব আছে।

দ্রব্য হইতে যাহাদের উদ্ভব হয়, তাহার নাম দ্রব্যোৎপন্ন। দ্ব্যণুকাদি সকল অনিত্য পদার্থই দ্রব্যোৎপন্ন; কারণ, অনিত্য বস্তুর অবয়বই উপাদান। দ্রব্যোৎপন্নের ধর্ম্মকেই দ্রব্যোৎপন্নত্ব বলে।

প্রাগভাবপ্রতিযোগিত্বকে কার্য্যত্ব বলে অর্থাৎ উৎপত্তির পূর্ব্বে দ্রব্যের যে অভাব থাকে আর উৎপত্তির পর যাহা থাকে না, তাহাকে প্রাগভাব বলে; যাহা উৎপন্ন হয়, তাহার নাম প্রাগভাবপ্রতিযোগী; প্রাগভাবপ্রতিযোগিত্ব যে জাতীয়

দ্রব্যে থাকে, তাহাদের ধর্ম্মই কার্য্যত্ব। যে জাতীয় বস্তু দ্রব্য বা বিভাগাদির কারণ হয়, তাহারই ধর্ম্ম কারণত্ব। সর্ব্বাপেক্ষা অধিক স্থানে যাহা বিদ্যমান থাকে, তাহাকে সামান্য বলা যায়; ইহাকে ব্যাপক জাতি বা পরজাতিও বলা যাইতে পারে। বিশেষ অর্থে ব্যাপ্যজাতি বা অপরজাতি; যেমন কর্ম্মত্ব, গুণত্ব প্রভৃতি। ৮

দ্রব্যগুণয়োঃ সজাতীয়ারম্ভকত্বং সাধর্ম্ম্যম্॥ ৯

সজাতীয় বস্তুর যে উৎপাদনযোগ্যতা, তাহাকে দ্রব্য ও গুণের সাধর্ম্ম্য বলে।

সাধারণ ধর্ম্মকেই সাধর্ম্ম্য কহে। দ্রব্য যদি সজাতীয় বস্তুর উৎপাদক হয়, আর গুণও যদি তদ্রূপ হয়, তাহা হইলে ঐ ধর্ম্মকে দ্রব্য ও গুণের সাধারণ ধর্ম্ম বলা যায়। ৯

দ্রব্যাণি দ্রব্যান্তরমারভন্তে গুণাশ্চ গুণান্তরম্॥ ১০

দ্রব্য হইতে দ্রব্যান্তর এবং গুণ হইতে গুণান্তর উৎপন্ন হয়।

মনে কর, বস্ত্র ও সূত্র উভয় দ্রব্য। সূত্র হইতে বস্ত্রের উৎপত্তি হয়; সুতরাং দ্রব্য হইতে দ্রব্যান্তর উৎপন্ন হইল। শ্বেতবর্ণ সূত্রে যে বস্ত্র নির্ম্মিত হয়, তাহা শ্বেতবর্ণই হইয়া থাকে; বর্ণ গুণ; সুতরাং গুণ হইতে গুণান্তরের উৎপত্তি হয় বুঝিতে হইবে। ইহাই দ্রব্য ও গুণের সাধারণ ধর্ম্ম। ১০

কর্ম্ম কর্ম্মসাধ্যং ন বিদ্যতে ॥ ১১

কর্ম্ম হইতে যে কর্ম্মের উৎপত্তি হয়, এ বিষয়ে প্রমাণ দেখা যায় না।

জিজ্ঞাসা হইতে পারে যে, দ্রব্যগুণে যেমন সজাতীয় বস্তুর উৎপাদনযোগ্যতা আছে, কর্ম্মে তাহা না থাকার কারণ কি? ইহার উত্তর এই সূত্র দ্বারা প্রদত্ত হইল। সজাতীয় উৎ-পাদনে দ্রব্য ও গুণের যে প্রকার প্রমাণ আছে, কর্ম্মের তাহা নাই, বরং বাধক বিদ্যমান। বিবেচনা কর, একটি স্পন্দন ঘটিলেই স্পন্দিত দ্রব্যের সঙ্গে অন্য দ্রব্যের পূর্ব্বে যে সংযোগ বিদ্যমান ছিল, তাহার পরিবর্ত্তে বিভাগ হয়। সেই কর্ম্ম হইতে অন্য কর্ম্ম জন্মে, ইহা যদি স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে দ্বিতীয় কর্ম্ম হইতে আর বিভাগ হইতে পারে না, কেন না, বিভাগ ত পূর্ব্বেই হইয়াছে। যাহা বিভক্ত, তাহার বিভাগ আবার কি হইবে? যাহা সংযুক্ত, তাহারই বিভাগ হয়। যাহা বিভাগজনক নহে, তাহাকে কর্ম্ম বলি কিরূপে? কাজেই কর্ম্মের সজাতীয় বস্তুর উৎপাদনযোগ্যতা নাই। ১১

ন দ্রব্যং কার্য্যং কারণঞ্চ বধতি ॥ ১২

দ্রব্য কার্য্য অথবা কারণের বিনাশক হইতে পারে না।

গুণকর্ম্মে যে ধর্ম্ম বিদ্যমান, দ্রব্যে তাহা দৃষ্ট হয় না; ঐ ধর্ম্মকে দ্রব্যের বৈধর্ম্ম্য বলে। এই প্রকারে গুণাদির

বৈধর্ম্ম্যও বোদ্ধব্য। যে বস্তু স্বজন্য অথবা স্বজনক, দ্রব্য তাহাকে নষ্ট করে না। দ্রব্যনাশের কারণ—অবয়বনাশ অথবা আরম্ভসংযোগনাশ। একাধিক অবয়ব পরস্পর মিলিত হইলেই অবয়বী উৎপন্ন হয়। ইহার দৃষ্টান্ত এই যে. নানাপ্রকার সূত্রের বয়নজনিত সংমিশ্রণে বস্ত্র উৎপন্ন হয়। এই সংমিশ্রণের নামই আরম্ভকসংযোগ। উহা নষ্ট হইলে দ্রব্যও নষ্ট হয়, নচেৎ নষ্ট হয় না। অতএব বুঝা গেল যে, দ্রব্য কার্য্য ও কারণকে বিনাশ করে না। বরং গুণ ও কর্ম্ম কার্য্যনাশক বা কারণনাশক নহে, এ প্রকার বলিতে পারা যায় না। ১২

উভয়থা গুণাঃ ॥ ১৩

গুণ দ্বিবিধ ;—কার্য্যনাশ্য ও কারণনাশ্য।

কার্য্য দ্বারা কোন গুণের বিনাশ হয় এবং কারণ দ্বারা কোন গুণ বিনাশ পায়। যেমন, শব্দ উচ্চারিত হইলে যত্নের তারতম্যে উহা দীর্ঘকালস্থায়ী হয় ও অল্পক্ষণস্থায়ী হইয়া থাকে। অথচ ঐ শব্দকে ক্ষণদ্বয়ের অধিক স্থায়ী হইতে দেখা যায় না ; তবে দীর্ঘকালস্থায়ী হয় কি প্রকারে ? ইহার উত্তর এই যে, যদিও এক শব্দ ক্ষণদ্বয়স্থায়ী, তথাপি ঐ শব্দ হইতে তৎসজাতীয় অন্য শব্দের উৎপত্তি হয় ; এই প্রকার ধারাবাহিক শব্দ সাধারণের নিকট দীর্ঘকালস্থায়ী বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে। যে শব্দ সবলে উচ্চারণ করা

যায়, তাহা হইতে ক্রম অনুসারে যে সমস্ত শব্দের উৎপত্তি হয়, তাহার সংখ্যা অধিক হয়; এই জন্যই ধারাবাহিক শব্দগুলি অপেক্ষাকৃত দীর্ঘকালস্থায়ী একটি শব্দবৎ বোধ হইয়া থাকে। আর যে শব্দের উচ্চারণ অল্প জোরের সহিত হয়, সেই শব্দ হইতে ক্রমানুসারে যে শব্দের উৎপত্তি হয়, তাহা অল্পসংখ্য; কাজেই সেই ধারাবাহিক শব্দগুলি কিঞ্চিৎ অল্পক্ষণস্থায়ী বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে। অতএব প্রথম শব্দকে দ্বিতীয় শব্দের হেতু আর দ্বিতীয় শব্দকে প্রথম শব্দের নাশকারী বলিয়া নির্ণয় করিবে। কাজেই বুঝা গেল, যে, শব্দ কারণ ও কার্য্য উভয়কেই বিনাশ করে। ১৩

কার্য্যাবিরোধি কর্ম্ম ॥ ১৪

কর্ম্ম দ্বারা কর্ম্মের বিনাশ হয়।

ক্রিয়া বা স্পন্দনকে কর্ম্ম বলে। স্পন্দনের কা — সংযোগ। মনে কর, তুমি ব্রহ্মপুত্রস্নানে যাইবে। সেই যে যাওয়া বা জলগমন, উহাই এক প্রকার স্পন্দন। এই স্পন্দনের চরমক্রিয়া কি?—ব্রহ্মপুত্রজলসংযোগ। যখন স্পন্দনের আরম্ভ হয়, তখন এক স্থল হইতে স্থলান্তরে সংযোগ ঘটে; এই সংযোগ প্রথম স্পন্দনের বিনাশ করে; যখন উহা বিনষ্ট হয়, সেইক্ষণেই অথবা কিঞ্চিৎ বিলম্বে আর নূতন স্পন্দন উৎপন্ন হয়; এই নিয়মে ধারাবাহিক শব্দবৎ, স্পন্দনধারাও প্রবর্ত্তিত হয়। গমনরূপ স্পন্দনে যাবৎ গন্তব্য স্থলে উপ-

স্থিত হওয়া যায়, তাবৎ এই ধারাবাহিক ভাব বিদ্যমান থাকে। সংযোগ হইলেই যখন পূর্ব্বজাত কর্ম্ম বিনাশ পায়, তখন সংযোগকেই নাশকারী বলিতে হইবে। সুতরাং বুঝা গেল যে, দ্রব্যে কর্ম্মনাশ্যত্ব নাই, কর্ম্মেই উহা বিদ্যমান। ১৪

ক্রিয়াগুণবৎ সমবায়িকারণমিতি দ্রব্যলক্ষণম্ ॥ ১৫

দ্রব্যের লক্ষণ এই কয়টি;—ক্রিয়াবৎ, গুণবৎ, সমবায়ি-কারণ প্রভৃতি।

কর্ম্ম (স্পন্দন) যে বস্তুতে বিদ্যমান থাকে, তাহাকে ক্রিয়াবৎ বলে। দ্রব্যরূপেই ঐ বস্তুর ব্যবহার হয়; কাজেই কর্ম্ম কিংবা কর্ম্মবত্ত্ব কয়েকটি বস্তুতে দ্রব্যব্যবহারের হেতু; এই জন্যই উহা দ্রব্যের একটি লক্ষণ।

দ্রব্যমাত্রেই গুণ বিদ্যমান; এই জন্য দ্রব্যকে অন্য বস্তু হইতে পৃথক্ বলিয়া বুঝিতে হইলে গুণের আশ্রয় গ্রহণ করা কর্ত্তব্য; যাহা যাহা গুণযুক্ত, তৎসমুদায়ই দ্রব্য; তদ্ভিন্ন দ্রব্যান্তর নাই; সুতরাং গুণ বা গুণবত্ত্ব দ্রব্যের অন্য একটি লক্ষণ।

জন্যবস্তু যাহাতে সমবায়সম্বন্ধে বিদ্যমান থাকে, তাহাকে সমবায়িকারণ বলে। অবয়বের সঙ্গে অবয়বীর, গুণ ও কর্ম্মের সঙ্গে দ্রব্যের এবং দ্রব্য, গুণ ও কর্ম্মের সঙ্গে জাতির যে সম্বন্ধ, তাহার আর বিশেষের সম্বন্ধের নাম সমবায়সম্বন্ধ। সুতরাং দ্রব্যই সমবায়িকারণ। ১৫

দ্রব্যাশ্রয্যগুণবান্ সংযোগবিভাগেষ্বকারণমনপেক্ষ

ইতি গুণলক্ষণম্ ॥ ১৬

এখন গুণলক্ষণ বলা যাইতেছে।—যাহা দ্রব্যাশ্রয়ী, অগুণবান্ ও সংযোগবিভাগের প্রতি কারণ নহে, তাহাকেই গুণলক্ষণ বলে।

গুণে দ্রব্যাশ্রয়িত্ব আছে; কেন না, দ্রব্যেই গুণ থাকে। সাবয়ব দ্রব্যেও কিন্তু দ্রব্যাশ্রয়িত্ব বিদ্যমান, দ্রব্যাশ্রয়ী হইলেই তাহা গুণ, এ প্রকার বলা সঙ্গত নহে। কারণ, ওরূপ বলিলে দ্রব্যে অতিব্যাপ্তি ঘটে। তাৎপর্য্য এই যে, যাহা লক্ষ্য নহে, তাহাও লক্ষণের বিষয় হয়। এই কারণেই 'অগুণবান্' বলা হইল। সাবয়ব দ্রব্য যদিও দ্রব্যাশ্রয়ী, কিন্তু অগুণবান্ নহে। দ্রব্যকেই গুণবান্ বলা যায়, গুণকে গুণবান্ বলিতে পারা যায় না; গুণে গুণ বিদ্যমান থাকিতে পারে না; দ্রব্যেই গুণ থাকে, সুতরাং দ্রব্যের ধর্ম্মই গুণ।

গুণলক্ষণের মধ্যে যে সংযোগ বা বিভাগের প্রতি নিরপেক্ষ কারণ বলা হইল, তাহার সারার্থ এই যে, এ স্থলে নিরপেক্ষ কারণ অর্থে বুঝিতে হইবে যে, যাহা পরবর্ত্তী কোন ভাবপদার্থকে অপেক্ষা না করিয়া কারণ হয়। কর্ম্মকে সংযোগবিভাগের প্রতি নিরপেক্ষ কারণ বলা যায়। কারণ, কর্ম্ম উৎপন্ন হইলে অপর এমন কোন ভাবপদার্থের উৎপত্তি হয় না, যাহাকে অপেক্ষা করিয়া সংযোগ বা বিভাগের প্রতি কর্ম্ম কারণ হইতে পারে; সুতরাং বুঝা গেল যে, সংযোগবিভা-

গের প্রতি নিরপেক্ষ কারণ হইতেছে—কর্ম্ম। ফলিতার্থ এই যে, যাহা দ্রব্যাশ্রয়ী, অগুণবান্ ও কর্ম্মভিন্ন, তাহাকেই গুণ বলে। ১৬

একদ্রব্যমগুণং সংযোগবিভাগেষ্বনপেক্ষ-
কারণমিতি কর্ম্মলক্ষণম্॥ ১৭

কর্ম্মলক্ষণ কাহাকে বলে? যাহা একৈকদ্রব্যমাত্র-বৃত্তি, অগুণ এবং সংযোগ-বিভাগের প্রতি নিরপেক্ষ কারণ, তাহাই কর্ম্মলক্ষণ।

একৈকদ্রব্যমাত্রবৃত্তি কাহাকে বলে, তাহা বুঝিতে হইবে। একাধিক দ্রব্যে এককালে যাহা বর্ত্তমান না থাকে, তাহার নাম একৈকদ্রব্যমাত্রবৃত্তি বস্তু।

অগুণ অর্থে নির্গুণ। নির্গুণ বলিবার তাৎপর্য্য কি? এককালে একাধিক দ্রব্যে যাহা না থাকে, তাহাকে একৈক-দ্রব্যমাত্রবৃত্তি বলা হইল। যাহা একৈকদ্রব্যমাত্রবৃত্তি, তাহারই নাম কর্ম্ম, এ কথা বলিলে আকাশাদি নিত্যবস্তুতে অতিব্যাপ্তি ঘটে, এই জন্য নির্গুণ বলা হইল। কারণ, আকা-শাদি নির্গুণ নহে। আকাশকে দ্রব্য বলিয়া জানিবে, উহাতে শব্দাদি গুণ বিদ্যমান।

সংযোগবিভাগের প্রতি নিরপেক্ষ কারণ বলা হইল কেন, তাহাও বুঝা কর্ত্তব্য। যাহা একৈকদ্রব্যমাত্রবৃত্তি ও নির্গুণ, তাহাকে কর্ম্ম বলি, এই কথা কহিলে রূপরসাদিতে

অতিব্যাপ্তি ঘটে। কারণ, রূপরসাদি একৈকদ্রব্যমাত্রবৃত্তি এবং নির্গুণ। রূপরসাদি গুণস্বরূপ, কিন্তু উহা গুণের আশ্রয় নহে; গুণের আশ্রয় নহে বলিয়াই নির্গুণ। এই অতিব্যাপ্তি-নিবারণার্থ সংযোগবিভাগের প্রতি নিরপেক্ষকারণ বলা হইল। রূপরসাদি সংযোগাদির কারণ হইতে পারে না, কাজেই অতিব্যাপ্তির নিবারণ হইল। ১৭

দ্রব্যগুণকর্ম্মণাং দ্রব্যং কারণং সামান্যম্॥ ১৮

দ্রব্য, গুণ ও কর্ম্মের পৃথক্ পৃথক্ লক্ষণ ইতিপূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, এখন সেই পদার্থত্রয়ের কারণঘটিত সামান্য ধর্ম্ম বিবৃত হইতেছে।—দ্রব্য, গুণ ও কর্ম্মের সামান্য কারণ দ্রব্য।

দ্রব্য হইতে অবয়বী দ্রব্য, গুণ ও কর্ম্মের উৎপত্তি হয়। এই জন্য 'দ্রব্যসমবায়িকারণবৃত্তিজাতিমত্ত্ব' ঐ তিন দ্রব্যের সামান্য ধর্ম্ম। যাহাদিগের সমবায়িকারণ দ্রব্য, তাহাদিগের নাম 'দ্রব্যসমবায়িকারণক।' যেমন অবয়বী দ্রব্য গুণ ও কর্ম্ম। যে ধর্ম্ম সমবায়সম্বন্ধে বিদ্যমান, তাহার নাম 'দ্রব্যসমবায়িকারণবৃত্তি জাতি।' যেমন দ্রব্যত্ব, গুণত্ব, কর্ম্মত্ব প্রভৃতি। ১৮

তথা গুণঃ॥ ১৯

গুণও তদ্রূপ। ইহার মর্ম্মার্থ এই যে, যেমন দ্রব্যকে দ্রব্য, গুণ ও কর্ম্মের সামান্য কারণ বলা হইল, গুণও সেইরূপ

ঐ তিনের সামান্য কারণ। তবে সমবায়িকারণ ও অসমবায়িকারণভেদে কিঞ্চিৎ পার্থক্য আছে। অবয়বী দ্রব্য, বিবিধ কর্ম্ম ও বিবিধ গুণ এ সকলকে গুণাসমবায়িকারণক বলে। কারণ, গুণই উহাদিগের অসমবায়িকারণ। দ্রব্যত্বাদিকে গুণাসমবায়িকারণকবৃত্তি জাতি বলে। কেন না, যে জাতি গুণাসমবায়িকারণকে থাকে, তাহাই গুণাসমবায়িকারণকবৃত্তি জাতি। ১৯

সংযোগবিভাগবেগানাং কর্ম্ম সমানম্ ॥ ২০

কর্ম্মই সংযোগ, বিভাগ ও বেগের সাধারণ কারণ। দ্রব্য ও গুণকে যেরূপ বিভিন্নজাতীয় বিবিধ কার্য্যের কারণ বলা হইল, কর্ম্মও সেইরূপ বিভিন্নজাতীয় বিবিধ কার্য্যের কারণ। দ্রব্য, গুণ ও কর্ম্মের সাধর্ম্ম্য—বিভিন্নজাতীয় বিবিধ-কার্য্যজনকবৃত্তিজাতিমত্ত্ব। সংযোগজ সংযোগ, বিভাগজ বিভাগ ও বেগজ বেগ এই তিনটির অসমবায়িকারণ যথাক্রমে সংযোগ, বিভাগ ও বেগ। তদতিরিক্ত সংযোগাদির প্রতি কর্ম্মই অসমবায়িকারণ। কাজেই বুঝিতে হইবে যে, সংযোগাদির অসমবায়িকারণ যে সংযোগাদি ও কর্ম্ম, তাহা সমবায়িকারণ হইতে পৃথক্। ২০

ন দ্রব্যাণাং কর্ম্ম ॥ ২১

দ্রব্যের কারণ কর্ম্ম হইতে পারে না। উপরিলিখিত সূত্রে সংযোগাদির কারণরূপে গুণ ও কর্ম্মের সাধর্ম্ম্য কথিত

হইল বটে, কিন্তু কর্ম্ম দ্রব্যের কারণ হইলেও দ্রব্যের কারণরূপে দ্রব্য, গুণ ও কর্ম্ম এই তিনটিরই সাধর্ম্ম্য বলা যায়। অবয়বদ্রব্য যখন অবয়বী দ্রব্যের কারণ, এক অবয়বের সহিত অন্য অবয়ব মিলিত হইলে যখন অবয়বী দ্রব্যের উৎপত্তি হয়, যেমন দুইটি কপালের সংযোগে বা মিলনে একটি ঘট উৎপন্ন হয়, তখন কর্ম্ম যে দ্রব্যের কারণ, তাহা প্রত্যক্ষই দেখা যাইতেছে। যদি এইরূপ আশঙ্কা কর, তাহার উত্তর প্রদত্ত হইতেছে।—কোন প্রকারে যাহা অপেক্ষিত হয়, তাহাকে কারণ বলা যায়। কারণ, তাহা যদি বল, তবে কোন কার্য্যকারীর পিতৃকুলের অথবা মাতৃকুলের বহু পূর্ব্বতন পুরুষকেও সেই কার্য্যের কারণ বলা হয়; কারণ, যদি সেই বহুপূর্ব্বতন পুরুষ না থাকিত, তাহা হইলে ত আর কার্য্যকারী পুরুষ উৎপন্ন হইত না। এই প্রকারে পূর্ব্বতন পুরুষ যদি অপেক্ষিত হয়, তথাপি যেমন তিনি কার্য্যের কারণ হইতে পারেন না, এইরূপ কর্ম্ম ঘটকারণ কপালসংযোগের কারণ বলিয়া যদিও অপেক্ষিত হয়, তথাপি উহা ঘটকারণ নহে। তবে সংযোগের কারণ বলা যাইতে পারে। কার্য্য উৎপন্ন হইবার অব্যবহিত পূর্ব্বে যাহার অস্তিত্ব অপেক্ষিত হয়, তাহাকেই সেই কার্য্যের কারণ বলা যায়। ঘট উৎপন্ন হইবার অব্যবহিত পূর্ব্বে অবশ্য কপালসংযোগ অপেক্ষিত হয়, কিন্তু কর্ম্ম অপেক্ষিত হয় না; যদিও ঘটের অব্যবহিত পূর্ব্বে কপালের

কর্ম্ম না থাকে, তথাপি সংযোগের সহায়তায় ঘটের উৎপত্তি হয়; সংযোগের নাশ হইলেই ঘট নষ্ট হইয়া যায়; কাজেই সংযোগকেই ঘটের কারণ বলিতে হইবে। কর্ম্ম সংযোগের কারণ হইতে পারে; কিন্তু ঘটের কারণ হইতে পারে না। কাজেই বুঝিতে পারা গেল যে, দ্রব্যের কারণ কর্ম্ম হয় না।২১

ব্যতিরেকাৎ ॥ ২২

কর্ম্ম যদি না থাকে, তথাপি দ্রব্যের উৎপত্তি হয়। পূর্ব্বসূত্রেই বলা হইয়াছে যে, কর্ম্ম দ্রব্যের কারণ নহে। কেন না, কর্ম্ম অবয়বের সংযোগ করিয়া দেয়; যখন সংযোগ হয়, তখন কর্ম্ম বিনাশ পায়; কর্ম্ম বিনাশ পাইলেও অবয়বসংযোগ নিবন্ধন অবয়বীর উৎপত্তি হইয়া থাকে। ২২

দ্রব্যাণাং দ্রব্যং কার্য্যং সামান্যম্ ॥ ২৩

দ্রব্যই দ্রব্যের সামান্য কার্য্য অর্থাৎ একটি দ্রব্যই দুই বা তদধিক দ্রব্যের সামান্য কার্য্য অর্থাৎ যদি দুইটি অবয়বের যোগ হয়, তাহা হইলে কোন অবয়বীর উৎপত্তি হয়, আবার যদি বহু অবয়বের যোগ হয়, তাহা হইলেও কোন অবয়বীর উৎপত্তি হইয়া থাকে। ইহার দৃষ্টান্ত ঘট এবং বস্ত্র। দুইটি কপালের সংযোগ হইলেই ঘটের উৎপত্তি হয় এবং বহু সূত্রের একত্র সংযোগ হইলেই বস্ত্র উৎপন্ন হইয়া থাকে। ২৩

গুণবৈধর্ম্ম্যান্ন কর্ম্মণাং কর্ম্ম ॥ ২৪

গুণ-বৈধর্ম্ম্য হেতুই কর্ম্ম কর্ম্মজন্য হয় না অর্থাৎ গুণের সহিত সাধর্ম্ম্য থাকে না বলিয়াই কর্ম্ম কর্ম্মজন্য হইতে পারে না। সজাতীয় বস্তুর উৎপত্তিকারণ গুণ। কিন্তু কর্ম্মে গুণধর্ম্ম না থাকা হেতু কর্ম্মকে কর্ম্মজন্য বলা যায় না। একটি কর্ম্মও এককর্ম্মজন্য কিংবা তদধিককর্ম্মজন্য হইলে কর্ম্মকেও সজাতীয় বস্তুর উৎপত্তিকারণ বলা যাইতে পারিত। সুতরাং দ্রব্য ও গুণের যেমন সাধর্ম্ম্য বিদ্যমান, কর্ম্মে সে সাধর্ম্ম্য নাই। ২৪

দ্বিত্বপ্রভৃতয়ঃ সংখ্যাঃ পৃথক্ত্বসংযোগবিভাগাশ্চ ॥ ২৫

দ্বিত্ব প্রভৃতি সংখ্যা অর্থাৎ দ্বিত্ব, ত্রিত্ব প্রভৃতি হইতে পরার্দ্ধ পর্য্যন্ত সংখ্যা, অনেকপৃথক্ত্ব, সংযোগ ও বিভাগ অনেকদ্রব্যের কার্য্য। ত্রয়োবিংশ সূত্রে কথিত হইয়াছে যে, দুইটি অথবা তদধিক অবয়বযোগে একটি অবয়বীর উৎপত্তি হয়; এ সূত্রেও বলা হইল যে, দ্বিত্বাদি সংখ্যাও বহু দ্রব্যের কার্য্য; সুতরাং উহারা উভয়সমবেত বা বহুসমবেত (অনেক-সমবেত)। ২৫

অসমবায়াৎ সামান্যকার্য্যং কর্ম্ম ন বিদ্যতে ॥ ২৬

জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে, পূর্ব্বকথিত সাধর্ম্ম্যদ্বয় যে কেবল দ্রব্যগুণেরই হয়, ইহার কারণ কি? উহা কর্ম্মেরও

হয় বলি না কেন? ইহার উত্তরে বলা হইতেছে।—একৈক-কর্ম্ম অনেকসমবেত নহে, এই জন্য তাহা অনেকজন্য হয় না। ২৬

সংযোগানাং দ্রব্যম্॥ ২৭

একটি দ্রব্যই অনেকসংযোগের কার্য্য। অর্থাৎ অনেক-দ্রব্য-সংযোগেই একটি দ্রব্য হইয়া থাকে। ২৭

রূপাণাং রূপম্॥ ২৮

একটিমাত্র রূপই অনেকরূপের কার্য্য। এই সূত্রের তাৎপর্য্যে বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, একটিমাত্র গুণও বহুগুণের কার্য্য হয়। মনে কর, একখানি বসন। বসন-খানির একমাত্র রূপ। বহু সূত্রে বহুবিধ রূপ; যদিও সমস্ত সূত্রের বর্ণ একজাতীয় হয়, তথাপি ঠিক হওয়া অস-ম্ভব; সূত্রভেদে বর্ণের পার্থক্য থাকে; অতএব একমাত্র রূপ অনেকরূপের কার্য্য হয়। ২৮

গুরুত্ব-প্রযত্ন-সংযোগানামুৎক্ষেপণম্॥ ২৯

গুরুত্ব, প্রযত্ন ও সংযোগ ইহাদিগের কার্য্য—উৎক্ষেপণ-নামক কর্ম্মবিশেষ। একটিমাত্র কর্ম্মও অনেক গুণের কার্য্য হয়; সুতরাং 'নানাগুণকারণৈককার্য্যবৃত্তিজাতিমত্ত্ব' দ্রব্য, গুণ ও কর্ম্মের সাধর্ম্ম্য। ২৯

সংযোগবিভাগাশ্চ কর্ম্মণাম্॥ ৩০

অনেকরূপ সংযোগ ও বিভাগ কর্ম্মেরও কার্য্য। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, কারণ থাকিলেই কার্য্য থাকিবে, ইহা প্রত্যক্ষদৃষ্ট। অগ্নি জ্বলিলেই বুঝিতে হইবে যে, তথায় ইন্ধন বা দাহ্যবস্তু আছে অর্থাৎ যেখানে কাষ্ঠ-তৃণাদি দাহ্য-বস্তু থাকে, সেইখানেই অগ্নি প্রজ্বালিত করা যায়। যদি এক স্থানে অগ্নি থাকে আর কাষ্ঠতৃণাদি অন্য স্থানে থাকে, তাহা হইলে কাষ্ঠ বা তৃণ দগ্ধ হইল বলা যায় না, দগ্ধ হয়ও না, অগ্নিও প্রজ্বালিত হয় না। কাজেই বুঝিতে হই[illegible] যে, যেখানে কার্য্য, সেইখানেই কারণ। সংযোগরূপ কা[illegible] সেই কার্য্যের কারণও এই প্রকার। যদি বল, সং[illegible]গের এক কারণ সংযুক্ত দ্রব্য ; অন্য কারণ স্পন্দনসংযোগ দ্রব্যে আছে, স্পন্দনও দ্রব্যে আছে সত্য, কিন্তু সংযুক্ত দ্রব্য ত উক্ত দ্রব্যো-পরি নাই ; স্বয়ং সংযোগের আশ্রয় কিন্তু নিজের আশ্রয় নিজে নহে, তাহা হইলে কার্য্য-কারণ একত্র থাকে কি প্রকারে ? এই আশঙ্কার উত্তরে বলা যাইতেছে, একজাতীয় সম্বন্ধে কার্য্য-কারণের একস্থানে স্থিতি সম্ভবে না। দ্রব্যে যে সংযোগ-কারণতা বিদ্যমান, তাহা তাদাত্ম্যসম্বন্ধাবচ্ছিন্ন ; কিন্তু স্পন্দনে যে কারণতা বিদ্যমান, তাহা [illegible]দা[illegible]সম্বন্ধা[illegible]চ্ছিন্ন নহে। ৩০

কারণসামান্যে দ্রব্যকর্ম্মণাং কর্ম্মাকারণমুক্তম্॥ ৩১

ইতি প্রথমাধ্যায়ে প্রথমাহ্নিকম্॥

কর্ম্ম যে দ্রব্য ও কর্ম্মের কারণ নহে, তাহা কারণকথন-প্রকরণে কথিত হইয়াছে। অর্থাৎ কর্ম্ম দ্রব্য ও কর্ম্মের কারণ নহে বলা হইল বটে, কিন্তু কর্ম্ম যে একেবারেই কারণ নহে, তাহা বলা যায় না। পূর্ব্বে যে বিশেষকারণতা-ঘটিত সাধর্ম্ম্যের বিষয় বলা হইয়াছে, তাহাতে দোষ স্পর্শে না। কেন না, উহা দ্রব্যকারণতা অথবা কর্ম্মকারণতা লইয়া নহে। ৩১

প্রথমাধ্যায়ে প্রথমাহ্নিক সমাপ্ত।

দ্বিতীয়াহ্নিকম্।

—:*:—

কারণাভাবাৎ কার্য্যাভাবঃ ॥ ১

বিনা কারণে কার্য্য হইতে পারে না। কারণ স্বীকার করিতেই হইবে। এক একটি বিশেষবস্তুকেই কারণ বলা যায় অর্থাৎ শত শত উপকরণ থাকিলেও যে এক একটা বিশেষ বস্তুর অভাবে কার্য্য সম্পন্ন হয় না, সেই বিশেষবস্তুকেই সেই কার্য্যের কারণ কহে। এ স্থলে একটি দৃষ্টান্ত দেখা-ইলেই সহজে এ বিষয় বোধগম্য হইবে। মনে কর, বস্ত্র প্রস্তুত করিবার আবশ্যক। সূতা আছে, তাঁতের কাঠী আছে,

অন্যত্রান্ত্যেভ্যো বিশেষেভ্যঃ ॥ ৬

বিশেষ সমূহ হইতে 'অন্ত্য' ব্যতীত। পূর্ব্বে যে বিশেষ পদার্থ উল্লিখিত হইয়াছে, তাহা অন্ত্য। অন্ত্য অর্থে নিত্য; উহা নিত্যদ্রব্যে থাকে। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, একৈক পরমাণুতে উহা বিদ্যমান। ৬

সদিতি যতো দ্রব্যগুণকর্ম্মসু সা সত্তা ॥ ৭

দ্রব্য, গুণ ও কর্ম্ম যাহার জন্য 'সৎ' নামে ব্যবহৃত হয়, তাহাকে সত্তা কহে। অনেকের মতে সামান্য পদার্থ অন্ততঃ সত্তাখ্য সামান্য বলিয়া স্বীকৃত নহে। তাঁহাদের মত নিরসনার্থ ঋষিপ্রবর সত্তাখ্য সামান্যের অস্তিত্ব প্রমাণিত করিতেছেন।—দ্রব্যাদি পদার্থত্রয়ের 'সৎ' এই প্রকারে যে প্রত্যয় ও ব্যবহার, তাহাই সত্তার অস্তিত্ব সম্বন্ধে প্রমাণ। ৭

দ্রব্যগুণকর্ম্মভ্যোঽর্থান্তরং সত্তা ॥ ৮

দ্রব্য, গুণ ও কর্ম্ম হইতে পৃথক্ পদার্থই সত্তা। দ্রব্যাদি পদার্থকে 'সৎ' বলা যায়। পরন্তু 'সৎ' ও 'সত্তা' পৃথক্ নহে, একই বস্তু। কারণ, পৃথগ্‌ভাবে সত্তার উপলব্ধি হয় না; যদি পৃথক্ হইত, তাহা হইলে স্বতন্ত্ররূপে উপলব্ধ হইত। মনে কর, ঘট, পট ইহারা পরস্পর পৃথক্; ঘট ও পটের পৃথগ্‌ভাবে উপলব্ধি হয়। এইরূপ যদি পূর্ব্বপক্ষ কর, তাহার উত্তর শ্রবণ কর। যদি 'সৎ' ও 'সত্তা' এক হয়, তাহা

হইলে সত্তাকে দ্রব্য, গুণ ও কর্ম্মস্বরূপ বলিতে হয়; তাহা হইলে দ্রব্য যেরূপ 'সৎ' বলিয়া অভিহিত হয়, তদ্রূপ দ্রব্যকে গুণও বলিতে হয়; কারণ, গুণ সত্তা হইতে অতিরিক্ত নহে। যদি দ্রব্য, গুণ প্রভৃতিকে পরস্পর পৃথক্ বল, তবে দ্রব্যকে গুণ বলা যায় না; সুতরাং 'সৎ' বলিবে কি প্রকারে? যদি 'সৎ'কে সাধারণ সংজ্ঞা বল, তাহার উত্তর এই যে, যখন 'সৎ' সংজ্ঞা দ্রব্যাদি তিনের সাধারণ, তখন সত্তাকে একটি সাধারণ ধর্ম্ম বলিতে হয়। অতএব বুঝা গেল যে, সত্তা দ্রব্যাদি হইতে পৃথক্। ৮

গুণকর্ম্মসু চ ভাবান্ন কর্ম্ম ন গুণঃ॥ ৯

গুণ ও কর্ম্মে বিদ্যমান হেতুও সত্তা দ্রব্য, গুণ বা কর্ম্ম হইতে পারে না। গুণ ও কর্ম্মে সত্তা বিদ্যমান; কিন্তু গুণ ও কর্ম্মে দ্রব্যাদি তিনটি নাই; কাজেই সত্তা ও দ্রব্যাদিত্রয় সমান হইতে পারে না অর্থাৎ কর্ম্মবৃত্তিত্ব দ্রব্যাদির ধর্ম্ম নহে, উহা সত্তার ধর্ম্ম। এই বৈষম্য দ্বারা সত্তার সহিত দ্রব্যাদিত্রয়ের ভেদ সিদ্ধ হইতেছে। যদি বস্তু পৃথক্ না হইত, তবে কি এ প্রকার ধর্ম্ম-বৈষম্য ঘটে? ৯

সামান্যবিশেষাভাবেন চ॥ ১০

দ্রব্যাদি হইতে সত্তার বিভিন্নতার আর একটি হেতু এই যে, সামান্য-বিশেষের অভাব বিদ্যমান। পরাপর জাতি-

কেই সামান্য-বিশেষ বলে। যে জাতি কোন জাতি অপেক্ষা পর, কোন জাতি অপেক্ষা অপর, তাহাকেই পরাপর জাতি বলে। দ্রব্যত্বাদি পরাপর জাতি বলিয়া গণনীয়। কাজেই সত্তা দ্রব্যাদিত্রয় হইতে পৃথক্। ১০

অনেকদ্রব্যবত্ত্বেন দ্রব্যত্বমুক্তম্ ॥ ১১

অনেক-দ্রব্যবৎ বলিয়াই দ্রব্যত্বকে ভিন্ন বলা হইয়াছে। ১১

সামান্যবিশেষাভাবেন চ ॥ ১২

দ্রব্যত্বে সামান্যবিশেষের বিদ্যমানতা নাই বলিয়াই দ্রব্যত্ব অতিরিক্ত। যদি বল, দ্রব্যত্বকে দ্রব্যেরই স্বরূপ জানিবে। উহা সত্তা হইতে অতিরিক্ত হইলেও অতিরিক্ত ধর্ম্ম নহে বা জাতি নহে; দ্রব্য ও দ্রব্যত্ব পৃথক্ অনুভূত হয় না। ইহার উত্তর এই যে, দ্রব্যত্ব যদি দ্রব্যস্বরূপ হয়, তাহা হইলে পরাপর-জাতিমৎ হয়। সুতরাং দ্রব্যত্ব ও দ্রব্য এক নহে। ১২

তথা গুণেষু ভাবাদ্গুণত্বমুক্তম্ ॥ ১৩

বলা হইয়াছে যে, গুণবৃত্তি হেতু গুণও সত্তাদি হইতে পৃথক্। গুণভিন্নে যাহার বিদ্যমানতা নাই, অথচ সমস্ত গুণেই আছে, তাহাকেই গুণবৃত্তি বলে। এই হেতু গুণত্ব সত্তা নহে; উহা পৃথক্ জাতি। কারণ, গুণমাত্রবৃত্তিত্বকে সত্তার ধর্ম্ম বলা যায় না, দ্রব্যগুণকর্ম্মেরও ধর্ম্ম হইতে পারে না, উহা গুণত্বের ধর্ম্ম। ১৩

সামান্যবিশেষাভাবেন চ ॥ ১৪

সামান্যবিশেষ নাই বলিয়াও গুণত্ব অতিরিক্ত। গুণত্বে পরাপরজাতি নাই, সুতরাং গুণত্ব ও গুণ এক নহে। যদি এক হইত, তবে গুণত্বেও পরাপরজাতি থাকিত। গুণে রূপত্বাদি পরাপরজাতি বিদ্যমান। গুণত্বকে দ্রব্যাদিস্বরূপও বলা যায় না; কারণ, উহাতে পরাপরজাতি বিদ্যমান। ১৪

কর্ম্মসু ভাবাৎ কর্ম্মত্বমুক্তম্ ॥ ১৫

বলা হইয়াছে যে, কর্ম্মবৃত্তি বলিয়া কর্ম্মত্ব দ্রব্যাদি হইতে পৃথক্। কর্ম্মভিন্নে যাহার বিদ্যমানতা নাই, অথচ সকল কর্ম্ম থাকে, তাহাকে কর্ম্মবৃত্তি বলে। এই কারণেই কর্ম্মত্ব অতিরিক্ত, সত্তাদ্রব্যত্বাদি জাতি, দ্রব্যাদিত্রয় অথবা সমবায়াদি উক্ত প্রকার কর্ম্মবৃত্তি নহে। কাজেই কর্ম্মত্ব জাতির সহিত অন্য সমস্তের কর্ম্মবৃত্তিত্ব লইয়া বৈষম্য ঘটিল। এই বৈষম্যই পরস্পর ভেদ জ্ঞাপন করে। ১৫

সামান্যবিশেষাভাবেন চ ॥ ১৬

সামান্যবিশেষের অভাব হেতু কর্ম্মত্ব অতিরিক্ত। কর্ম্মাদিতে পরাপরজাতি আছে, কিন্তু কর্ম্মত্বে নাই। এই যুক্তি দ্বারাই বুঝা যাইতেছে যে, কর্ম্ম গুণ বা দ্রব্যের স্বরূপ নহে।১৬

সদিতিলিঙ্গাবিশেষাদ্‌বিশেষলিঙ্গাভাবাচ্চৈকো ভাবঃ ॥ ১৭

ইতি প্রথমাধ্যায়ে দ্বিতীয়াহ্নিকম্ ॥

প্রথমোঽধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ ॥

'সৎ' এইরূপ জ্ঞান বা ব্যবহার দ্রব্য, গুণ ও কর্ম্ম এই তিনেই তুল্য এবং ভেদের সাধকও কিছুমাত্র দেখা যায় না; সুতরাং সত্তা এক। যদি এ কথা বল যে, দ্রব্যে গুণে ও কর্ম্মে সত্তা আছে; এই সত্তা এক নহে; দ্রব্যেত্বাবচ্ছিন্ন সত্তা গুণত্বাবচ্ছিন্ন সত্তা ও কর্ম্মত্বাবিচ্ছন্ন সত্তা পৃথক্। এই বিভিন্ন সত্তাকে দ্রব্যত্বাদিস্বরূপ বলিতে বাধা কি? ইহার উত্তর এই যে, 'ইহা সৎ' এই প্রকার ব্যবহার বা জ্ঞান দ্রব্য, গুণ ও কর্ম্মে সমানরূপঃ হয়। যদি বিষয়ভেদ থাকিত, তাহা হইলে জ্ঞানের ও ব্যবহারেরও ভেদ হইত। সুতরাং সত্তা বিভিন্ন নহে। ১৭

ইতি প্রথমাধ্যায়ে দ্বিতীয় আহ্নিক সমাপ্ত।

প্রথম অধ্যায় সম্পূর্ণ।

দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

প্রথমাহ্নিকম্।

রূপরসগন্ধস্পর্শবতী পৃথিবী ॥ ১

যাহাতে রূপ, রস, গন্ধ ও স্পর্শ বিদ্যমান, তাহাকেই পৃথিবী কহে। ১

রূপ-রস-স্পর্শবত্য আপো দ্রবাঃ স্নিগ্ধাঃ ॥ ২

যাহাতে রূপ, রস ও স্পর্শ বিদ্যমান, এবং যাহা দ্রব ও স্নিগ্ধ, তাহাকেই জল বলে। ২

তেজো রূপস্পর্শবৎ ॥ ৩

যাহাতে রূপ ও স্পর্শ বিদ্যমান, তাহাকেই তেজঃ জানিবে। ৩

স্পর্শবান্ বায়ুঃ ॥ ৪

যাহাতে স্পর্শ বিদ্যমান, তাহাকেই বায়ু বুঝিবে। ৪

ত আকাশে ন বিদ্যন্তে ॥ ৫

আকাশে উহারা নাই অর্থাৎ রূপ, রস, গন্ধ ও স্পর্শ আকাশে নাই। ৫

সার্পির্জতু-মধূচ্ছিষ্টানামগ্নিসংযোগাদ্দ্রবত্বমদ্ভিঃ সামান্যম্॥ ৬

যদি বল যে, জলের লক্ষণ দ্রবত্ব বলিলে বটে, কিন্তু ঘৃত, জতু (গালা), মধূচ্ছিষ্ট (মোম) ইত্যাদি পার্থিব পদার্থেও ত দ্রবত্ব দেখা যায়। ইহার উত্তর প্রদত্ত হইতেছে।—অগ্নির সংযোগ বশতই ঘৃত, গালা ও মোমে দ্রবত্ব দৃষ্ট হয়; কাজেই দ্রবত্ব জল ও ঘৃতাদির সাধারণ ধর্ম্ম। ৬

ত্রপু-সীস-লোহ-রজত-সুবর্ণাদাবগ্নিসংযোগাদ্-
দ্রবত্বমদ্ভিঃ সামান্যম্॥ ৭

ত্রপু (রাং), সীসা, লৌহ, রজত ও স্বর্ণের দ্রবত্বও অগ্নি-সংযোগ হেতু ঘটে। সুতরাং দ্রবত্ব রাং ইত্যাদির ও জলের সামান্য ধর্ম্ম। ৭

বিষাণী ককুদ্মান্ প্রান্তেবালধিঃ সাস্নাবান্
ইতি গোত্বে দৃষ্টং লিঙ্গম্॥ ৮

যাহার শিং আছে, যাহার ঘাড়ে ঝুঁটী আছে, যাহার পুচ্ছের অগ্রদেশে কেশগুচ্ছ বিদ্যমান এবং যাহার গলকম্বল আছে, তাহাকেই গো বলিয়া জানিবে অর্থাৎ ঐ সকল লক্ষণ দেখিয়াই গোত্ব অনুমিত হয়। এই সূত্রের তাৎপর্য্য এই যে, বায়ু প্রভৃতি অনেকগুলি পদার্থ দেখা যায় না, অনুমানে তাহা সিদ্ধ করিতে হয়। যেমন উপরিলিখিত চিহ্নাদি দ্বারা

গোর অনুমান হয়, সেইরূপ স্পর্শ প্রভৃতি লক্ষণ দ্বারা বায়ুর অনুমান করিয়া লইতে হইবে। ৮

স্পর্শশ্চ বায়োঃ ॥ ৯

স্পর্শঃপ্রভৃতি দ্বারাই বায়ুর বোধ হয় অর্থাৎ স্পর্শ, বৃক্ষের পত্রাদিসঞ্চালন, শন্ শন্ শব্দ প্রভৃতি লক্ষণ দেখিয়া বায়ুর অনুমান হইয়া থাকে। ৯

ন দৃষ্টানাং স্পর্শ ইত্যদৃষ্টলিঙ্গো বায়ুঃ ॥ ১০

পৃথিব্যাদি যে দৃষ্টবস্তু তিনটি, স্পর্শ তাহার জ্ঞাপক নহে; কিন্তু বায়ু অদৃষ্টমূলক, স্পর্শ দ্বারাই বায়ুর অনুমান হয়। ১০

অদ্রব্যত্বেন দ্রব্যম্ ॥ ১১

দ্রব্যাশ্রিত নহে, এই জন্যই বায়ুর পরমাণু দ্রব্য। স্পর্শ প্রত্যক্ষ হয় বলিয়া বায়ুকে বৃহৎ বলা যায়। দার্শনিকেরা ইহাকে মহৎ বলেন। এই মহতের ন্যূনতা ও আধিক্য বিদ্যমান বলিয়া আকাশবৎ পরম মহৎ নহে, ইহা সাবয়ব। সেই অবয়বের সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষুদ্রাংশ চরম অবয়ব, তাহার আর অবয়ব নাই। তাহাকেই বায়ুপরমাণু জানিবে। এখন এই আপত্তি উত্থাপন করিতে পার যে, বায়ুপরমাণু যদি নিরবয়ব হইল, তবে উহা দ্রব্যসমবেত নহে; যাহা দ্রব্যসমবেত

নহে, তাহা দ্রব্য হইতে পারে না। ইহারই উত্তরে বলা হইল যে, নিত্যদ্রব্য ভিন্ন সমস্ত বস্তুই সাক্ষাৎ বা পরম্পরা সম্বন্ধে দ্রব্যকে আশ্রয় করিয়া বিদ্যমান থাকে; স্থূলবায়ুর শেষ সূক্ষ্ম অংশের অবয়ব নাই, কাজেই উহা দ্রব্যাশ্রিত নহে; দ্রব্যাশ্রিত যখন নহে, তখন উহা দ্রব্য; আকাশ দ্রব্যাশ্রিত অথবা দ্রব্যসমবেত নহে, উহা দ্রব্য। অতএব যাহা দ্রব্য-সমবেত নহে, তাহাকে যে দ্রব্য বলিব না, এ অনুমান সঙ্গত নহে। ১১

ক্রিয়াবত্ত্বাদ্ গুণবত্ত্বাচ্চ ॥ ১২

ক্রিয়া ও গুণ আছে বলিয়াই দ্রব্য বলিতে হয়। দুইটি পরমাণুর ক্রিয়া ভিন্ন সংযোগ ঘটে না, সংযোগ না হইলে দ্ব্যণুক হয় না, আবার দ্ব্যণুক যদি না হয়, তবে ক্রমে ক্রমে বৃহৎ বায়ুও হইতে পারে না। যখন বৃহৎ বায়ু হয় আর তাহা গুণযুক্ত, তখন তাহার মূলস্বরূপ সূক্ষ্ম বায়ুতেও ক্রিয়া ও সংযোগাদি গুণের বিদ্যমানতা আছে। ১২

অদ্রব্যত্বেন নিত্যত্বমুক্তম্ ॥ ১৩

দ্রব্যাশ্রিত নহে বলিয়া বায়ুর সূক্ষ্মাংশ নিত্য বলিয়া অভিহিত। আকাশ প্রভৃতি নিত্য; কেন না, উহা দ্রব্যাশ্রিত নহে। ১৩

বায়োর্বায়ুসংমূর্চ্ছনং নানাত্বলিঙ্গম্ ॥ ১৪

এক বায়ুর সঙ্গে যে অন্য বায়ুর সংযোগবিশেষ ঘটে অর্থাৎ অভিঘাত হয়, তাহাকেই বায়ুর নানাত্বসাধক বলে। বায়ু একটিমাত্র স্বীকার করিলে অভিঘাত ঘটে না। কাজেই একাধিক বায়ু স্বীকার করিতে হয়। বায়ুর ঊর্দ্ধগমন দ্বারা দুইটি বায়ুর সংঘর্ষ অনুমিত হয়। যেমন দুই দিক্ হইতে জলস্রোত প্রবাহিত হইলে দুই স্রোতের পরস্পর সংঘর্ষ ঘটে, তখন মধ্যভাগ উচ্চ হইয়া উঠে, সেইরূপ বায়ুর ঊর্দ্ধগমন হইলে বুঝিতে হইবে যে, দুই দিক্ হইতে বায়ু প্রবাহিত হইয়া সংঘর্ষ ঘটিয়াছে। যে সময়ে তৃণপত্রাদি ঊর্দ্ধ-ভাগে উত্থিত হয়, সেই সময়েই বুঝিতে হইবে যে, বায়ুর ঊর্দ্ধগমন হইয়াছে। ১৪।

বায়ুসন্নিকর্ষে প্রত্যক্ষভাবাদ্দৃষ্টং লিঙ্গং ন বিদ্যতে ॥ ১৫

বায়ুর সহিত ব্যাপ্তি প্রত্যক্ষাভূত হয় না বলিয়াই বায়ুর অনুমান অথবা জ্ঞাপক প্রত্যক্ষসিদ্ধ নহে। ১৫

সামান্যতোদৃষ্টাচ্চাবিশেষঃ ॥ ১৬

বায়ুর অবিশেষ অনুমিত হয় কিসের দ্বারা ?—সামান্যতো-দৃষ্ট অনুমান দ্বারা। ১৬

তস্মাদাগমিকম্ ॥ ১৭

এই হেতু 'বায়ু' এই নাম শাস্ত্র দ্বারা প্রতিপাদিত। ১৭

সংজ্ঞা কর্ম্ম ত্বস্মদ্বিশিষ্টানাং লিঙ্গম্ ॥ ১৮

সংজ্ঞা ও কর্ম্ম অর্থাৎ পৃথিব্যাদি জন্যবস্তু আমাদিগের অপেক্ষা অধিক চেতনের জ্ঞাপক অর্থাৎ ক্ষমতাসম্পন্ন। এই অধিকক্ষমতাবান্ চেতন স্বয়ং ঈশ্বর আর মহর্ষিরা শাস্ত্রকর্ত্তা। ১৮

প্রত্যক্ষপ্রবৃত্তত্বাৎ সংজ্ঞাকর্ম্মণঃ ॥ ১৯

সংজ্ঞা ও কর্ম্ম অর্থাৎ পৃথিব্যাদি জন্যবস্তু প্রত্যক্ষ-প্রযোজ্য, এই হেতু উহা অধিক ক্ষমতাবান চেতনের জ্ঞাপক। যে যখন নামকরণ করে, তাহার অগ্রে নামযোগ্য বস্তু তাহার দর্শনযোগ্য থাকে। পিতা যে সময়ে পুত্রের নাম রাখেন, তাহার অগ্রে পিতার প্রত্যক্ষযোগ্যই হয়। স্বর্গ আমাদিগের দৃশ্য নহে, দেবতারাও আমাদিগের প্রত্যক্ষভূত নহেন; কিন্তু ঐ নাম যিনি দিয়াছেন, তাঁহার যে প্রত্যক্ষ, ইহা বলাই বাহুল্য। আমরা যে বস্তু দেখিতে পাই না, তাহা যিনি দেখিতে সমর্থ, তিনি যে আমাদিগের অপেক্ষা বিশিষ্ট অর্থাৎ অধিক ক্ষমতাবান, তাহা সহজেই বোধগম্য হয়। মহর্ষি এবং ঈশ্বরই সেই অধিক ক্ষমতাবান্ আত্মা। ১৯

নিষ্ক্রমণং প্রবেশনমিত্যাকাশস্য লিঙ্গম্ ॥ ২০

নিষ্ক্রামণ ও প্রবেশাদি আকাশের অনুমাপক।

আকাশকে অবকাশ বলা যায়। যদি আকাশ না থাকিত, তবে স্পর্শবিশিষ্ট কোন বস্তুর নির্গম, প্রবেশ, ইতস্ততঃ গমন প্রভৃতি ঘটিত না। বিবেচনা কর, যদি প্রাচীর ব্যবধান থাকে, তাহা হইলে সে প্রাচীর ভেদ পূর্ব্বক মানুষ গমন করিতে সমর্থ হয় না, বায়ুচলাচলেরও বিঘ্ন ঘটে; প্রাচীর যদি না থাকে, তবেই তাহা আকাশ বা অবকাশ বলিয়া কথিত; তাহাতে মানুষের প্রবেশ, নির্গম বা বায়ুর চলাচল অনায়াসে হইতে পারে। এই নির্গম-প্রবেশাদি দর্শন দ্বারাই আকাশের অস্তিত্ব অনুমিত হয়। ২০

তদলিঙ্গমেকদ্রব্যত্বাৎ কর্ম্মণঃ ॥ ২১

সুতরাং উহা অনুমাপক হইতে পারে না। কারণ, কর্ম্ম একদ্রব্য। কর্ম্মের আশ্রয় এক একটি দ্রব্য মাত্র। পূর্ব্বসূত্রে সে সাংখ্যমত কথিত হইল, এই সূত্র দ্বারা তাহা খণ্ডন করা যাইতেছে। নির্গম-প্রবেশাদিকে আকাশের অনুমাপক বলা যায় না। কারণ, নির্গম-প্রবেশাদি কর্ম্ম একৈকদ্রব্যে অবস্থিতি করে। যাহাদের নির্গম আছে, প্রবেশ আছে, সেই সমস্ত বস্তুতে নির্গম-প্রবেশাদি কর্ম্ম বিদ্যমান। তৎকর্ম্মের সঙ্গে আকাশের ব্যাপ্তিসম্পাদক কোন সংস্রব নাই। যাহাতে ঐ সমস্ত কর্ম্ম বিদ্যমান, তাহাকেই ঐ সমস্ত কর্ম্মের সমবায়িকারণ বলে। আকাশ কর্ম্মের সমবায়ি-কারণ হইতে পারে না। যেখানে কার্য্য-কারণ-সম্বন্ধের

অভাব, অন্যপ্রকার উপযোগী সম্বন্ধও নাই, সেখানে নির্গম-প্রবেশাদি আকাশের অনুমাপক হইবে কি প্রকারে ? যে প্রকার অনুমানের আকার পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, তাহা দ্বারা আকাশ সিদ্ধ হয় না ; কারণ, আত্মাও স্পর্শভাববৎ বস্তু, আত্মা দ্বারা যদি অনুমিতি চরিতার্থ হয়, তাহা হইলে অতিরিক্ত বস্তু সিদ্ধ হয় না ; সুতরাং আকাশের অনুমাপক নির্গম-প্রবেশ হইতে পারে না । ২১

কারণান্তরানুক্লৃপ্তিবৈধর্ম্যাচ্চ ॥ ২২

আকাশকে যে নির্গমনাদির অসমবায়িকরণ বলা যায় না, তাহার কারণ এই যে, অসমবায়িকারণ লক্ষণের অলক্ষ্যত্ব। তন্তুর রূপকে বস্ত্ররূপের অসমবায়িকারণ বলা যায় আর বস্ত্র বস্ত্ররূপের সমবায়িকারণ। ঐ বস্ত্র ও তন্তু-রূপ তন্তুতে সমবায়সম্বন্ধসাহায্যে অবস্থিতি করে, সুতরাং উহা প্রথম-কথিত অসমবায়িকারণ হইল। আত্মমনঃ-সংযোগকেই জ্ঞানের অসমবায়িকারণ বলা যায় ; উহা জ্ঞানের সঙ্গে একাশ্রয়ে সমবায়সম্বন্ধে অবস্থিতি করে ; উহা দ্বিতীয়বিধ অসমবায়িকারণ। তাহা হইলেই বুঝিতে হইবে যে, দুইটি বস্তু যখন কোন এক দ্রব্যে এককালে সমবায়সম্বন্ধে অবস্থিতি করে না, তখন প্রথম-কথিত অসমবায়িকারণ হয় না। অবয়বী বস্তুর উৎপত্তির অগ্রে গুণ-কর্ম্ম অবয়বে প্রত্যক্ষ-সিদ্ধ বলিয়া অবয়বী বস্তুকে অবয়ব-

সংস্থিত গুণাদির হেতু বলা যাইতে পারে না। কাজেই দ্রব্য দ্বিতীয় অসমবায়িকারণও হয় না। বস্তুতঃ দ্রব্য অসমবায়িকারণ-লক্ষণের লক্ষ্য নহে। দ্রব্যত্ব ও অসমবায়িকারণত্ব, এই উভয় পরস্পর বিরুদ্ধধর্ম্মী; আকাশে যখন দ্রব্যত্ব বিদ্যমান, তখন উহাতে অসমবায়িকারণত্ব থাকিতে পারে না। ২২

সংযোগাদভাবঃ কর্ম্মণঃ ॥ ২৩

সংযোগ হেতু কর্ম্মের অভাব হয় অর্থাৎ বাধা আছে বলিয়াই প্রবেশ-নির্গমাদির অভাব হইয়া থাকে। মনে কর, গমন করিতে করিতে প্রাচীর-সংযোগ ঘটিল; সেই সংযোগ হেতু বেগাদির বাধা পড়িল, কাজেই নির্গম-প্রবেশাদি ঘটিল না। নচেৎ আকাশের অভাবে যে প্রবেশনির্গমাদি হয় না, এমন নহে; সুতরাং আকাশকে প্রবেশনির্গমাদির নিমিত্ত-কারণও বলা যায় না। আকাশ আর অবকাশ এক পদার্থ নহে। প্রাচীরের ভিতরেও আকাশের বিদ্যমানতা আছে। যদি আকাশকে প্রবেশনির্গমাদির নিমিত্তকারণ বল, আর প্রাচীরসংযোগাদি বেগাদির প্রতিবন্ধক না বল, তাহা হইলে প্রাচীরসত্ত্বেও প্রবেশনির্গমাদির কোন বাধা থাকে না। যদি প্রাচীরসংযোগকে বেগের প্রতিবন্ধক বল, তাহা হইলে বেগের অভাবে কর্ম্মের অভাব বলা যাইতে পারে, আকাশকে নিমিত্তকারণ বলা অনাবশ্যক। সুতরাং

বুঝা গেল যে, প্রবেশনির্গমাদির প্রতি আকাশ কোনরূপ কারণই হইতে পারে না। ২৩

কারণগুণপূর্ব্বকঃ কার্য্যগুণো দৃষ্টঃ॥ ২৪

কারণ-গুণ কার্য্যগুণের জনক, ইহাই দৃষ্ট হইয়া থাকে। পৃথিব্যাদি জন্যবস্তুতে যে বিশেষগুণের বিদ্যমানতা আছে, তাহা তাহার সমবায়িকারণের গুণ হইতে উৎপন্ন। তন্তুর শ্বেতরূপ হইতে বস্ত্রের শ্বেতরূপ উৎপন্ন, ইহা প্রত্যক্ষ দেখা যায়। কিন্তু শব্দ থাকিতে পারে, এরূপ জন্যবস্তু ত দৃষ্ট হয় না; অতএব শব্দ কাহার গুণ? ২৪

কার্য্যান্তরাপ্রাদুর্ভাবাচ্চ শব্দঃ স্পর্শবতামগুণঃ॥ ২৫

স্পর্শবিশিষ্ট বস্তুর গুণ শব্দ নহে। কারণ, কার্য্যান্তরের অপ্রাদুর্ভাব অর্থাৎ সেই শব্দের সজাতীয় শব্দ অনুভূত হয় না। স্পর্শবিশিষ্ট বস্তু দ্বিবিধ;—অবয়ব ও অবয়বী অর্থাৎ ক্ষিতি, তেজ ও বায়ু অবয়ব-অবয়বি-বিভেদে দুই ভাগে বিভক্ত। সর্ব্বদাই দৃষ্ট হয় যে, অবয়বের গুণ অবয়বীতে এবং অবয়বীর গুণ অবয়বে বিদ্যমান থাকে। তন্তুরূপ ও বস্ত্ররূপই ইহার উদাহরণ। শব্দ ঐ সমস্ত দ্রব্যের গুণ হইলে একরূপ শব্দ অবয়ব অবয়বী উভয়েতেই থাকিত; কিন্তু তাহা নাই। যেমন বীণার শব্দ বীণাবয়বে এবং মৃদঙ্গশব্দ মৃদঙ্গাবয়বে

নাই। সুতরাং শব্দ পৃথিব্যাদি চারি বস্তুর গুণ হইতে পারে না। ২৫

পরত্র সমবায়াৎ প্রত্যক্ষত্বাচ্চ নাত্মগুণো ন মনোগুণঃ ॥ ২৬

শব্দ আত্মার বা মনের গুণ হইতে পারে না। কারণ, উহা আত্মভিন্ন বস্তুতে সমবায়সম্বন্ধে সংস্থিতরূপে উপলব্ধ হয় এবং উহা বাহ্য প্রত্যক্ষের বিষয়। যদি শব্দ আত্মার গুণ হইত, তাহা হইলে 'শব্দ শুনি' এই প্রকার উপলব্ধি হইত না। অধিকন্তু যেরূপ 'আমি সুখী' এই প্রকার বোধ হয়, তদ্রূপ 'আমি শব্দবান্' এই প্রকার বোধ হইতে পারিত। আর শব্দ যদি আত্মগুণ হয়, তাহা হইলে যে ব্যক্তি বধির, তাহারও শব্দানুভূতি হইতে পারে। মনের দ্বারাই আত্মগুণ গৃহীত হয়, বাহ্যেন্দ্রিয় দ্বারা হয় না। মনের কোন গুণ প্রত্যক্ষগম্য নহে, এই যুক্তি দ্বারা শব্দকে দিক্ অথবা কালেরও গুণ বলিতে পারা যায় না; কেন না, দিক্-কালগুণও প্রত্যক্ষগম্য নহে। সুতরাং স্থির হইল যে, ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, আত্মা, মন, দিক্ ও কালের গুণ শব্দ হইতে পারে না। ২৬

পরিশেষাল্লিঙ্গমাকাশস্য ॥ ২৭

পরিশেষ বশতঃ অর্থাৎ পরিশেষাধীন বলিয়া শব্দ আকাশের অনুমাপক। শব্দ যে আকাশের অনুমাপক,

তাহাই এই সূত্রে বিবৃত হইল। একটিমাত্র বাহ্যেন্দ্রিয়ের বিষয় অথচ অভাবাদিস্বরূপ নহে বলিয়া শব্দ বিশেষ গুণ। রূপস্পর্শাদি ইহার উদাহরণ। শব্দ যখন গুণ, তখন অবশ্য কোন পদার্থে অবস্থিতি করে, যদি এইরূপ অনুমান হয়, আর শব্দ কথিত অষ্টদ্রব্যের গুণ নহে বলিয়া যদি নিশ্চয় করা যায়, তাহা হইলে পরিশেষে শব্দগুণ দ্বারা ঐরূপ অষ্টদ্রব্য হইতে অতিরিক্ত অন্য একটি দ্রব্য সিদ্ধ হয়। তাহাই আকাশ; অতএব শব্দ হইতেই আকাশের অস্তিত্ব সিদ্ধ হয়। ২৭

দ্রব্যত্বনিত্যত্বে বায়ুনা ব্যাখ্যাতে। ২৮

দ্রব্যত্ব ও নিত্যত্ব বায়ু দ্বারা ব্যাখ্যাত অর্থাৎ পরমাণু দ্বারা আকাশের দ্রব্যত্ব ও নিত্যত্ব বিবৃত হইয়াছে। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, যেরূপ বায়ুপরমাণু গুণবান্, সুতরাং দ্রব্য আর দ্রব্যে অনাশ্রিত, এই হেতু নিত্যবস্তু, তদ্রূপ আকাশও গুণবান্, এই হেতু নিত্য। ২৮

তত্ত্বং ভাবেন॥ ২৯

সত্তা দ্বারা তত্ত্ব বিবৃত হইয়াছে অর্থাৎ সত্তা দ্বারা আকাশের একত্ব উক্ত হইয়াছে। সত্তা যেরূপ এক, আকাশও তদ্রূপ। ২৯

শব্দলিঙ্গাবিশেষাদ্বিশেষলিঙ্গাভাবাচ্চ ॥ ৩০

শব্দস্বরূপ অনুমাপক একরূপ আর ভেদসাধক হেতুরও অভাব, সুতরাং আকাশ বহু নহে, উহা এক। সত্তাসাধক হেতুর একরূপত্ব ও তদীয় ভেদসাধক হেতুর অভাবনিবন্ধন সত্তা যেমন এক বলিয়া স্থির হইয়াছে, এখানে আকাশ-সাধক হেতুও সেই প্রকার একরূপ এবং আকাশভেদ-সাধক হেতুর অভাব বলিয়া আকাশও এক। ৩০

তদনুবিধানাদেকপৃথক্‌ত্বঞ্চেতি ॥ ৩১

ইতি দ্বিতীয়াধ্যায়ে প্রথমাহ্নিকম্।

একত্বের নিয়তানুগত্য নিবন্ধন একপৃথক্‌ত্বেও আকাশ-ধর্ম্ম। একত্বসংখ্যা যাহাতে বিদ্যমান, একপৃথকত্বও তাহাতে অবস্থিতি করে। আকাশ এক, সুতরাং উহাতে দ্বিপৃথক্‌ত্বাদি নাই, একপৃথক্‌ত্বই আছে। ৩১

দ্বিতীয়াধ্যায়ে প্রথম আহ্নিক সমাপ্ত।

দ্বিতীয়াহ্নিকম্।

---*---

পুষ্পবস্ত্রয়োঃ সতি সন্নিকর্ষে গুণান্তরা-

প্রাদুর্ভাবো বস্ত্রে গন্ধাভাবলিঙ্গম্ ॥ ১

ফুল ও বস্ত্র একত্র মিলিত হইলে বস্ত্রে পুষ্পগন্ধ অনুভূত হয় বটে, কিন্তু অবয়বগুণানুসারে সেরূপ গন্ধের অনুৎপত্তি দ্বারাই যে বস্ত্রে গন্ধ নাই, ইহা বুঝিতে পারা যায়। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, যদি বস্ত্রের উপর পুষ্প স্থাপন করা যায়, অথবা বস্ত্রে আতর বা মৃগনাভি দেওয়া যায়, তাহা হইলে সেই বস্ত্রে পুষ্প বা আতর অথবা মৃগনাভির গন্ধ অনুভূত হয়; কিন্তু সেই গন্ধ কদাচ বস্ত্রের নহে; উহা ঐ পুষ্প, আতর বা মৃগনাভিরই সূক্ষ্মাংশের গন্ধ। এই প্রকার বায়ু প্রবাহিত হইলে সেই বায়ুতে যে গন্ধ উপলব্ধ হয়, তাহা বায়ুর নিজের গন্ধ নহে—উহা অন্য বস্তুর গন্ধ। অবয়বে যে গুণ বিদ্যমান থাকে, অবয়বী বস্তুতে তজ্জাতীয় গুণ জন্মে। ইহাকেই জন্যজনকভাব বলে অর্থাৎ অবয়বিগুণের সঙ্গে অবয়বগুণের যে ঐরূপ সম্বন্ধ হয়, উহারই নাম জন্যজনক-ভাব। অবয়বে যদি গন্ধ থাকে, তবেই অবয়বীতে গন্ধ জন্মে, নচেৎ জন্মিবার সম্ভাবনা নাই। মনে কর, যেমন তন্তু

অবয়ব আর বস্ত্র অবয়বী। যখন বস্ত্র প্রস্তুত হয়, তখন তন্তুতে পুষ্পাদির গন্ধ থাকে না। বস্ত্র নির্ম্মিত হইলে যদি তাহার সহিত পুষ্প, মৃগনাভি প্রভৃতি মিলিত করা যায়, তবেই সেই বস্ত্রে গন্ধের উৎপত্তি হয়; সুতরাং যখন অবয়বে গন্ধ নাই, তখন অবয়বীতে কি প্রকারে গন্ধ থাকে? বায়ুর অবয়বেও গন্ধের অবিদ্যমানতা, বায়ুতেও গন্ধ থাকে কি প্রকারে? সুতরাং বায়ুস্থিত গন্ধ ঔপাধিক; উহা স্বাভাবিক নহে। এই সকল বিষয়েই এখন বিচার আবশ্যক। ১

ব্যবস্থিতঃ পৃথিব্যাং গন্ধঃ ॥ ২

পৃথিবীতে গন্ধ নিশ্চত বিদ্যমান। পৃথিবীতে যে গন্ধের বিদ্যমানতা, উহা ঔপাধিক নহে, উহা স্বাভাবিক। দ্রব্যে সমবায়সম্বন্ধেই স্বাভাবিক গুণ বিদ্যমান থাকে; ঐ স্বাভাবিক গন্ধ পৃথিবীতে আছে, ইহা নিশ্চত। ২

এতেনোষ্ণতা ব্যাখ্যাতা ॥ ৩

ইহা দ্বারা উষ্ণতা ব্যাখ্যাত হইল। মনে কর, একটি চুল্লীতে হাঁড়ি চড়াইয়া তাহাতে ঘটী কত জল ঢালিয়া দিলে; হাঁড়ি পূর্ণ হইল; তৎপরে আগুনের জ্বালে সেই হাড়িপূর্ণ জল উষ্ণ হইল। কিন্তু যখন জল অন্য পাত্রে ছিল, চুল্লীতে চড়াইয়া অগ্নিসংযোগ করা হয় নাই, তখন ঐ জল উষ্ণ ছিল না। ঐ কয় ঘটী জল এক হাঁড়ি জলের

অবয়ব; অবয়বে যে উষ্ণতা বিদ্যমান ছিল না, অবয়বীতে তাহা কি প্রকারে আসিবে? অবয়বগুণের তুল্য গুণই অবয়বীতে জন্মে। সুতরাং বুঝিতে হইবে যে, জল অবয়ব, উহাতে যখন উষ্ণতা নাই, তখন অবয়বী জলেও উষ্ণতা থাকিতে পারে না। ৩

তেজস উষ্ণতা ॥ ৪

তেজের উষ্ণতা স্থিরীকৃত আছে। তেজের স্বাভাবিক গুণ উষ্ণতা অথবা উষ্ণস্পর্শ। ইহাই তেজের লক্ষণ; সুতরাং জলাদিতে অতিব্যাপ্তি অসম্ভব। ৪

অপ্সু শীততা ॥ ৫

জলে শৈত্য অছে, ইহা নিশ্চিত। জলের স্বাভাবিক লক্ষণ শৈত্য। ৫

অপরস্মিন্নপরং যুগপৎ চিরং ক্ষিপ্রমিতি
কাললিঙ্গানি ॥ ৬

বয়সে কনিষ্ঠ হইলে কনিষ্ঠত্বজ্ঞান, বয়সে জ্যেষ্ঠ হইলে জ্যেষ্ঠত্বজ্ঞান, যুগপৎ, শীঘ্র ও বিলম্ব এইরূপ যে জ্ঞান, তাহাকে কালের অনুমাপক বলা যায়। ৬

দ্রব্যত্বনিত্যত্বে বায়ুনা ব্যাখ্যাতে ॥ ৭

কালেরও দ্রব্যত্ব ও নিত্যত্ব বায়ুপরমাণু দ্বারা ব্যাখ্যাত

হয়। যে হেতুতে বায়ুপরমাণুকে নিত্যবস্তু বলা হইয়াছে, কালকে নিত্যবস্তু বলিবারও হেতু তাহা অর্থাৎ বায়ুপরমাণু যেমন অবয়বহীন, কালও তদ্রূপ নিরবয়ব; এবং ঐ কালে সংযোগাদি গুণ বিদ্যমান আছে। যাহা অবয়বহীন ও গুণসম্পন্ন, তাহাকে নিত্যবস্তু বলা যায়। ৭

তত্ত্বম্ভাবেন ॥ ৮

কালের একত্ব সত্তা দ্বারাই ব্যাখ্যাত হইয়াছে। কাল একমাত্র। তবে যে পল, বিপল, অনুপল ইত্যাদি ব্যবহার হয়, উহা কর্ম্মাবিশেষমূলক। যেমন আকাশ এক-মাত্র; কিন্তু ঘটাকাশ, মঠাকাশ, পটাকাশ প্রভৃতিরূপ ব্যব-হার হয়, কালও তদ্রূপ। ৮

নিত্যস্বভাবাদনিত্যষু ভাবাৎ কারণে

কালাখ্যেতি ॥ ৯

নিত্যদ্রব্যে যুগপৎ উৎপন্ন প্রভৃতি প্রত্যয় নাই, অনিত্য-দ্রব্যে আছে, এই হেতু কারণকে কাল বলে। এই সূত্রের ভাবার্থ এই যে, কাল জন্যপদার্থের অন্যতম কারণ। জগতের কারণও কাল; তাহাও শ্রুতিতে উক্ত আছে। মনে কর, এই সুবর্ণে হার হয়, এই প্রকার জ্ঞান আছে; সুবর্ণ যে হারের কারণ, তাহা অবশ্যই স্বীকার্য্য। 'এই দ্রব্য আর ঐ দ্রব্য এক সময়ে উৎপন্ন', 'ঐ দ্রব্য অমুক সময়ে উদ্ভূত' ইত্যাদি

কথা যে প্রচলিত আছে, তদ্দ্বারা কালকেই জন্যবস্তুর অন্যতম কারণ বলিয়া বুঝিতে পারা যায়। ৯

ইত ইদমিতি যতস্তদ্দিশ্যং লিঙ্গম্॥ ১০

ইহা, ইহা হইতে নিকটবর্ত্তী বা দূরবর্ত্তী, প্রভৃতি ব্যবহার যাহা হইতে হয়, তাহাকেই দিকের অনুমাপক বলা যায়। যদি দিক্ না থাকিত, তাহা হইলে নিকটত্ব বা দূরত্ব কিছুই থাকিত না। কারণ, দিক্ই দূরত্ব-নিকটত্বরূপ গুণের অসমবায়িকারণ ও তদ্দ্রব্যের সংযোগ। দিক্ নিজের সংযোগকে আশ্রয় পূর্ব্বক দূরবর্ত্তী এক পদার্থে অন্য পদার্থের সংযোগ ঘটায়; যে যাহা হইতে যতখানি দূরবর্ত্তী, দিক্ তাহাতে তথা হইতে তত সংযোগ ঘটাইয়া দেয়। যদি অধিকদূরবর্ত্তী হয়, তবে অধিক দ্রব্যের সংযোগ ঘটায় আর যদি অল্পদূরবর্ত্তী হয়, তবে অল্পসংযোগ ঘটাইয়া থাকে। যদি সমান সংযোগ হয়, তবে আপনার আপনি বুঝিতে হইবে অর্থাৎ নিকটও নয়, দূরও নয়। ১০

দ্রব্যত্বনিত্যত্বে বায়ুনা ব্যাখ্যাতে॥ ১১

বায়ু দ্বারাই দ্রব্যত্ব ও নিত্যত্ব ব্যাখ্যাত। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, বায়ুপরমাণুই নিত্য ও দ্রব্য বলিয়া উক্ত; কারণ, দ্রব্যাশ্রিত নহে। আর গুণের বিদ্যমানতা আছে বলিয়াও দ্রব্য বলা গিয়াছে। তদ্রূপ দিক্ও দ্রব্যের আশ্রিত নহে,

অথচ গুণবিশিষ্ট; সুতরাং উহাকেও নিত্যবস্তু বলিতে হইবে। ১১

তত্ত্বম্ভাবেন ॥ ১২

তত্ত্ব শব্দে একত্ব। দিকেরও তত্ত্ব সত্তাদ্বারা ব্যাখ্যাত। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, দিক্‌কে নানা বলিবার কারণ নাই, বরং এক বলিবার কারণ আছে। সুতরাং দিক্ এক। ১২

কার্য্যবিশেষেণ নানাত্বম্ ॥ ১৩

দিকের যে অনেকত্ব ব্যবহৃত হয়, তাহা কেবল কার্য্য-ভেদে। উপাধিভেদকেই কার্য্যভেদ বলে। মনে কর, এক অখণ্ড কাল যেমন পল, বিপল, অনুপল ইত্যাদি নামে কথিত হয়, সেইরূপ দিক্ এক হইলেও বাম, দক্ষিণ এবং ভানুর উদয়াস্ত প্রভৃতি উপাধি (ভেদক ধর্ম্ম) দ্বারা উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব্ব, পশ্চিম প্রভৃতি নানা নামে অভিহিত হয়। ১৩

আদিত্যসংযোগাদ্ভূতপূর্ব্বাদ্ভবিষ্যতো
ভূতাচ্চ প্রাচী ॥ ১৪

ভূত, ভাবী বর্ত্তমান আদিত্যসংযোগ হইতেই প্রাচী (পূর্ব্ব) এইরূপ ব্যবহার হইয়া থাকে। অর্থাৎ ভূত, ভাবী ও বর্ত্তমান যে দিনের হউক না কেন, একদিনের ভাস্করোদয়

যে ভাগে স্থির করিবে, সেই ভাগই পূর্ব্ব নামে ব্যবহৃত হইবে। ১৪

তথা দক্ষিণা প্রতীচী উদীচী চ॥ ১৫

ঐ প্রকারেই দক্ষিণ, পশ্চিম, উত্তর এই প্রকার ব্যবহার হইয়া থাকে। শ্রাবণাদি ছয় মাসে দুই প্রহরকালে ভাস্কর-দেবের স্থিতিস্থল যে অংশে দৃষ্ট হইবে, তন্নিকটস্থ দিকের নাম দক্ষিণ কিংবা পূর্ব্বদিঙ্মুখ হইয়া দাঁড়াইলে দক্ষিণে যে অংশ থাকে, তাহাকেই দক্ষিণদিক্ বলিতে হইবে এবং যে ভাগ বামদিকে থাকিবে, তাহাই উত্তর। অস্তাচল-নিকটস্থ দিক্‌কে পশ্চিম বলে আর সুমেরুর নিকটবর্ত্তী দিক্ই উত্তর। এই যে নির্ণয়ের কথা বলা হইল, ইহা ভিন্ন অন্য প্রকারেও ঐ সমস্ত দিকের উপাধি নির্ণয় করা যাইতে পারে। ১৫

এতেন দিগন্তরালানি ব্যাখ্যাতানি॥ ১৬

ইহা দ্বারা দিগন্তরালও ব্যাখ্যাত হইল। কোণচতুষ্টয়কে দিগন্তরালে কহে। ভেদকধর্ম্ম অবলম্বন পূর্ব্বক যে প্রকারে পূর্ব্বাদি চারিদিক্ নির্ণীত হইল, সেই প্রণালীতেই কোণচতুষ্টয় নির্ণীত হইবে। উদয়াচলনিকটবর্ত্তী হইয়া সুমেরু-ব্যবহিত যে দিক্, তাহাকেই অগ্নিকোণ বলে। সুমেরু-ব্যবহিত হইয়া অস্তগিরি-নিকটস্থ দিক্ই নৈর্ঋতকোণ বলিয়া অভিহিত। অস্তগিরিনিকটবর্ত্তী ও সুমেরুসমীপস্থ দিক্‌কে

বায়ুকোণ বলে আর সুমেরুনিকটস্থ ও উদয়গিরিসমীপস্থ দিক্ ঈশানকোণ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট। ১৬

সামান্যপ্রত্যক্ষাদ্‌বিশেষাপ্রত্যক্ষাদ্‌বিশেষ-
স্মৃতেশ্চ সংশয়ঃ ॥ ১৭

যদি ধর্ম্মিজ্ঞান, ব্যাপ্যদর্শনের অভাব, কোটিদ্বয়ের জ্ঞান ও সন্নিকর্ষ থাকে, তবে সংশয় হয়। কিংবা সাধারণ ধর্ম্মযুক্ত ধর্ম্মজ্ঞান, ব্যাপ্যদর্শনের অভাব ও কোটিদ্বয়ের জ্ঞান এবং সন্নিকর্ষ ইত্যাদি যদি থাকে, তবে সংশয় হইয়া থাকে। দিক্, কাল ও আকাশ সর্ব্বব্যাপী; সর্ব্বপ্রকার পরিচ্ছিন্ন বস্তুতেই ইহাদের সংযোগ বিদ্যমান। এই তিনটির মধ্যে কাল ও দিকের বিষয় বলা হইয়াছে; আকাশেরও কিয়দংশ কথিত হইয়াছে। স্থির হইয়াছে, আকাশের হেতু শব্দ; সেই শব্দের বিষয় এখন ব্যাখ্যাত হইতেছে। শব্দে যে গুণত্ব ও নিত্যত্ব সংশয় আছে, সম্প্রতি সেই সন্দেহের নিরাস করা প্রয়োজন। সন্দেহ কেন হয়? যে বিভিন্ন ধর্ম্মদ্বয় সন্দেহের বিষয় হয়, সন্দেহ উৎপত্তির অগ্রে সেই দুটি ধর্ম্মের সমানাধিকরণধর্ম্ম এই স্থলে আছে, এই প্রকার বোধ হয়, সেই ধর্ম্মদ্বয়ের স্মরণ হয় এবং ধর্ম্মদ্বয়ের মধ্যে কোন একটি ধর্ম্মের ব্যাপ্যধর্ম্মান্তর লক্ষিত না হয়, তখন প্রত্যক্ষের সাধারণ কারণ-সন্নিকর্ষ অর্থাৎ নেত্রসংযোগ ইত্যাদি থাকিলেই সন্দেহ হয়। মনে কর, একটি শাখাপ্রশাখাশূন্য বৃক্ষের একটি গুঁড়িমাত্র

দণ্ডায়মান আছে। তুমি দূর হইতে উহা দেখিয়া উহার দণ্ডায়মানভাব হৃদয়ঙ্গম করিলে। তখন তোমার এইরূপ জ্ঞান হইবে যে, এই যে দণ্ডায়মানভাব, ইহা মুড়া গাছেও থাকে, আবার মনুষ্যাদি অন্যত্রও দৃষ্ট হয়। কাজেই তখন স্থাণু বলিয়া নির্ণয় করিতে পার, এরূপ ব্যাপ্যদর্শন ঘটিল না। শুষ্ক শাখাদির ভগ্নাবশেষ হ্রস্বাংশাদিই স্থাণুত্বের ব্যাপ্য; কারণ, এই প্রকার শুষ্ক ভগ্নশাখার সত্তা স্থাণু ব্যতীত অন্যত্র অসম্ভব। তাহা যদি না বুঝা যায়, তবে আর ব্যাপ্যদর্শন ঘটিল না; তখন স্থাণুত্ব ও স্থাণুত্বাভাব উভয়ই স্মৃত হয় এবং দূরস্থিত দণ্ডায়মান পদার্থে সেই ভাবদ্বয়ের অব্যবস্থিত সমাবেশ পূর্ব্বক আমরা সন্দিগ্ধ হই। আমাদের মনে হয়— "ঐ পদার্থ স্থাণু কি না?" যে ধর্ম্মদ্বয় সন্দেহের [illegible]য়, দর্শনশাস্ত্রে তাহাকে কোটি বলে। যে পদার্থে ঐরূ[illegible] [illegible]ন্দেহ হয়, তাহাকে ধর্ম্মী কহে। এইরূপ সন্দেহ হইলেই তুমি গুঁড়ির নিকটবর্ত্তী হইয়া তাহার অগ্রদেশে শুষ্ক শাখাভঙ্গের চিহ্ন দর্শন করিলে। তখনই তোমার আর সন্দেহ থাকিল না; ব্যাপ্যদর্শন ঘটিল। ১৭

দৃষ্টঞ্চ দৃষ্টবৎ॥ ১৮

পূর্ব্বদৃষ্টের অনুরূপ ধর্ম্ম পরিদৃষ্ট হইয়া সন্দেহের উৎপত্তির কারণ হয়। সন্দেহ দ্বিবিধ;—বহির্বিষয়ক ও অন্তর্বিষয়ক। বহির্বিষয়ক সন্দেহও আবার দ্বিবিধ;—

প্রথমতঃ একাধিক স্থলে কোন একটি ধর্ম্মে দুইটি কোটির সামানাধিকরণ্যবোধ জন্মিলে যে সন্দেহ হয়। দ্বিতীয়তঃ বিভিন্ন সময়ে একই স্থলে কোন একটির ধর্ম্মে দুইটি কোটির সামানাধিকরণ্যজ্ঞানমূলক। এই অষ্টাদশ সূত্রে প্রথম প্রকারের বহির্বিষয়ক সন্দেহ প্রদর্শিত হইতেছে। পূর্ব্বে দেখা গিয়াছে যে, দণ্ডায়মানভাব মুড়াগাছে ও মনুষ্যে উভয় স্থানেই থাকে। ঐ যে দূরস্থিত পদার্থে দণ্ডায়মানভাব দৃষ্ট হয়, উহা তদুভয়ের অনুরূপ। দ্রষ্টা ব্যক্তি একস্থলে দণ্ডায়মানভাবে স্থাণুত্বের সামানাধিকরণ্য দর্শন করিয়াছে আর অন্য স্থলে তদভাবের সামানাধিকরণ্য দেখিয়াছে, কাজেই দুইটি কোটির সামানাধিকরণ্য একাধিক স্থলে জ্ঞাত হইল। তৎপরে যে সময় ঐ দূরস্থিত পদার্থে তত্তুল্য দণ্ডায়মানভাব দৃষ্ট হইল, তখন তাহার সন্দেহ জন্মিল। ইহাই প্রথমপ্রকারের সন্দেহ। ১৮

যথাদৃষ্টমযথাদৃষ্টত্বাচ্চ ॥ ১৯

এক প্রকার দৃষ্ট পদার্থ যদি অন্য প্রকারে পরিদৃষ্ট হয়, তাহা হইলেই সন্দেহোৎপত্তির হেতু হইয়া থাকে। এই সূত্রে দ্বিতীয় প্রকার সন্দেহের বিষয় কথিত হইল। বিবেচনা কর, তুমি পটলকে একবার দর্শন করিয়াছ। যখন দেখিয়াছিলে, তখন পটলের মস্তকের কেশবিন্যাসের দিব্য পারিপাট্য দৃষ্ট হইয় ছিল। তখন তুমি তাহাকে একরূপ দেখিলে।

আবার তুমি কিছুদিন পরে দেখিলে, পটলের মস্তকে কেশ নাই—নেড়া। তখন আবার পটল তোমার নিকট অন্যভাবে দৃষ্ট হইল। যদি কোন সময়ে পটলের মস্তক বস্ত্রদ্বারা আবৃত থাকে, তাহা হইলে তোমার সন্দেহ হইবে যে, পটল কেশবিন্যাসে অলঙ্কৃত কি না? এখানে একাধিক স্থলে কেশ-কেশাভাবের সামানাধিকরণ্য পটলত্বে গৃহীত হয় নাই; পরন্তু এক পটলেই পৃথক্ সময়ে হইয়াছে। অতএব ইহাকেই দ্বিতীয় প্রকারের বহির্বিষয়ক সন্দেহ বলা যায়। ১৯

বিদ্যাঽবিদ্যাতশ্চ সংশয়ঃ ॥ ২০

প্রমা বা ভ্রম, এ প্রকার সন্দেহ জন্মিয়া থাকে। ইহার মর্ম্মার্থ এই যে, আন্তর বিষয়কেই অন্তর্বিষয়ক [illegible]। অন্তরের বস্তু জ্ঞান। বিবেচনা কর, তুমি এই সূত্রটি পড়িয়া অনুশীলন করিয়া একরূপ বোধগম্য করিলে। তৎপরে তোমার মনে হইল যে, আমি যাহা বুঝিলাম, ইহা প্রকৃত কি না? কারণ, আমি বুঝিয়াছি, এই প্রকার বোধ বা জ্ঞান, ভ্রমবিষয়েও হইতে পারে, আবার প্রমা-বিষয়েও হইতে পারে। কাজেই জ্ঞানময়ত্বরূপ ধর্ম্ম কোটিদ্বয়ের সামানাধিকণ হইল। জ্ঞানাখ্য ধর্ম্মীতে এই জ্ঞানমূল প্রমাত্ব-সন্দেহকেই আন্তর সংশয় বলে। সুখাদিধর্ম্মীতে যে এই প্রকার সন্দেহ, তাহা-কেও আন্তর সংশয় বলা যায়। ২০

শ্রোত্রগ্রহণো যোঽর্থঃ স শব্দঃ ॥ ২১

শ্রোত্র দ্বারা যে জাতিমৎ পদার্থ গৃহীত হয়, তাহাকে শব্দ বলে। শব্দস্বরূপ ধর্ম্মীতে যে সন্দেহ হয়, তাহার অগ্রে ধর্ম্মী স্থির করা কর্ত্তব্য। এই কারণেই শব্দ কাহাকে বলে, তাহা বলা যাইতেছে। শ্রোত্রেন্দ্রিয় দ্বারা যে বস্তু গ্রহণ করা যায় অথচ যাহার সমানজাতীয় পদার্থ বহু, তাহাকেই শব্দ বলে। ২১

তুল্যজাতীয়েষ্বর্থান্তরভূতেষু বিশেষস্থ
উভয়থা দৃষ্টত্বাৎ ॥ ২২

ইহা প্রত্যক্ষ দেখা যায় যে, সজাতীয় বিজাতীয় দুই স্থলেই অর্থাৎ শব্দত্বে ও শ্রোত্রগ্রাহ্যত্বে অবৃত্তি। তদ্রূপ শব্দত্বাদি জ্ঞান শব্দে হওয়াতে শব্দ গুণ অথবা দ্রব্য বা কর্ম্ম, এই প্রকার সন্দেহ জন্মে। ২২

একদ্রব্যত্বান্ন দ্রব্যম্ ॥ ২৩

একমাত্র দ্রব্যে অর্থাৎ সমবায়সম্বন্ধে বিদ্যমান বলিয়া শব্দ দ্রব্য নহে। দ্রব্য দ্বিবিধ ;—অসমবেত ও অনেকসমবেত। যে দ্রব্য সাবয়ব নহে, যেমন পরমাণু, আকাশ প্রভৃতি, তাহাকে অসমবেত কহে এবং যে দ্রব্য সাবয়ব, তাহাকে অনেক-সমবেত বলা যায়। কারণ, একটি অবয়ব দ্বারা কার্য্যের উৎপত্তি হয় না ; সেই সাবয়ব দ্রব্য স্বীয় সমস্ত অবয়বেই

সমবেত। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, শব্দ অসমবেতও নহে, অনেকসমবেতও নহে, উহা কেবলমাত্র সমবেত; কাজেই উহাকে দ্রব্য বলা যায় না। ২৩

নাপি কর্ম্মাঽচাক্ষুষত্বাৎ ॥ ২৪

শব্দকে কর্ম্মও বলা যায় না। কারণ, উহা চাক্ষুষ প্রত্যক্ষের বিষয় নহে। যদি এমন কথা বল যে, শব্দ কর্ম্ম-বিশেষ, কোন কোন চাক্ষুষ প্রত্যক্ষের বিষয়, ইহা স্বীকার করিলেও বায়ু প্রভৃতির কর্ম্ম ত তাহা নহে, অথচ তাহা কর্ম্মবিশেষ। তদ্রূপ শব্দ যদিও চাক্ষুষ প্রত্যক্ষের বিষয় স্পন্দন না হয়, তথাপি কর্ম্ম হইবে না কেন? এই আশঙ্কার উত্তরে বলা যাইতেছে যে, বায়ুর স্পন্দন কোনরূপ বা[illegible] প্রত্যক্ষের বিষয় হইতে পারে না; কিন্তু চাক্ষুষ প্র[illegible]র অযোগ্য এবং অন্যরূপ বাহ্য প্রত্যক্ষের যোগ্য, এ প্রকার কর্ম্ম একটিও দেখাইতে পারিবে না। শব্দ এই প্রকারই হইয়া থাকে; উহা কর্ম্মবিশেষ নহে। ২৪

গুণস্য সতোঽপবর্গঃ কর্ম্মভিঃ সাধর্ম্ম্যম্ ॥ ২৫

শব্দকে যদি গুণ বল, তাহা হইলেও উহা আশুবিনাশিত্ব শব্দ ও কর্ম্মের সাধর্ম্ম্য মাত্র। যেরূপ ভাবত্ব-সত্তাদি ধর্ম্ম নানাপদার্থের সাধর্ম্ম্য হইলেও সেই সমস্ত পদার্থের অভেদ-সাধক হইতে পারে না, সেইরূপ শব্দ ও কর্ম্মের সাধর্ম্ম্য

যদি আশুবিনাশিত্ব হয়, তথাপি তাহা তদ্দ্বয়ের অভেদসাধক হয় না। যদি বৈধর্ম্ম্যের অভাব থাকে, তবেই অভেদসিদ্ধি হয়, কেবলমাত্র সাধর্ম্ম্যে হয় না। ২৫

সতো লিঙ্গাভাবাৎ ॥ ২৬

শব্দের নিত্যতা সম্বন্ধে কোন প্রমাণ দৃষ্ট হয় না। শব্দ নিত্য, সুতরাং শব্দ ও কর্ম্মের আশুবিনাশিত্ব সাধর্ম্ম্য হইতে পারে না। সুতরাং আশুবিনাশিত্ব-হেতু দ্বারাও শব্দ ও কর্ম্মের অভেদসিদ্ধি হয় না। মীমাংসকেরা এইরূপ বলিয়া থাকেন; কিন্তু বৈশেষিকের মতে ইহাও সঙ্গত নহে। কারণ, শব্দের নিত্যতা সম্বন্ধে কোন প্রমাণ দৃষ্ট হয় না। ২৬

নিত্যবৈধর্ম্ম্যাৎ ॥ ২৭

বৈলক্ষণ্যকে বৈধর্ম্ম্য কহে। নিত্যবস্তুর সহিত শব্দের বৈধর্ম্ম্য বিদ্যমান। যাহা সর্ব্বকালস্থায়ী, তাহাই নিত্যবস্তু। শব্দ তদ্রূপ নহে। যদি জিজ্ঞাসা কর যে, শব্দও ত সর্ব্বদা স্থায়ী। তাহার উত্তর এই যে, সে কথা বলা চলে না; কারণ, সর্ব্বদা ত শব্দের শ্রবণ হয় না। আপত্তি করিতে পার যে, ঘরে যখন আলোক নাই, কিন্তু ঘট আছে, আলোক অভাবে যেরূপ সেই ঘট দেখা যায় না, আলোক থাকিলেই প্রত্যক্ষ হয়, তদ্রূপ শব্দ থাকিলেও যদি উচ্চারণ না হয়, তবে তাহা শ্রুত হয় না, যখন উচ্চারণ হয়, তখন শ্রুত হইয়া থাকে।

যেরূপ আলোক ব্যঞ্জক আর ঘট ব্যঙ্গ্য, তদ্রূপ উচ্চারণ ব্যঞ্জক আর শব্দ ব্যঙ্গ। এ কথার উত্তর এই যে, যদি আলোক ও ঘটের ন্যায় শব্দ ও উচ্চারণের ব্যঙ্গব্যঞ্জকভাব হয়, তাহা হইলে ঘটদর্শনে যেরূপ আলোকধারী প্রদীপাদি অনুমিত হয় না, তদ্রূপ বাক্য শুনিয়া উচ্চারক ব্যক্তিরও অনুমান হইত না; বস্তুতঃ তাহা নহে; শব্দ ব্যঙ্গ হইতে পারে না ২৭

অনিত্যশ্চায়ং কারণতঃ ॥ ২৮

শব্দ কারণসাপেক্ষ, এই হেতু উহা অনিত্য। কারণাধীন বস্তুকেই অনিত্য বলা যায়; শব্দও কারণাধীন বলিয়া অনিত্য। ২৮

ন চাসিদ্ধং বিকারাৎ ॥ ২৯

তারতম্য আছে বলিয়া কারণসাপেক্ষত্ব শব্দে অসিদ্ধ হইতে পারে না। শব্দে উচ্চানুচ্চ তারতম্য আছে অর্থাৎ কোন শব্দ উচ্চ, কোন শব্দ অনুচ্চ। উচ্চারণের তারতম্যেই এই প্রকার ভেদ ঘটে। ধীরে উচ্চারিত হইলেই অনুচ্চ শব্দ হয় আর সবেগে উচ্চারিত হইলেই উচ্চ শব্দ হইয়া থাকে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, উচ্চারণের সহিত শব্দের কার্য্যকারণভাব বিদ্যমান। কারণের অবিদ্যমানে তাহার অবস্থাভেদে কার্য্যের অবস্থাভেদ ঘটিত না। অতএব শব্দে যে কারণসাপেক্ষত্ব আছে, ইহা সিদ্ধ হইল। ২৯

অভিব্যক্তৌ দোষাৎ ॥ ৩০

আরও কারণসাপেক্ষত্ব মানিতে হয় এই জন্য যে, অভিব্যক্তি পক্ষে দোষ বিদ্যমান আছে। ৩০

সংযোগাদ্‌বিভাগাচ্চ শব্দনিষ্পত্তিঃ ॥ ৩১

সংযোগ,বিভাগ ও শব্দ এই তিন হইতেও শব্দের উৎপত্তি হইয়া থাকে। এখন সংযোগ হইতে কিরূপে শব্দ উৎপন্ন হয়, তাহার দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইতেছে।—মনে কর, একটি নাগারায় বা ঢক্কায় ঘা দেওয়া হইল,অমনি শব্দ উৎপন্ন হইল ; এই শব্দই সংযোগ হইতে জাত। বিভাগ হইতে যে শব্দ উৎপন্ন হয়, তাহা এইরূপ ;—মনে কর, একটি বাঁশকে লম্বালম্বি মধ্যভাগে যদি চিরিয়া ফেলা যায়, তাহা হইলে তাহা হইতে ‘চড়চড়’ শব্দের উৎপত্তি হয়। ইহাকেই বিভাগোৎপন্ন শব্দ বলে। এখন শব্দ হইতে শব্দের উৎপত্তি কি প্রকারে হয়, তাহাও বলা যাইতেছে। কোন স্থানে একটি শব্দ হইল ; সেই শব্দ হইতে ক্রমে ক্রমে শ্রোত্রেন্দ্রিয়ে নভোদেশে শব্দ জন্মিলেই তাহা প্রত্যক্ষ হয়, এই শব্দকেই শব্দোৎপন্ন শব্দ বলা যায়। যদি এই সমস্ত উৎপাদককেই অভিব্যঞ্জক বল, তবে নাগারায় ঘা দিলেও বর্ণমালা শ্রবণগোচর হউক। যদি বল যে. ধ্বনি সংযোগাদিজনিত, কিন্তু বর্ণ নিত্য ও অভিব্যঙ্গ্য। তাহার উত্তর এই যে, নিয়ত অপ্রত্যক্ষ ও উৎপত্তি-নাশের অনুভব নিবন্ধন যদি ধ্বনিকে জন্য বলিতে হয়, তাহা হইলে সেই অনুভবে বর্ণকে জন্য বলিলে দোষ কি ? ৩১

লিঙ্গাচ্চানিত্যঃ শব্দঃ ॥ ৩২

অনুমাপক আছে বলিয়া শব্দকে অনিত্য বলা যায়। যাহা শ্রোত্রেন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য গুণ, তাহাকেই অনিত্য কহে; যেমন ভেরীধ্বনি। ককারাদি বর্ণ শ্রোত্রেন্দ্রিয়ের গুণ, কাজেই অনুমান যে, উহা অনিত্য। ৩২

দ্বয়োস্তু প্রবৃত্ত্যোরভাবাৎ ॥ ৩৩

বর্ণ নিত্য, কেন না, উভয়ের প্রবৃত্তি অনুপপন্ন হয়। যাঁহাদের মতে শব্দ নিত্য, বিবাদীর মতে তাঁহারা এই বলিয়া দোষারোপ করেন যে, গুরু বিদ্যাদাতা, শিষ্য বিদ্যাগৃহীতা। এখানে বিদ্যাশব্দে বর্ণমালাময় শাস্ত্র বুঝায়। বর্ণ যদি স্থায়ী বস্তু না হইত, তাহা হইলে দান-প্রতিগ্রহে প্রবৃত্তি ঘটিত না; যাহার যে বস্তু আছে, সে তাহাই দান করিতে সমর্থ; তাহারই নিকট গ্রহীতা যায়; বর্ণ যদি অনিত্য হয়, গুরুর তাহা থাকিবে কেমন করিয়া? দানই বা হইবে কোন্ বস্তুর? দানপ্রতিগ্রহে গ্রহীতারই বা প্রবৃত্তি হইবে কেন? ৩৩

প্রথমাশব্দাৎ ॥ ৩৪

শব্দের নিত্যত্ব সিদ্ধি প্রথমা শব্দ হইতেও হয়। শ্রুতির অর্থ, প্রথমা ঋক্ ত্রিবার পাঠ্য। ঋক্ বর্ণময়ী। বর্ণ যদি অনিত্য হয়, তাহা হইলে 'তিনবার পাঠ্য' এ কথা বলা অসঙ্গত। একবার পাঠেই এক ঋকের বিলোপ হয়, তাহার পুনঃ পাঠ সম্ভব নহে; যদি পুনঃ পুনঃ পাঠ না হয়, তাহা হইলে

'তিনবার পাঠ্য' বলাও অসম্ভব। সুতরাং শব্দ অনিত্য হইতে পারে না, উহা নিত্য। ৩৪

সম্প্রতিপত্তিভাবাচ্চ ॥ ৩৫

প্রত্যভিজ্ঞা কারণেও শব্দকে নিত্য বলা যায়। সাধারণতঃ কথাপ্রসঙ্গে অনেকেই বলিয়া থাকেন, "সেই কবিতাটি কি বল ত ?" এ স্থলে 'সেই কবিতাটি' অর্থে পূর্ব্বানুভূত কবিতা। বুঝিতে হইবে। কবিতা যদি নিত্য না হয়, তবে পূর্ব্বানুভূত কবিতা আসিবে কোথা হইতে ? সুতরাং শব্দ যে নিত্য, তাহা স্থিরীকৃত হইল। ৩৫

সন্দিগ্ধাঃ সতি বহুত্বে ॥ ৩৬

বহুত্ব বিদ্যমানেও শব্দকে ব্যভিচারী বলিতে হয়। ককারাদিভেদে বর্ণ বহুবিধ বটে, কিন্তু উচ্চারণভেদে ভিন্ন, তজ্জন্য বাধক হয় না ; কারণ, স্বরূপতঃ যাহা ভিন্ন, তৎসমস্ত স্থলেও ঐ প্রকার অধ্যয়ন, বার বার করণব্যবহার, প্রত্যভিজ্ঞা ও শ্রুতি বিদ্যমান। ৩৬

সংখ্যাভাবঃ সামান্যতঃ ॥ ৩৭

ইতি দ্বিতীয়াধ্যায়ে দ্বিতীয়াহ্নিকম্‌।

জাতিকে লইয়াই সংখ্যাব্যবহার হয়। বর্ণ পঞ্চাশটি প্রভৃতি যে ব্যবহার, উহা বর্ণগত বিশেষ বিশেষ জাতি কত্ব, খত্ব, গত্ব ইত্যাদিকে লইয়াই হয় অর্থাৎ পঞ্চাশৎ শ্রেণীর বর্ণ, ইহাই অভিপ্রেত। ৩৭

ইতি দ্বিতীয় অধ্যায়ে দ্বিতীয় আহ্নিক সমাপ্ত।

তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।

প্রথমাহ্নিকম্।

প্রসিদ্ধা ইন্দ্রিয়ার্থাঃ ॥১

ইন্দ্রিয়ার্থ প্রসিদ্ধ অর্থাৎ রূপাদিকেই ইন্দ্রিয়ার্থ বলা যায়। এখানে ইন্দ্রিয়ার্থ শব্দে পৃথিব্যাদিকেও ধরিতে হইবে। এই তৃতীয়াধ্যায়ের প্রথম আহ্নিকে আত্মার বিষয় বিবৃত হইবে। আত্মার অস্তিত্বসিদ্ধি জ্ঞান দ্বারা হইয়া থাকে। সাক্ষাৎকাররূপ জ্ঞানের ন্যায় স্পষ্ট জ্ঞান আর নাই, এই জন্য সমস্ত জ্ঞানের মধ্যে সাক্ষাৎকারজ্ঞানই শ্রেষ্ঠ। বিষয়াদিভেদে সাক্ষাৎকার ভিন্ন ভিন্ন। আত্মার অস্তিত্বসিদ্ধ্যর্থ সর্ব্ববিধ সাক্ষাৎকারকে একেবারে গ্রহণ না করিয়া রূপসাক্ষাৎকার, রসসাক্ষাৎকার প্রভৃতি এক একরূপ সাক্ষাৎকারকে গ্রহণ করিলেই হয়। এই সমস্ত বুঝাইবার জন্যই রূপাদির কথা উত্থিত হইল। এই রূপাদির স্বরূপ কি প্রকার, তাহা স্পষ্টভাবে না দেখাইলেও, শব্দের স্বরূপপ্রদর্শন দ্বারাই রূপাদির স্বরূপ প্রদর্শিত হইয়াছে অর্থাৎ কেবলমাত্র চক্ষুর্দ্বারা যাহা অনুভূত হয়, তাহাকেই রূপ বলে; রসনা দ্বারা যাহা

গৃহীত হয়, তাহাকেই রস কহে, ঘ্রাণেন্দ্রিয় দ্বারা যাহা গৃহীত হয়, তাহাকেই গন্ধ বলা যায় এবং কেবল ত্বগিন্দ্রিয় দ্বারা যাহার অনুভূতি হয়, তাহাকে স্পর্শ কহে। রূপ ও স্পর্শের লক্ষণে যে 'কেবল' শব্দের উল্লেখ হইল, তাহার কারণ এই যে, তাহা না বলিলে ঘটপটাদি দৃশ্য ও স্পৃশ্য পদার্থেও অতি-ব্যাপ্তি ঘটে। মর্ম্মার্থ এই যে, প্রত্যক্ষসিদ্ধ রূপত্বাদি জাতিই রূপাদির লক্ষণ। ১

ইন্দ্রিয়ার্থপ্রসিদ্ধিরিন্দ্রিয়ার্থেভ্যোঽর্থান্তরস্য হেতুঃ ॥ ২

জ্ঞানসাধনীভূত ইন্দ্রিয়, রূপাদি গুণ ও অপরাপর জড়-পদার্থ হইতে যে আত্মা ভিন্ন, এই জ্ঞানের কারণ ইন্দ্রিয়ার্থ-সাক্ষাৎকার। সাক্ষাৎকারও যখন গুণপদার্থ, তখন রূপাদি-সাক্ষাৎকার নিশ্চয়ই কোন দ্রব্যে বিদ্যমান। যে দ্রব্যের গুণ সেই সাক্ষাৎকার, তাহাই আত্মা। "ইন্দ্রিয়ার্থসাক্ষাৎকার" বলিতে ইন্দ্রিয় ও রূপাদিসাক্ষাৎকার এই উভয় অর্থই গৃহীত হইতে পারে। অতএব রূপাদিসাক্ষাৎকার যেমন আত্মার অস্তিত্বসাধক বলিয়া উক্ত হইয়াছে, ইন্দ্রিয়কেও তদ্রূপ আত্মার অস্তিত্বসাধক বলা যায়। কারণ, ইন্দ্রিয় জ্ঞানের সাধক; যাহা সাধন (করণ), তাহা কর্ত্তার আশ্রিত; সেই কর্ত্তাই আত্মা, এ প্রকারেও আত্মার অস্তিত্ব সিদ্ধ করা যায়। ২

সোঽনপদেশঃ ॥ ৩

ইন্দ্রিয় অথবা তদ্গ্রাহ্য স্থূলশরীর জ্ঞানের আশ্রয়স্বরূপে

গ্রহণীয় হয় না। যদি বল, সাক্ষাৎকারের বিদ্যমানতা কোন দ্রব্যে থাকে বটে, কিন্তু সেই দ্রব্য যে ইন্দ্রিয়াদি হইতে পৃথক্‌, তাহা স্বীকার করি কেন? ইন্দ্রিয়কে বা স্থূলশরীরকেই সেই সাক্ষাৎকারের আশ্রয় বলা যাউক। জ্ঞানের সাধন যদি ইন্দ্রিয় হয়, তাহাকে কর্ত্তাও বলিতে পারি অথবা ইন্দ্রিয় যদি সাধন হয়, তবে শরীরই কর্ত্তা হউক? এই প্রশ্নের উত্তরে বলা যাইতেছে যে, তাহা হয় না, তাহা বলিতে পার না। ৩

কারণাজ্ঞানাৎ ॥ ৪

কারণ, জ্ঞানের বিদ্যমানতা কারণে নাই। ইন্দ্রিয় ও দেহ এই দ্রব্যদ্বয়ের উৎপত্তি পৃথিব্যাদি হইতেই হইয়াছে। সেই পৃথিব্যাদির যে পরমাণু, তাহাই ইন্দ্রিয় প্রভৃতির চরম কারণ। পরমাণুতে যে গুণ বর্ত্তমান, তজ্জাতীয় গুণ তৎকার্য্যে থাকিবে। পার্থিব পরমাণুতে রূপ বিদ্যমান, স্থূল পৃথিবীতেও রূপ দৃষ্ট হয়; যদি বল, ইন্দ্রিয় অথবা দেহে জ্ঞান আছে, তবে স্বীকার করিতে হইবে যে, পরমাণুতেও জ্ঞানের বিদ্যমানতা বর্ত্তমান। বস্তুতঃ তাহা নহে। ৪

কার্য্যেষু জ্ঞানাৎ ॥৫

কেন না, সেই কারণজাত দ্রব্যের মধ্যে কোন কোনটিতে জ্ঞান বিদ্যমান। যদি কারণে জ্ঞান থাকে, তবে তদীয় সর্ব্ব-প্রকার কার্য্যেই জ্ঞান থাকিবে। সর্ব্বপ্রকার স্থূল পৃথিবীতে

যে রূপ আছে, তাহার হেতু এই যে, পার্থিব পরমাণুতে রূপ বিদ্যমান। কিন্তু তোমার মতেও কেবলমাত্র ইন্দ্রিয় অথবা দেহাদি কোন কোন কার্য্যদ্রব্যেও জ্ঞান বিদ্যমান আছে। ৫

অজ্ঞানাচ্চ ॥ ৬

সেই কারণজাত অনেক বস্তুতে জ্ঞান আছে কি নাই, তাহারও কোন প্রমাণ দেখা যায় না। অর্থাৎ তোমাকে স্বীকার করিতে হইবে যে, সেই কারণজাত বস্তুর মতে কোন কোনটিতে জ্ঞান আছে। ইহাও প্রত্যক্ষ দেখা যায় যে, অনেক জড় বস্তুতেই জ্ঞান থাকে না কিংবা ঐ সমস্ত দ্রব্যে যে জ্ঞান আছে, তৎসম্বন্ধেও কোন প্রমাণ দেখা যায় না। ৬

অন্যদেব হেতুরিত্যনপদেশঃ ॥ ৭

হেতু সাধ্য হইতে পৃথক্, সুতরাং সাধ্যের তাদাত্ম্যসংযুক্ত হেতু হেতুমধ্যেই গণ্য নহে। যদি জন্যজনকভাব না থাকে অথবা তাদাত্ম্য না থাকে, তবে অনুমাপক হেতু হয় না; সুতরাং ইন্দ্রিয়স্থ করণত্ব আত্মার অনুমাপক হয় না। কারণ, করণত্বের সঙ্গে কর্তৃপ্রবর্ত্তিতত্বের জন্যজনকভাব নাই, তাদাত্ম্যও নাই। এইরূপ আপত্তি যদি করা যায়, তাহার উত্তর বলিতেছি।—যদি তাদাত্ম্য থাকে, তাহা হইলে অনুমাপক হয় না; যদি সাধ্য ও হেতু এক হয়, তাহা হইলে অনুমিতির অগ্রেই ত তাহা নিশ্চিত হইয়া থাকে; তবে আর

অনুমিতির প্রয়োজন কি? অনুমিতির অগ্রে পরামর্শ আবশ্যক; সেই পরামর্শপক্ষে যে হেতু আছে, এই প্রকার নিশ্চয়াত্মক হয়। অতএব সাধ্যহেতু যদি এক হয়, তবে তাহা অনুমাপক হয় না; হেতু যদি তাদাত্ম্যঘটিত হয়, তবে সাধ্য-হেতুর একত্বও নিশ্চিত। সুতরাং অনুমিতির উপযোগী তাদাত্ম্য হয় না। ৭

অর্থান্তরং হ্যর্থান্তরস্যানপদেশঃ॥ ৮

এক বস্তু যে অন্য বস্তুর সাধক হইবে, ইহা অসম্ভব। যদি বল, হেতুর সঙ্গে যদি সাধ্যের তাদাত্ম্য থাকে, তবে অনুমিতি হইবে না, তাহা হইলে কি যে কোন এক পদার্থ অন্য পদার্থের সাধক হইতে পারে? না, তাহা হয় না। যে দ্রব্যের সঙ্গে যাহার ব্যাপ্তিসম্বন্ধ বিদ্যমান, সেই ব্যাপ্তিযুক্ত-রূপে কোন স্থলে যদি হেতুজ্ঞান হয়, তাহা হইলে তথায় অনুমিতির উপযোগী হইয়া থাকে। তাহা যদি না হয়, তবে কেবল বহ্নি হইতে ধূম জাত, এই হেতু, এ স্থলে ধূম বিদ্যমান, কেবল এই প্রকার জ্ঞাত হইলেই যে বহ্নিজ্ঞান হইবে, তাহা নহে, এই স্থলে বহ্নিব্যাপ্যধূমসম্পন্ন, এই প্রকার জ্ঞান জন্মিলে যেরূপ অগ্নি অনুমিত হয়, তদ্রূপ অপর কোন দ্রব্য যাহা অগ্নি হইতে জাত নহে, তাহাও যদি ঐ প্রকারে জ্ঞাত হওয়া যায়, তাহা হইলেও অনুমিতি হইবে। ৮

সংযোগিসমবায্যেকার্থসমবায়িবিরোধি চ ॥ ৯

সংযোগী, সমবায়ী, একার্থসমবায়ী ও বিরোধী ইহারাও অনুমাপক হয়। জন্য কিংবা জনক দ্রব্য বলিয়া নহে, যদি ব্যাপ্তি থাকে, তবে সংযোগী প্রভৃতিও হেতু হইয়া অনুমিতির উপযুক্ত হয়। এখন সংযোগী কাহার নাম, তাহা বিবৃত হইতেছে।—জন্য-জনকভাব অবিদ্যমানেও সংযোগাধীনব্যাপ্তি-সম্পন্ন হইয়া যে হেতু সাধ্যের অনুমাপক হয়, তাহাকেই সংযোগী বলে। যেমন চর্ম্মের সঙ্গে দেহের কার্য্যকারণভাব নাই, নিরন্তর সংযোগই বিদ্যমান। দেহে সংযোগ থাকা হেতু চর্ম্ম দেহের ব্যাপক, এই ব্যাপকতাকে সংযোগসমাবচ্ছিন্ন বলা যায়, অতএব এই ব্যাপ্তি সংযোগাধীন। এখন সমবায়ী কাহাকে বলে, তাহাও বলা যাইতেছে।—সাধ্যব্যাপ্তি-সম্পন্ন হইয়া যে হেতু অনুমাপক হয়, সেই হেতু ব্যাপ্তি কিংবা সাধ্যসমবায়ঘটিত হইলে তাহার নাম সমবায়ী। পরন্তু সাধ্যের ব্যাপকতা ও হেতুর ব্যাপ্যতা উভয়ই যদি সমবায়-সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন হয়, তবে সেই হেতুর নাম একার্থসমবায়ী। আর যে হেতুতে বিরুদ্ধভাবজন্য ব্যাপ্তি কিংবা ব্যাপকতা-জ্ঞানের বিষয় হইয়া অনুমিতিজনক হয়, তাহার নাম বিরোধী হেতু। ৯

কার্য্যং কার্য্যান্তরস্য ॥ ১০

এক কার্য্য অন্য কার্য্যের হেতু হইয়া থাকে। জলের

রূপ একার্থসমবায়ী। কেন না, জলের রূপ তাহার স্পর্শের অনুমাপক। এখানে সেই রূপের ব্যাপকত্ব আর সেই স্পর্শের ব্যাপ্যত্ব উভয়ই সমবায়সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন। কারণ, জলের স্বচ্ছশ্বেত রূপ সমগ্র শীতস্পর্শাধিকরণে বিদ্যমান; এই স্পর্শাধিকরণে বিদ্যমানতাই ব্যাপকতা। জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে, সেই বিদ্যমানতা কোন্ সম্বন্ধে? তাহার উত্তর এই যে, উহা সমবায়সম্বন্ধে, বস্তুতে সমবায়সম্বন্ধেই গুণ বিদ্যমান থাকে। এই কারণেই সমবায়সম্বন্ধ ব্যাপকতাবচ্ছেদক বলিয়া কথিত। আর যদি জিজ্ঞাসা কর যে, যাহাতে শীতস্পর্শ বিদ্যমান, তাহা শীতস্পর্শের কোন্ সম্বন্ধ হেতু অধিকরণ? তাহার উত্তর এই যে, সমবায়সম্বন্ধ হেতু। এই কারণে ব্যাপ্যতাকেও সমবায়সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন বলা যায়। বস্তুতঃ যে স্থলে সমবায়সম্বন্ধে সাধ্য আর সমবায়সম্বন্ধে হেতু, তথায় ঐ হেতু একার্থসমবায়ী বলিয়া গণ্য। ১০

বিরোধ্যভূতং ভূতস্য ॥ ১১

অবিদ্যমান হেতু যদি বিদ্যমানের অনুমাপক হয়, তবে তাহা বিরোধী হেতু নামে কথিত। ঘনঘটা দেখা গেল, কিন্তু বর্ষণ হইল না। তৎকালীন অনুৎপন্নবর্ষণ অথবা বর্ষণের অনুৎপত্তি, ইহা দ্বারা অনুমিত হইল যে, বায়ুসঞ্চালিত মেঘ হইয়াছে। বায়ুসঞ্চালিত মেঘ হইতে বর্ষণ হয় না বলিয়া ইহার নাম বিরোধমূলক অনুমান। এই অনুমানের হেতুও বিরোধী নামে অভিহিত। ১১

ভূতমভূতস্য ॥ ১২

যদি বিদ্যমান হেতু অবিদ্যমানের অনুমাপক হয়, তাহা হইলে উহাকে বিরোধী হেতু কহে। বায়ু দ্বারা মেঘ সঞ্চালিত হইতেছে। এই যে সঞ্চালন, ইহা দ্বারা বর্ষণের অনুৎপত্তি অথবা অনুৎপন্ন বর্ষণের অনুমিতি হইতেছে। বায়ু দ্বারা মেঘের সঞ্চালন ও বর্ষণ এক সময়ে এক স্থলে হয় না, সুতরাং ঐ বিদ্যমান বায়ুসঞ্চালনকে অপরবিধ বিরোধী হেতু বলিয়া গণ্য করা যায়। ১২

ভূতো ভূতস্য ॥ ১৩

বিদ্যমান বিরোধীও বিদ্যমান পদার্থের অনুমাপক হইয়া থাকে। অর্থাৎ একরূপ বিরোধী আছে—যাহা বিদ্যমান থাকিলেই অন্য বিরুদ্ধ পদার্থের অনুমান হইয়া থাকে। ইহার একটি দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইতেছে। মনে কর, কোন বনের নিকট উপস্থিত হইয়া তুমি দেখিলে, একটি সর্প ভয়-সম্ভ্রমে ও রোষবশে সেই বনমধ্যভাগে দৃষ্টি করিয়া আস্ফালন করিতেছে। তদ্দর্শনে বুঝিতে হইবে যে, ঐ বনমধ্যে বেজি আছে। আস্ফালনকারী সর্পেরও বিদ্যমানতা এ স্থলে আছে, আবার বেজিরও বিদ্যমানতা আছে। ইহাকেও বিরোধী হেতু বলা যায়; অতএব বিরোধী হেতু ত্রিবিধ হইল। ১৩

প্রসিদ্ধিপূর্ব্বকত্বাদপদেশস্য ॥ ১৪

যদি ব্যাপ্তি প্রসিদ্ধিপূর্ব্ব হয়, তবে তাহাও হেতুর উপযোগী হয় অর্থাৎ তাহাকেও হেতু বলা যায়। এই জন্য সকরণকত্ব হেতু আত্মার অনুমাপক হইয়া [illegible]। অর্থাৎ যাহা ব্যাপ্য হেতু, তাহা পক্ষদেশে সংস্থিত, ইহা [illegible] হইলেই অনুমিতি হয়। ১৪

অপ্রসিদ্ধোঽনপদেশোঽসন্ সন্দিগ্ধশ্চানপদেশঃ [illegible]

পরামর্শের বিরোধী হেতুকেই হেত্বাভাস বলে[illegible] উহা ত্রিবিধ ;—অপ্রসিদ্ধ, অসৎ ও সন্দিগ্ধ। প্রকৃত সাধে[illegible]াপ্তি যে হেতুতে প্রসিদ্ধ নহে, পক্ষবৃত্তিত্ব যে হেতুতে অবিদ[illegible]ন, যে হেতুর আশ্রয় পক্ষে পক্ষতাবচ্ছেদক নাই, এই তি[illegible] প্রকার হেতুকেই অপ্রসিদ্ধ হেতু বলে। সাধ্যের অধিকরণে যে হেতুর অবস্থিতি নাই, তাহাকে অসৎ বলা যায়। এই অসৎ হেতুকে বিরুদ্ধ হেতুও বলা হয়। যে হেতু নানাসন্দেহের উৎপাদন করে, তাহাকে সন্দিগ্ধ হেতু কহে। সন্দিগ্ধের আর একটি নাম ব্যভিচারী। ১৫

যস্মাদ্‌বিষাণী তস্মাদশ্বঃ ॥ ১৬

এই গর্দ্দভ শৃঙ্গবিশিষ্ট, সুতরাং এটি ঘোটক। প্রথমে হেতু স্থির করিয়া পরে অনুমান করিতে হয়। হেতু যদি

ব্যাপ্তিবিশিষ্ট হয়, আর পক্ষে আছে, এই প্রকার ভ্রান্তিশূন্য নিশ্চয় হয়, তবেই অনুমানও ভ্রান্তিশূন্য হয়; তাহা না হইলেও যদি অনুমান ভ্রান্তিশূন্য হয়, তবে বুঝিতে হইবে যে, তাহা হেতুর গুণে হয় নাই, উহা ভাগ্যগুণে হইয়াছে। ঈশ্বর বল, আত্মা বল, পরলোক বল, জন্মান্তর বল, এতৎ-সমস্তই অনুমানসাপেক্ষ। অনুমানে ভ্রম ঘটে কেন, যদি তাহা না জানা যায়, তাহা হইলে অভ্রান্ত অনুমানের উপযোগী হেতু নির্ণীত হয় না। যে সমস্ত হেতুকে আশ্রয় করিয়া অনু-মান করিলে অনুমান ভ্রান্ত হইতে পারে, তাহাকে হেত্বাভাস বলে। আর অভ্রান্ত অনুমানের উপযুক্ত ব্যাপ্তি-পক্ষ-ধর্ম্ম-তাসম্পন্ন হেতুকেই সদ্ধেতু বলা যায়। এই সম্বন্ধে একটি দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিলেই সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম হইবে। মনে কর, তুমি আছ এবং তোমার সঙ্গে অন্য একটি লোকও আছে। তুমি দেখিলে, দূরে একটি গর্দ্দভ চরিতেছে। তাহার কান দুটি দেখিয়া তোমার জ্ঞান হইল, উহা শৃঙ্গ। তোমার সঙ্গী লোক কিন্তু বুঝিল যে, উহা গর্দ্দভের কর্ণ। তোমার সঙ্গী সেই গর্দ্দভের পুচ্ছও দর্শন করিয়াছে। তখন তোমরা দুই জন পরস্পর বিরোধ আরম্ভ করিলে; তুমি বলিতেছ শৃঙ্গ আর তোমার সমভিব্যাহারী বলিতেছে কর্ণ। তখন তোমরা ঐ গর্দ্দভটিকে একটি পশু বলিয়াই জান, গর্দ্দভনামধারী পশু বলিয়া জান না। ঐটি কোন্ পশু, ইহা নির্ণয়ের জন্য তোমরা উভয়েই ব্যগ্র হইলে। ইত্যবসরে একটি বিশেষজ্ঞ

ব্যক্তি তোমাদের নিকট উপস্থিত হইলেন। তিনি কোন কথা বলিলেন না, কেবল দেখিতে লাগিলেন, তোমরা কি প্রকার অনুমানে উপস্থিত হও। তুমি বলিলে, যখন শৃঙ্গ আছে, তখন ঐ পশুটি ঘোটক। তোমার সঙ্গী হাস্য করিয়া বলিল, বা! তুমি শিং দেখিতেছ কোথায়, উহা যে কর্ণ, বিশেষতঃ যে পশুর শিং থাকে, সে কি ঘোটক হয়? ঘোড়ার ত শিং নাই। এ কথাতেও তুমি তোমার জিদ ছাড়িলে না। তখন উপস্থিত তৃতীয় ব্যক্তি তোমাকে বলিলেন, "মহাশয়! আপনি বিবাদ করিতেছেন কেন, আপনার সঙ্গী যাহা বলিতেছেন, ঐ কথাই ঠিক।" তখন তোমার পরাজয় হইবে। এখানে তোমার প্রযুক্ত হেতুকে অপ্রসিদ্ধ হেতু বা বিরুদ্ধ হেতু বলে। যে স্থলে শৃঙ্গ আছে, তথায় অশ্বের ব্যাপ্তি নাই। এক স্থানে শৃঙ্গ ও অশ্বত্ব থাকা অসম্ভব। যাহাতে সাধ্যের সংশয় হইয়াছিল, সে স্থলে অনুমানার্থ তুমি উদ্যত হইয়াছিলে, সেই দূরবর্ত্তী পশুতে শৃঙ্গ নাই, কাজেই হেতুতে পক্ষবৃত্তিত্ব রহিল না; সুতরাং শৃঙ্গ 'অপ্রসিদ্ধ' হেতু। এ স্থলে সাধ্য অশ্বত্ব, উহার অধিকরণ অশ্ব, তাহাতে শৃঙ্গের অবিদ্যমানতা; সুতরাং 'বিরুদ্ধ" হেতু হইল।১৬

যস্মাদ্বিষাণী তস্মাদ্গৌরিতি চানৈকান্তিকস্যোদাহরণম্ ॥১৭

শৃঙ্গবিশিষ্ট; সুতরাং এটি গো, এই প্রকার স্থলই ব্যভিচারীর দৃষ্টান্ত।

সাধ্যের অধিকরণে যে হেতু বিদ্যমান এবং সাধ্যাভাবের অধিকরণেও যে হেতু বিদ্যমান, তাহাকে প্রধান ব্যভিচারী বলে ; ইহাকেই সাধারণ বলা যায়। যে অধিকরণে সাধ্য বা সাধ্যাভাব নিশ্চয় বিদ্যমান, তাহাতে যে হেতু থাকে না, তাহাকেও ব্যভিচারী বলে। এইরূপ ব্যভিচারীকে অসাধারণ বলা যায় আর যে হেতু একেবারে জগদ্‌ব্রহ্মাণ্ডে সাধ্যসাধনার্থ অবলম্বিত হয়, সাধ্য যে স্থলে নাই, সে স্থলেও থাকে, সে অপরবিধ ব্যভিচারী, তাহাকে অনুপসংহারী কহে। ১৭

আত্মেন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষাদ্যন্নিষ্পদ্যতে তদন্যৎ ॥১৮

ইতি তৃতীয়াধ্যায়ে প্রথমাহ্নিকম্।

যে জ্ঞান আত্মা হইতে আর ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে বিষয়সম্বন্ধ হইতে জন্মে, তাহাকে আত্মার অস্তিত্বসাধক সদ্ধেতু বলে।

আত্মার অস্তিত্ব যে অনুমানে সিদ্ধ হয়, সেই অনুমান-বিষয়ীভূত হেতুকে সদ্ধেতু বলে, উহা হেত্বাভাস নহে। আত্মার অস্তিত্বসিদ্ধ্যর্থ জ্ঞানকে অবলম্বন পূর্ব্বক যে হেতু গৃহীত হয়, তাহাতে অসিদ্ধ্যাদি দোষ নাই ; এই জন্যই উহাকে সদ্ধেতু বলে। ঈশ্বরাদি অনুনান সম্বন্ধেও এই প্রকার সদ্ধেতু নিশ্চয় করা কর্ত্তব্য। ১৮

তৃতীয়াধ্যায়ে প্রথমাহ্নিক সমাপ্ত।

দ্বিতীয়াহ্নিকম্।

—*—

আত্মেন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষে জ্ঞানস্য ভাবোঽভাবশ্চ মনসো লিঙ্গম্ ॥১

আত্মা, ইন্দ্রিয় ও বিষয়ের সম্বন্ধ বিদ্যমানেও যে জ্ঞানের উৎপত্তি ও অনুৎপত্তি, তাহা মনের অনুমাপক জানিবে।

আত্মা কাহাকে বলে? যাঁহার দ্বারা মন পরিচালিত হয়, তাহার নাম আত্মা। কোন্ হেতু আত্মার অস্তিত্বসাধক, তাহা বিবৃত হইবে। তবে একটি কথা আছে। মনও ত দৃষ্ট হয় না; যদি মনের অস্তিত্ব ও স্বরূপ সিদ্ধ না হয়, তাহা হইলে আত্মার অস্তিত্বসাধক হেতুও সিদ্ধ হয় না। এই জন্য অগ্রে মনের অস্তিত্ব ও স্বরূপ বলা যাইতেছে।—সকল বস্তুই জড়, কেবল আত্মা জ্ঞানবান্। আত্মা দুই প্রকার; —জীবাত্মা ও পরমাত্মা অথবা জীব ও পরমেশ্বর। জীবাত্মা নানাবিধ; কিন্তু ঈশ্বর এক। ঈশ্বরের জ্ঞান বিনশ্বর নহে; কিন্তু জীবাত্মার জ্ঞান উৎপত্তিবিনাশবিশিষ্ট। জীবাত্মাও অনেক প্রকার;—প্রত্যক্ষ, অনুমিতি ও স্মৃতি। ইহাদের মধ্যে প্রত্যক্ষই শ্রেষ্ঠ। যে বস্তু যে বিষয়ের প্রত্যক্ষ হয়, তৎসহ ইন্দ্রিয়ের সম্বন্ধ ঘটিলে আত্মাতে প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। সেই সময়ে 'আমি প্রত্যক্ষ করিতেছি,' প্রত্যক্ষ-কর্তার এইরূপ জ্ঞান হয়। ইহা দ্বারা এই স্থির হইল যে,

প্রত্যক্ষে দুইটির প্রয়োজন;—এক বিষয়ের সঙ্গে ইন্দ্রিয়ের সম্বন্ধ, আর আত্মা। পরন্তু এই দুইটি হইলেও সকল সময়ে জ্ঞানের উৎপত্তি হয় না। যে সময়ে তুমি কোন প্রকার বিষয়চিন্তায় অথবা অভীষ্টদেবের ধ্যানে নিমগ্ন থাক, সে সময়ে তোমার সম্মুখবর্ত্তী পদার্থও তোমার প্রত্যক্ষদৃষ্ট হয় না। তুমি গাঢ় চিন্তায় ডুবিয়া আছ, অথচ চক্ষু চাহিয়া রহিয়াছ, সেই চক্ষুরিন্দ্রিয়ের সম্মুখে সংসার-রঙ্গমঞ্চের যবনিকা উন্মুক্ত রহিয়াছে, কিন্তু সে অভিনয় তোমার দৃষ্ট হইতেছে না, সংসারের কোন শব্দই তোমার শ্রবণপুটে প্রবিষ্ট হইতেছে না; অনেক সময় এইরূপ যে ঘটে, ইহার কারণ কি? ইহার কারণ কেবল অন্যমনস্কতা। এমন আর একটি পদার্থ প্রত্যক্ষের অগ্রে প্রয়োজন, যাহা না হইলে তখন তোমার প্রত্যক্ষ হইবে না। সেই বস্তুটি কি? তাহা মনঃসন্নিকর্ষ বলিয়া জানিবে। অর্থাৎ যে ইন্দ্রিয়ের দ্বারা প্রত্যক্ষ করিতে হইবে, সেই ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে চিত্তের সংযোগ থাকা চাই। যে সময় তুমি গাঢ় চিন্তায় নিবিষ্ট, সে সময় তোমার মন গূঢ়স্থলে বিদ্যমান থাকে, মন যদি তথায় থাকিল, তবে আর চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে তাহার সংযোগ হইবে কি প্রকারে? কাজেই প্রত্যক্ষ ঘটে না। এই জন্য মন শরীরব্যাপী বা বিভু বলিয়া কথিত হইতে পারে না। মনকে শরীরব্যাপী অথবা বিভু বলিলে সমস্ত ইন্দ্রিয়ের সঙ্গেই তাহার সম্বন্ধ থাকে, গাঢ় চিন্তার সময়েও তাহার অভাব ঘটে না, কাজেই তদ্দ্বারা প্রত্যক্ষের আপত্তিও

নিবারিত হয় না। সুতরাং ইহা দ্বারা বুঝা গেল যে, মন আছে ও তাহা সূক্ষ্ম। প্রত্যক্ষের অন্য অন্য যত কারণই থাকুক না কেন, ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে যদি ঐ সূক্ষ্ম মনের সংযোগ না ঘটে, তবে প্রত্যক্ষ হইতে পারে না। ১

তস্য দ্রব্যত্বনিত্যত্বে বায়ুনা ব্যাখ্যাতে ॥ ২

বায়ুপরমাণু দ্বারা মনের দ্রব্যত্ব ও নিত্যত্ব ব্যাখ্যাত হয়। বায়ু-পরমাণু নিত্য বস্তু; কেন না, উহা গুণবান্ এবং দ্রব্যে আশ্রিত অথবা অসমবেত। কাজেই মনও তদ্রূপ নিত্য বস্তু। মনের সহিত ইন্দ্রিয়ের সংযোগ যখন স্বীকার করিতে হইয়াছে, তখনই স্থির হইয়াছে যে, মন গুণবান্। আবার মনকে যখন সূক্ষ্ম বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছে, তখন পরমাণুস্বরূপ অতি সূক্ষ্ম বলাই সঙ্গত; তাহা না হইলে মনের উৎপত্তি নাশ স্বীকার্য্য হইয়া পড়ে অথচ অকারণ অপ্রামাণিক উৎপত্তি-বিনাশ স্বীকার করা নিষ্ফল। আপত্তি করিতে পার যে, শ্রুতিতে প্রমাণ পাওয়া যায় যে, মন উৎপত্তি-বিনাশ-বিশিষ্ট। তাহার উত্তর এই যে, শ্রুতিতে এরূপ প্রমাণও দেখা যায় যে, মৃত্যুর পরেও মন থাকে। মনের সাহায্যেই আত্মা জন্মান্তর গ্রহণ করে। যদি দেহের উৎপত্তি-নাশের সঙ্গে মনের উৎপত্তিনাশের সম্বন্ধ না থাকে, তাহা হইলে মনের উৎপত্তি বলিতে দেহসম্বন্ধমাত্রই বোদ্ধব্য হয়। মন জীবের জন্মান্তরের সহায় হইলেও এবং নিত্য হইলেও, নরদেহ হউক, পশু-

দেহ হউক, কোন একটি দেহের সঙ্গে সম্বন্ধ হইলে তবে সুখ-দুঃখ-ভোগ হইয়া থাকে, অন্যপ্রকার জ্ঞানাদিও হয়, নচেৎ হয় না; কাজেই মনের যে এই কার্য্যকরী অবস্থা, ইহা দেহের সঙ্গে সম্বন্ধ না হইলে ঘটে না।২

প্রযত্নাযৌগপদ্যাজ্জ্ঞানাযৌগপদ্যাচ্চৈকম্ ॥৩

যুগপৎ নানা প্রযত্নের অনুৎপত্তি ও যুগপৎ নানা জ্ঞানের অনুৎপত্তিজন্যই মন এক।

এক একটি মন প্রত্যেক দেহে অবস্থিত। একেবারে অধিক মন এক দেহে থাকে না। এক দেহে অনেক মন থাকিলে এককালে অনেক বিষয়ের প্রযত্ন জন্মে, এককালে অনেক জ্ঞানের উৎপত্তি হয়; কিন্তু তাহা হয় না। ফল কথা, প্রত্যেক দেহে একটি মনের অধিক নাই।৩

প্রাণাপাননিমেষোন্মেষজীবনমনোগতীন্দ্রিয়ান্তরবিকারাঃ সুখদুঃখেচ্ছাদ্বেষপ্রযত্নাশ্চাত্মনো লিঙ্গানি ॥ ৪

প্রাণাপান বায়ুর ক্রিয়া, নিমেষোন্মেষ, জীবন (ক্ষত-স্থানপূরণাদি; চিত্তপরিচালনা), ইন্দ্রিয়বিকার, সুখ, দুঃখ, দ্বেষ, প্রযত্ন—এইগুলি আত্মার অনুমাপক।

জ্ঞান ও সাক্ষাৎকারই যে কেবলমাত্র আত্মার অনুমাপক, তাহা নহে, প্রাণক্রিয়াদিকেও আত্মার অনুমাপক বলিয়া জানিবে শ্বাসপ্রশ্বাস—প্রাণবায়ুর ক্রিয়া; মলত্যাগাদি

অপানবায়ুর ক্রিয়া; এই সকল ক্রিয়া যাহার প্রযত্নে সম্পন্ন হয়, তাহাকেই আত্মা বলে। বক্রগতি—বায়ুর নৈসর্গিক ক্রিয়া; কিন্তু প্রাণবায়ু প্রভৃতির ক্রিয়া ঊর্দ্ধগতি ও অধোগতি; বায়ুর এই যে নিসর্গবিপর্য্যয়, প্রযত্ন বিনা ইহা সম্পাদিত হইতে পারে না; সে প্রযত্ন প্রত্যক্ষ আমাদিগের বোধগম্য হয় না বটে, কিন্তু প্রযত্ন আছে, ইহা নিশ্চিত; তাহা না হইলে নিসর্গবিপর্য্যয় ঘটে না। সর্ব্বদা দেখা যায় যে, বায়ু যে সময় স্বয়ং প্রবাহিত হয়, তৎকালে বক্রভাবেই প্রবাহিত হইয়া থাকে; কিন্তু যখন তালবৃন্তসঞ্চালন করা যায়, তখন বায়ু ঊর্দ্ধ বা অধোদিকেও প্রবাহিত হয়; উহা যত্নসাপেক্ষ; কাজেই প্রাণক্রিয়াদিস্থলেও এই যে বায়ুর অনৈসর্গিক গতি, তাহাও যত্নসাপেক্ষ; সেই যত্নবিশিষ্ট পদার্থই আত্মা। কর্ম্ম বহুবিধ; কোন কোন কর্ম্মের কারণ সংযোগবিশেষই দৃষ্ট হয়। ইহার উদাহরণ বৃক্ষাদির কম্পন অর্থাৎ বায়ুর সংযোগ ঘটিলেই বৃক্ষাদির কম্পন হইয়া থাকে। আবার কোন কোন স্থানে দৃষ্ট হয় যে, সংযোগ যদি না ঘটে কিংবা সমান সংযোগ ঘটে, তাহা হইলেও কর্ম্মের উৎপত্তি হয়, কোন কোন সময় হয় না। ইহার একটি দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইতেছে। মনে কর, তুমি অতি ধীরগতিতে বাটীর দিকে যাইতেছ। হঠাৎ তোমার স্মরণ হইল যে, ক্যাশবাক্সের চাবীটি বাহিরে ফেলিয়া আসিয়াছ। যেমন এই কথা মনে পড়িল, অমনি ত্বরিতগতিতে প্রধাবিত

হইলে। এই যে ত্বরিতগতিরূপ কর্ম্ম, ইহার কারণ প্রযত্ন। এই প্রকার নেত্রের উন্মেষ-নিমেষরূপ যে কর্ম্ম, তাহাও প্রযত্নসাপেক্ষ; তাহর কারণ সংযোগবিশেষ নহে। যাঁহার অস্তিত্বে ক্ষতস্থলের পূরণ হয়, তাঁহাকে আত্মা কহে। যখন কোন স্থান ক্ষত হয়, তখন কিয়ৎকালমধ্যে তাহা যে আবার পূর্ণ হইয়া উঠে, ইহা জীবিতের লক্ষণ। যাহাতে আত্মার সম্বন্ধ আছে, তাহাকে জীবিত বলা যায়। কাজেই ক্ষতপূরণাদিকেও আত্মার অস্তিত্বের অনুমাপক বলিতে হইবে। স্বেচ্ছানুসারে এক এক বিষয়ে যে মনকে অভি-নিবিষ্ট করা যায়, সেই যে মনোভিনিবেশ, তাহাও আত্মার অস্তিত্বের অনুমাপক। যাঁহার প্রেরণাতে মন বস্তুবিশেষে অভিনিবিষ্ট হয়, তাঁহাকেই আত্মা কহে। এখন ইন্দ্রিয়ের বিকার বলিতে কি বুঝিতে হইবে, দৃষ্টান্ত-প্রদর্শন দ্বারা তাহা বিবৃত হইতেছে।—মনে কর, তুমি পূর্ব্বে একদিন একটি আমড়াফল ভক্ষণ করিয়াছ। কিছু দিন পরে একদা আর একটি আমড়াফল তোমার হাতে আসিয়া উপস্থিত হইল; যেমন তুমি উহা পাইলে, অমনি তোমার জিহ্বায় জল-নিঃসরণ হইল। লোভ বশতই জল-নিঃসরণ হইল সন্দেহ নাই। এই যে লোভ, ইহা সেই আমড়াফলের অম্লরস-জ্ঞানমূলক। এই অম্লরসমূলক জ্ঞানকে অনুমানমূলক বলিতে হইবে; তাহা না হইলে তখন ত তোমার স্বাদগ্রহণ হয় নাই যে, রসপ্রত্যক্ষ বলিতে পার। অনুমান করিতে

হইলেই ব্যাপ্তিজ্ঞানের প্রয়োজন। যিনি সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ ও প্রযত্নের আশ্রয়, তাঁহাকে আত্মা বলিয়া জানিবে। ৪

তস্য দ্রব্যত্বনিত্যত্বে বায়ুনা ব্যাখ্যাতে॥ ৫

বায়ু দ্বারাই আত্মার দ্রব্যত্ব ও নিত্যত্ব ব্যাখ্যাত হয়। আত্মাকে দ্রব্য বলি কেন?—জ্ঞানাদি গুণ আছে বলিয়া। আত্মাকে নিত্য বলি কেন?—উহা অসমবেত অর্থাৎ গগনবৎ নিরবয়ব বলিয়া। ৫

যজ্ঞদত্ত ইতি সন্নিকর্ষে প্রত্যক্ষাভাবাদ্-
দৃষ্টং লিঙ্গং ন বিদ্যতে॥ ৬

সন্নিকর্ষ ঘটিলে "ইনি যজ্ঞদত্ত" এই প্রত্যক্ষ না হওয়াতে আত্মার দৃষ্ট অনুমাপক নাই।

অনুমাপক দ্বারা আত্মাকে বুঝিতে পারা যায় না, শাস্ত্র দ্বারাই তাঁহাকে বুঝিতে হয়। অনুমান ত্রিবিধ,—পূর্ব্ববৎ, শেষবৎ, সামান্যতোদৃষ্ট। (ন্যায়-শাস্ত্রের মতে অনুমান দ্বিবিধ;—পূর্ব্ববৎ ও সামান্যতোদৃষ্ট। ন্যায়দর্শন বলেন, 'শেষবৎ' অনুমানমধ্যে গণ্য নহে, উহা সামান্যতোদৃষ্টের সহায়মাত্র)। এই তিন প্রকার অনুমানের মধ্যে 'পূর্ব্ববৎ' অনুমান কাহাকে বলে, তাহা বিবৃত হইতেছে।—যেখানে সাধ্য ও হেতুর ব্যাপ্তি প্রত্যক্ষীভূত, অতএব সাধ্যও প্রত্যক্ষোপযোগী, কেবল ইন্দ্রিয়-সন্নিকর্ষের অভাবে তৎকালে

প্রত্যক্ষ হয় না, তাহাকেই 'পূর্ব্ববৎ' অনুমান বলে। ইহার দৃষ্টান্ত—'পর্ব্বতো বহ্নিমান্ ধূমাৎ।' পাকশালাদি স্থলে ধূম যে বহ্নিব্যাপ্য, তাহা প্রত্যক্ষীভূত; কিন্তু পর্ব্বতে বহ্নি প্রত্যক্ষীভূত নহে। আত্মার অনুমান এ প্রকার নহে। কারণ, আত্মা প্রত্যক্ষযোগ্য নহে, যজ্ঞদত্তশরীর নেত্রসমীপস্থ হইলেও,'ঐ আত্মা যজ্ঞদত্ত' এ প্রকার প্রত্যক্ষ হয় না; সুতরাং আত্মা প্রত্যক্ষযোগ্য নহে; কাজেই আত্মার সঙ্গে চক্ষুর নিমেষাদি দৃষ্টিহেতুরও ব্যাপ্তিপ্রত্যক্ষ কদাচ সম্ভাবিত হয় না। ৬

সামন্যেতোদৃষ্টাচ্চাবিশেষঃ ॥ ৭

সামান্যতোদৃষ্ট অনুমান আর শেষবৎ অনুমান হইতে বিশেষ জ্ঞান জন্মে না। অর্থাৎ এই অনুনানদ্বয় দ্বারা আত্মার সিদ্ধি হয় না। ৭

তস্মাদাগমিকঃ ॥ ৮

অতএব কেবল শাস্ত্র দ্বারাই আত্মার সিদ্ধি হইয়া থাকে। তিন প্রকার অনুমানই যখন নিষ্ফলপ্রায় হইল, তখন বুঝা গেল যে, আত্মা অনুমানসিদ্ধ নহে; কেবল শ্রুতি-স্মৃতি দ্বারাই আত্মার সিদ্ধি হয়। ৮

অহমিতিশব্দস্য ব্যতিরেকান্নাগমিকম্ ॥ ৯

"অহং" এই শব্দের অন্যত্র প্রয়োগ হয় না, এই জন্যই

আত্মার সিদ্ধি হয়; অতএব আত্মা শাস্ত্রমাত্রসিদ্ধ নহে। আত্মার সিদ্ধিবিষয়ে একমাত্র শাস্ত্রই প্রমাণ, ইহা হইতে পারে না। 'অহং' শব্দ দ্বারাও আত্মা প্রমাণিত হয়। যে দ্রব্যকে উদ্দেশ করিয়া লোকে অহং শব্দ প্রযুক্ত হয়, এবং 'অহং সুখী' এই প্রকার যাঁহার প্রত্যক্ষ হয়, তাঁহাকেই আত্মা বলা যায়। অতএব মানসপ্রত্যক্ষ আর শব্দপ্রয়োগ-জন্য অনুমান আত্মার অস্তিত্বসাধক, কেবলমাত্র শাস্ত্র অস্তিত্ব-সাধক হইতে পারে না। প্রথমে শাস্ত্র হইতে আত্মার বিষয় অবগত হইবে, তদনন্তর অনুমান দ্বারা শাস্ত্রকথিত তত্ত্বকে দৃঢ় করিতে হয়, অবশেষে নিয়ত ধ্যান করিবে, তাহা হইলেই সেই ধ্যানপ্রভাবে আত্মার সাক্ষাৎকারলাভ ঘটিবে। যখন এইরূপ সাক্ষাৎকারলাভ হয়, তখন দেহাদির উপর আত্মত্বা-ভিমান দূর হইয়া যায়; তৎফলেই মোক্ষলাভ ঘটে। এই কারণেই অনুমানপ্রধান ন্যায়-বৈশেষিক শাস্ত্রকে মোক্ষ-শাস্ত্র কহে। তবে অনুমানের দোষগুণ অবগত হইতে হয়; নচেৎ কি প্রকারে অনুমান করিবে? আত্মসাক্ষাৎকারের কারণ তিনটি;—নানারূপ বেদবচন হইতে আত্মতত্ত্বের উপদেশ-গ্রহণ, নানারূপ উপযোগী হেতু দ্বারা অনুমান এবং নিয়ত ধ্যান। ৯

যদি দৃষ্টমন্বক্ষমহং দেবদত্তোঽহং যজ্ঞদত্ত ইতি ॥১০

"আমি দেবদত্ত, আমি যজ্ঞদত্ত" এই প্রকার প্রত্যক্ষজ্ঞান

হইলে আর অনুমানের আবশ্যকতা কি? বিবাদী আপত্তি করিতে পারেন যে, আত্মা প্রত্যক্ষ হইলে অনুমানের কি প্রয়োজন? ১০

দৃষ্টয়াত্মনি লিঙ্গে এক এব দৃঢ়ত্বাৎ প্রত্যক্ষবৎ প্রত্যয়ঃ ॥ ১১

যদি আত্মা প্রত্যক্ষসিদ্ধ হইলেও অনুমানের কারণ-সমূহ বিদ্যমান থাকে, তবে সেই বিষয়েই দৃঢ়প্রত্যয় জন্মে; সুতরাং অনুমানের প্রয়োজনীয়তা আছে। এক বিষয়ে যদি নানা প্রমাণ থাকে, তাহা হইলে সে বিষয়ে দৃঢ়প্রত্যয় জন্মে; এই দৃঢ়প্রত্যয়ের জন্যই অনুমান আবশ্যক। ১১

দেবদত্তো গচ্ছতি যজ্ঞদত্তো গচ্ছতীত্যুপচারাৎ
শরীরে প্রত্যয়ঃ ॥ ১২

দেবদত্ত যাইতেছে, যজ্ঞদত্ত যাইতেছে, এইরূপ যে দেহবিষয়ক ব্যবহার, ইহাকে ঔপচারিক কহে।

দেহই—আমি দেবদত্ত প্রভৃতি প্রত্যক্ষের বিষয়ীভূত বস্তু, আত্মা। তোমার মতে যাহা আত্মা, তাহাকে আত্মা বলা যায় না। যদি আত্মা হইত, তাহা হইলে দেবদত্ত গমন করিতেছে ইত্যাদি প্রত্যয় জন্মিত না। তোমার মতে যাহা আত্মা, সে বস্তু গমনক্রিয়ারহিত। এই প্রকার আপত্তি হইলে তাহার উত্তর এই যে, দেবদত্তের মরণান্তে তাহার মৃতদেহ অঙ্কে লইয়া তাহার জননী ক্রন্দন করে—

"ওরে দেবদত্ত! তুই কোথায়?" এ রোদনের বিষয় দেবদত্তের দেহ নহে; দেহ ত জননীর অঙ্কেই আছে। অতএব ঐ স্থলে দেবদত্ত শব্দের অর্থে বুঝিতে হইবে, ঐ দেহের সঙ্গে বিজাতীয় সম্বন্ধযুক্ত আত্মা। "দেবদত্ত গমন করিতেছে" প্রভৃতি স্থলে দেহেই দেবদত্তশব্দ প্রযুক্ত, ইহা গৌণ অর্থ, মুখ্য অর্থ নহে। সুতরাং 'আমি' প্রত্যয়ের বিষয়ই আত্মা হইল। ১২

সন্দিগ্ধস্তূপচারঃ ॥ ১৩

উপচার (গৌণত্ব) কিন্তু সন্দিগ্ধ। 'আমি গমন করিতেছি' এই প্রকার প্রত্যয় হয়। অতএব 'অহং' অথবা আমি শব্দের গৌণ অর্থ কি দেহ অথবা মুখ্য অর্থ দেহ? এ সম্বন্ধে সন্দেহ আছে। বিবাদীরা এইরূপ একটি আপত্তি করেন। ১৩

অহমিতি প্রত্যগাত্মনি ভাবাৎ পরত্রাভাবাদর্থান্তরপ্রত্যক্ষঃ ॥১৪

অহং এই প্রকার প্রত্যয় কেবলমাত্র নিজ আত্মাতে আছে, অন্যত্র নাই। সুতরাং সেই প্রত্যক্ষজ্ঞানের বিষয় দ্রব্যান্তর অর্থাৎ আত্মা।

এই সূত্র দ্বারা ত্রয়োদশ সূত্রের আপত্তি খণ্ডন করা যাইতেছে।—অহংজ্ঞানের বিষয় দেহ নহে; দেহাদি হইতে ভিন্ন নিরাকার আত্মাই অহংজ্ঞানের বিষয়। দেহ যদি সেই প্রত্যয়ের বিষয় হইত, তাহা হইলে উক্ত প্রত্যয় বাহ্যেন্দ্রিয়জন্য হইত,

মানস হইতে পারিত না। মানুষে যখন নেত্র মুদিত করিয়াও 'অহং'-বোধ করে, তখন সে প্রত্যয়কে মানস বলা যায়, ইহাতে কি সংশয় থাকিতে পারে ? যদি বল, দেহের চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ-কেই অহংপদার্থের চাক্ষুষ বলা যায়। ইহার উত্তরে আমাদের বক্তব্য এই যে, দেহের চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ হইলে রূপ-রসাদিবৎ তাহার সুখাদিরও চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ ঘটিত। অধিকন্তু দেহে নেত্রাদি ইন্দ্রিয়সংযোগ না হইলে, 'আমি সুখী' এ প্রকার অনুভব অবশ্যই হইয়া থাকে। সুতরাং অহং ও দেহ ভিন্ন। ১৪

দেবদত্তো গচ্ছতীত্যুপচারাদভিমানাত্তাবচ্ছরীর-
প্রত্যক্ষোঽহঙ্কারঃ ॥ ১৫

দেবদত্ত যাইতেছে, এই ব্যবহার ঔপচারিক, আরোপিত ; সুতরাং অহং এইরূপ প্রত্যক্ষ দেহবিষয়ক।

আমি কৃশ, আমি স্থূল, আমি গৌরবর্ণ, আমি কৃষ্ণবর্ণ এই প্রকার নানারূপ যে ব্যবহার দেখা যায়, ইহার সর্ব্বত্রই যে লক্ষণা বা গৌণার্থত্ব স্বীকার করিতে হইবে, তাহা নহে। অতএব সর্ব্বত্রই যদি দেহকে আশ্রয় করিয়াই অহং-জ্ঞান হয়, তাহা হইলে 'আমি সুখী' প্রভৃতি স্থলেও দেহকে অহং বলি না কেন ? যদি গৌণ অর্থ স্বীকার করিতে হয়, তবে এই-খানেই স্বীকার কর। সুতরাং দেহই অহং-প্রত্যয়ের বিষয় ; আত্মা নহে। ১৫

সন্দিগ্ধস্তূপচারঃ ॥ ১৬

এই সূত্রে পূর্ব্বসূত্রের আপত্তির খণ্ডন হইতেছে।—ঐ যে আরোপ বলিলে, উহা সন্দিগ্ধ। 'অহং'কে কি প্রকারে বুঝিতে পারা যায়, তাহা বিবৃত করিলেই পূর্ব্বোক্ত আপত্তি খণ্ডিত হইবে। 'অহং' অনুভব সকলেরই আছে; বধিরই হউক অন্ধই হউক, কুষ্ঠীই হউক, সকলেই অনুভব করিয়া থাকে। চক্ষুষ্মান ব্যক্তি যেমন 'অহং' পদার্থ অনুভব করে, অন্ধও তদ্রূপ অনুভব করিয়া থাকে। বাহ্যপদার্থের অনুভবে যেরূপ তারতম্য দৃষ্ট হয়, অহং-অনুভবে তদ্রূপ হয় না। ১৬

ন তু শরীরবিশেষাদ্‌যজ্ঞদত্তবিষ্ণুমিত্রয়ো-
র্জ্ঞানং বিষয়ঃ ॥ ১।

যজ্ঞদত্ত ও বিষ্ণুমিত্র দুই জনেরই বিভিন্ন দেহবিষয়ক প্রত্যক্ষজ্ঞান যে জ্ঞানবিষয়কও হয়, তাহা অসম্ভব।

অহং পদার্থ জ্ঞানের আশ্রয়। অহং পদার্থ যদি দেহ হয়, তাহা হইলে যজ্ঞদত্ত যেমন মিষ্ণুবিত্রের দেহ প্রত্যক্ষ করেন, এবং বিষ্ণুমিত্রও যেমন যেজ্ঞদত্তের দেহ প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন, তদ্রূপ একে অন্যের জ্ঞানাদি প্রত্যক্ষ করিতে পারিতেন। কারণ, যে বস্তু বাহ্যপ্রত্যক্ষের বিষয়, সেই বস্তুর যে গুণ প্রত্যক্ষযোগ্য, তাহাও বাহ্যপ্রত্যক্ষের বিষয় হইয়া থাকে। দেহ বাহ্যপ্রত্যক্ষের যোগ্য; সুতরাং তাহার গুণ রূপরসাদিও বাহ্য-

প্রত্যক্ষের বিষয় হইয়া থাকে। দেহ অহং-পদার্থ হইলে, জ্ঞান দেহের গুণ হইত, তাহা হইলে উহাও রূপরসাদিবৎ অন্যের বাহেন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য হইত। এই আপত্তি খণ্ডনার্থ স্বীকার করিতে হয় যে, জ্ঞান দেহের গুণ নহে; দেহাতিরিক্ত যিনি আত্মা, জ্ঞান তাঁহারই গুণ। ১৭

অহমিতি মুখ্যযোগ্যাভ্যাং শব্দবদ্‌ব্যতিরেকাব্যভিচারাদ্‌বিশেষসিদ্ধের্নাগমিকঃ ॥ ১৮

অহং ইত্যাকারক মুখ্যার্থঘটিত ব্যবহার ও অভ্রান্ত প্রত্যক্ষ এই দুইটি দ্বারা ইতরবাধ-সহকৃত ব্যাপ্তি-সাহায্যে শব্দ দ্বারা যেরূপ আকাশের বিশেষরূপে সিদ্ধি হয়, সেইরূপ আত্মারও বিশেষরূপে সিদ্ধি হইয়া থাকে। অতএব আত্মা কেবলমাত্র শ্রুত্যুক্ত বলিয়াই স্বীকার্য্য নহে। ১৮

সুখদুঃখজ্ঞাননিষ্পত্ত্যবিশেষাদৈকাত্ম্যম্ ॥ ১৯

সুখ, দুঃখ ও জ্ঞানের উৎপত্তি সম্বন্ধে কোন পার্থক্য নাই; সুতরাং আত্মা এক।

ন্যায় বৈশেষিকাদি দর্শনের মতে আত্মা বহু; কিন্তু বেদান্তীর মতে আত্মা এক। বেদান্তীরা এই যুক্তি দেখাইয়া থাকেন যে, সমবায়িকারণত্ব আকাশে অভিন্ন বলিয়া আকাশ যেরূপ এক, সুখ-দুঃখাদির উৎপাদকত্ব অভিন্ন বলিয়া আত্মাও সেইরূপ এক। ১৯

ব্যবস্থাতো নানা ॥ ২০

ব্যবস্থার জন্য বহু আত্মা স্বীকার্য্য। যদি আত্মাকে এক বলা যায়, তাহা হইলে জন্ম, মরণ, স্বর্গ, নরক, সুখ, দুঃখ এ সকল ভোগের নিয়ম আর কোথায় থাকে? এক আত্মাই এক দেহের আশ্রয়ে পাপানুষ্ঠান করে, অপর দেহের আশ্রয়ে পুণ্যাচরণ করে, এক দেহের নাশ হয়, অপর দেহের উৎপত্তি হয়; কিন্তু সর্ব্বদেহস্থায়ী সেই আত্মা তখন পরলোকে স্বর্গভোগী কি নরকভোগী? ইহধামে সে কি জীবিত অথবা মৃত? ইহার কিছুরই ব্যবস্থা হয় না। যদি এ কথা বল যে, মন ভিন্ন ভিন্ন; সেই মনের সাহায্যেই এই প্রকার ভেদ ঘটে। তাহা হইলেও সেই এক আত্মার নানা মনঃসংযোগ হয়, এরূপ হইলে যুগপৎ স্বর্গ-নরকাদিও ঘটে। বস্তুতঃ তাহা হয় না। সুতরাং আত্মার বহুত্ব স্বীকার করিতেই হইবে। ২০

শাস্ত্রসামর্থ্যাচ্চ ॥ ২১

ইতি তৃতীয়াধ্যায়ে দ্বিতীয়াহ্নিকম্।

শাস্ত্র-সামর্থ্য হেতুও আত্মার অনেকত্ব মানিতে হয়। বেদান্তীর মতে আত্মা এক; এ সম্বন্ধে শ্রুতিও আছে, এ কথা তাঁহারা বলেন। বৈশেষিকেরা বলেন, সে সকল শ্রুতির তাৎপর্য্য অন্যরূপ। ২১

তৃতীয়াধ্যায়ে দ্বিতীয়াহ্নিক সমাপ্ত।

চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।

প্রথমাহ্নিকম্।

সদকারণবন্নিত্যম্ ॥ ১

সৎপদার্থের মধ্যে যাহার কারণ নাই, তাহাকে নিত্য বা সৎপদার্থ বলে। সৎ বলিলে দ্রব্য, গুণ, কর্ম্ম বুঝায়। সৎ দুই প্রকার;—নিত্য ও অনিত্য। যে সৎপদার্থের উৎপাদক নাই, তাহাকে নিত্য বলে; তদ্ব্যতীত আর সমস্ত অনিত্য। ১

তস্য কার্য্যং লিঙ্গম্ ॥ ২

কার্য্য দ্বারা উহার অনুমান করিতে হয় অর্থাৎ নিত্য সৎপদার্থ দৃশ্য নহে; কার্য্যই উহার অনুমাপক। ২

কারণভাবাৎ কার্য্যভাবঃ ॥ ৩

কারণে যাহা বিদ্যমান থাকে, কার্য্যেও তাহা থাকিবে।

অনিত্য ইতি বিশেষতঃ প্রতিষেধভাবঃ ॥ ৪

নিত্যের প্রতিষেধ লইয়াই অনিত্য। পরমাণু যখন

অনিত্য, তখন তাহারও কারণ আছে। শূন্যতাকেই কারণ বলা কর্ত্তব্য। শূন্যতা হইতেই জগৎ উৎপন্ন, ইহা স্বীকার্য্য। বৌদ্ধেরা যে এই মত প্রদর্শন করেন, তাহার খণ্ডন করা যাইতেছে।—নিত্যবস্তু না থাকিলে নিষেধ করা ঘটে না। যে বস্তু অপ্রসিদ্ধ, তাহার আবার নিষেধ কি? এ কথা যদি বল যে, শূন্যতাকেই নিত্য বলা যায়, উহার নিষেধ পরমাণুতে আছে, তাহার উত্তর পরসূত্রে দ্রষ্টব্য। ৪

অবিদ্যা ॥

ভ্রম। অর্থাৎ যাহা একেবারেই অসৎ, তাহাকে নিত্য বলা ভ্রান্তি মাত্র। অসৎকে নিত্য সৎপদার্থ বলিয়া পরমাণুতে তাহার নিষেধ করা ভ্রমমাত্র। শূন্যতা হইতে যদি জগতের উৎপত্তি হইত, তবে উৎপন্ন বস্তুর বৈচিত্র্য থাকিত না এবং সর্ব্বস্থল হইতেই সর্ব্বকার্য্য উৎপন্ন হইতে পারিত, এ দোষ থাকিত। ৫

মহত্যনেকদ্রব্যবত্ত্বাৎ রূপাচ্চোপলব্ধিঃ ॥ ৬

যদি মহৎ পদার্থ অনেকাবয়ববিশিষ্ট দ্রব্যে গঠিত হয় আর তাহাতে রূপ থাকে, তবে তাহা প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। এ কথা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে যে, কারণে যাহা থাকে, কার্য্যে তাহা থাকিবেই। পরমাণু

প্রত্যক্ষ হয় না, কিন্তু পরমাণুর কার্য্য বৃহৎ পৃথিবী প্রত্যক্ষ হয়। ইহার হেতু কি? অধিকন্তু যাহা অপ্রত্যক্ষ, যাহা প্রত্যক্ষ নহে, তাহা অসৎ; সেই অপ্রত্যক্ষ পরমাণু-কারণ আর শূন্যতা-কারণ, দুই-ই সমান কথা। এই দুইটি আপত্তির উত্তর প্রদত্ত হইতেছে।—তৃতীয় সূত্রে বলা হইয়াছে যে, কারণের গুণ কার্য্যে বর্ত্তে। প্রত্যক্ষ-গোচরত্ব একটি ধর্ম্মমাত্র, উহা গুণ নহে। কারণের ধর্ম্ম সমস্ত কার্য্যে থাকিবে বলা যায় না, কেন না, তাহা হইলে কার্য্যকারণের ভেদ থাকে না। বস্তু থাকিলেই প্রত্যক্ষ হইবে, না থাকিলে হইবে না, এরূপ হইলে অপ্রত্যক্ষ পরমাণু ও শূন্যতা এক হইত, কিন্তু তাহা নহে। বিবেচনা কর, অন্ধকার ঘরে বস্তু প্রত্যক্ষ হয় না, সে স্থলে কি বস্তু নাই বলিতে হইবে? ফল কথা, প্রত্যক্ষের সামান্য কারণ দুইটি—মহৎ পরিমাণ ও রূপ। ৬

সত্যপি দ্রব্যত্বে মহত্ত্বে রূপসংস্কারাভাবাদ্‌বায়োরনুপলব্ধিঃ ॥ ৭

অনেকাবয়ববিশিষ্ট দ্রব্যে প্রস্তুত হওয়াতে মহৎ পরিমাণ থাকিলেও রূপসংস্কারের অভাব হেতু বায়ুর প্রত্যক্ষ ঘটে না।

আপত্তি করিতে পার যে, বায়ুতে স্পর্শ-সমবায় ও রূপসমবায় দুই-ই আছে। কারণ, কোন সমবায় ভিন্ন নহে। রূপের সববায় যখন আছে, তখন স্বীকার করিতে

হইবে যে, রূপও সমবায়সম্বন্ধে বিদ্যমান। তবে বায়ুর প্রত্যক্ষ হয় না কেন? ইহার উত্তর এই যে, রূপের ঐরূপ সম্বন্ধ থাকিলে প্রত্যক্ষ ঘটে না; সমবায় সম্বন্ধে উহা রূপের সত্তা বলিয়া কথিত হইতে পারে না। রূপসংস্কার থাকা আবশ্যক। ৭

অনেকদ্রব্যসমবায়াৎ রূপবিশেষাচ্চ রূপোপলব্ধিঃ॥ ৮

বহু দ্রব্যের সমবায় সম্বন্ধে বৃত্তিত্ব ও উদ্ভূতত্ব রূপোপলব্ধির কারণ।

আপত্তিকারীর মত এই যে, মহৎ পরিমাণের অভাবে পরমাণুর প্রত্যক্ষ ঘটে না। ভাল, তাহাই যেন হইল। এখন পরমাণুতে যখন রূপ আছে স্বীকার করিতেছ, তখন সেই রূপের প্রত্যক্ষ না হইবে কেন? যদি বল, আশ্রয়ের প্রত্যক্ষের অভাবে গুণের প্রত্যক্ষ ঘটে না। এ কথা বলিলে চলিবে না, কারণ, বায়ুর প্রত্যক্ষ না হইলেও বায়ুস্পর্শের প্রত্যক্ষ স্বীকার করিতেছ। আরও দৃষ্টান্ত দেখ, লবণাক্ত জলে লবণের প্রত্যক্ষ হয় না, কিন্তু ঐ জলে লবণরস প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। অতএব আশ্রয় প্রত্যক্ষ না হইলেও গুণের প্রত্যক্ষ হয়। কিন্তু এ স্থলে না হওয়ার কারণ বলা যাইতেছে।—রূপের আশ্রয় মহৎ পরিমাণবিশিষ্ট হইলে এবং রূপ উদ্ভূত হইলেই রূপের প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে.

তেন রসগন্ধস্পর্শেষু জ্ঞানং ব্যাখ্যাতম্ ॥ ৯

উহা দ্বারাই রস, গন্ধ ও স্পর্শের জ্ঞান ব্যাখ্যাত হইল। যদি আপত্তি কর যে, ভাল, পরমাণুর রূপের প্রত্যক্ষ হয় না, তাহা না হউক, কিন্তু রসাদির প্রত্যক্ষ হয় না কেন? এই আপত্তির উত্তরে বলা যাইতেছে যে, রূপপ্রত্যক্ষের নিয়মানুসারে রসাদিপ্রত্যক্ষও বুঝিতে হইবে। ৯

তস্যাভাবাদব্যভিচারঃ ॥ ১০

তাহার অভাবেই ব্যভিচার নাই।

এখন প্রশ্ন এই যে, দ্রব্যের গুরুত্ব প্রত্যক্ষ কি না? প্রত্যক্ষ হইলে কোন্ ইন্দ্রিয় দ্বারা হয়! যদি না হয়, তাহারই বা কারণ কি? ইহার উত্তর এই যে, গুরুত্বের প্রত্যক্ষ হইতে পারে না। কারণ, প্রত্যক্ষযোগ্য রূপরসাদিতে যে বিশেষ বিশেষ ধর্ম্ম বা একটি সামান্য ধর্ম্ম আছে, গুরুত্বে তাহা নাই; সুতরাং তাহা প্রত্যক্ষ হয় না। ১০

সংখ্যাঃ পরিমাণানি পৃথক্ত্বং সংযোগবিভাগৌ
পরত্বাপরত্বে কর্ম্ম চ রূপিদ্রব্যসমবায়াৎ চাক্ষুষাণি ॥ ১১

যদি সংখ্যা, পরিমাণ, পৃথক্ত্ব, সংযোগ, বিভাগ,

দ্রব্যে সমবায়সম্বন্ধে বিদ্যমান থাকে, তবেই চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ হয়। যদি বল, পরমাণুর সংখ্যাদির প্রত্যক্ষ হয় না কেন? তাহার উত্তর এই যে, উদ্‌ভূতরূপ ও উদ্‌ভূত স্পর্শ যাহার বিদ্যমান আর যাহাতে মহত্ত্বপরিমাণ আছে, তাহার সংখ্যাদির চাক্ষুষ ও ত্বাচ প্রত্যক্ষ হয়। ১১

অরূপিষ্বচাক্ষুষাণি ॥ ১২

যাহাদের রূপের অভাব, তাহাদের সংখ্যাদি চাক্ষুষ প্রত্যক্ষের যোগ্য নহে। ১২

এতেন গুণত্বে ভাবে চ সর্ব্বেন্দ্রিয়ং জ্ঞানং ব্যাখ্যাতম্ ॥১৩

ইতি চতুর্থাধ্যায়ে প্রথমাহ্নিকম্ ॥

ইহার দ্বারা বলা হইল যে, গুণত্ব ও সত্তার সর্ব্বেন্দ্রিয়জনিত প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। রূপ রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দ ইহাদের এক একটি নেত্রাদি এক এক ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য; জ্ঞান ও সুখ প্রভৃতি মনের গ্রাহ্য; সংখ্যাদি চাক্ষুষ ও ত্বাচ প্রত্যক্ষের বিষয়। ১৩

চতুর্থ অধ্যায়ে প্রথম আহ্নিক সমাপ্ত।

দ্বিতীয়াহ্নিকম্।

—— * ——

তৎ পুনঃ পৃথিব্যাদিকার্য্যদ্রব্যং ত্রিবিধং শরীরেন্দ্রিয়-বিষয়সংজ্ঞকম্॥ ১

সদ্‌বস্তুর মধ্যে পরমাণুর অনুমাপক যে অনিত্য পৃথিব্যাদি দ্রব্য, তাহা ত্রিবিধ ;—শরীর, ইন্দ্রিয় ও বিষয়।

ক্ষিতি, অপ্, তেজঃ, মরুৎ এই বস্তু-চতুষ্টয় সাধারণতঃ নিত্য ও অনিত্য দুই ভাগে বিভক্ত। তন্মধ্যে পরমাণু নিত্য আর তদ্‌ব্যতীত সূক্ষ্ম হইতে সুবৃহৎ যাবৎ অনিত্য। এই যে অনিত্য ক্ষিতি, অপ্, তেজ ও মরুৎ, ইহারা তিন ভাগে বিভক্ত ;—শরীর, ইন্দ্রিয়, বিষয় (ভোগবস্তু)। যে ইন্দ্রিয় যে ভূত হইতে সঞ্জাত, সেই ইন্দ্রিয় সেই ভূতের বিশেষ গুণ প্রত্যক্ষ করে। ১

প্রত্যক্ষাপ্রত্যক্ষাণাং সংযোগস্যাপ্রত্যক্ষত্বাৎ পঞ্চাত্মকং ন বিদ্যতে॥ ২

প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষ বস্তুর পরস্পর সংযোগবশতঃ অপ্রত্যক্ষ হয়, এই জন্য পঞ্চাত্মক বস্তু নাই।

বেদান্তীরা জগৎকে ত্রিবৃৎকৃত বা পঞ্চীকৃত বলিয়া থাকেন। তাঁহাদের মতখণ্ডনার্থ বলা যাইতেছে যে,

রূপ একটি প্রত্যক্ষ বস্তু তরুগুল্মাদি আর অপর অপ্রত্যক্ষ বস্তু কালাদি, এই দুইয়ের সংযোগ প্রত্যক্ষ হয় না, সেইরূপ প্রত্যক্ষভূত ক্ষিত্যাদি আর অপ্রত্যক্ষ আকাশ ইহাদের মিশ্রণে জাত দ্রব্যও প্রত্যক্ষের অযোগ্য হইয়া পড়ে। অধিকন্তু দুই বা তদধিক বিজাতীয় পদার্থের মিশ্রণে জাত স্থূলদ্রব্যেরও রূপাদি গুণ থাকা অসম্ভব। ২

গুণান্তরাপ্রাদুর্ভাবাচ্চ ন ত্র্যাত্মকম্ ॥ ৩

গুণান্তরের অপ্রাদুর্ভাব বশতঃ স্থূলদ্রব্যাদি ত্রিভূতাত্মকও হইতে পারে না।

অবয়বগুণ হইতে অবয়বিগুণ উৎপন্ন হয়। কিন্তু যদি বিজাতীয় অবয়বদ্বয় হয়, তাহা হইলে তাহাদের গুণ হইতে কোন গুণ উৎপন্ন হইতে পারে না; কাজেই স্থূলদ্রব্য ত্রিবৃৎকৃত বা ত্রিভূতাত্মক বলিয়া কথিত হয় না। ৩

অণুসংযোগস্ত্বপ্রতিষিদ্ধঃ ॥ ৪

অণুসংযোগও নিষিদ্ধ হইতে পারে না। জন্য বস্তুর উৎপত্তিসম্বন্ধে যে প্রকার সংযোগের আবশ্যক এবং যে প্রকার সংযোগের নাশে জন্যবস্তু বিনাশ পায়, উপাদানাতিরিক্ত ভূতত্রয়ের অণু-দ্রব্যের তদ্রূপ সংযোগ

দেহে স্বীকার করি না; কিন্তু যে প্রকার সংযোগনাশাদি ঘটিলে কার্য্য ধ্বংস হয় না, যেরূপ সংযোগ উৎপত্তির সহায়ভূত, তাহা স্বীকার করি। ৪

তত্র শরীরং দ্বিবিধং যোনিজমযোনিজঞ্চ ॥ ৫

তন্মধ্যে শরীর দুই প্রকার;—যোনিজ ও অযোনিজ। জনক-জননী হইতে যে দেহের উৎপত্তি হয়, তাহাকে যোনিজ বলে আর তদ্ব্যতীত সমস্তই অযোনিজ বলিয়া কথিত। পার্থিব শরীরের মধ্যে যোনিজ শরীর—জরা-যুজ ও অণ্ডজ। অযোনিজ শরীর—উদ্ভিজ্জ ও স্বেদজ। জলাদি শরীরকেও অযোনিজ বলে; পুণ্যফলেই বরুণ-লোকাদিতে শরীর-ধারণ হইয়া থাকে; পুণ্যফলে বায়ু-লোকে বায়বীয় শরীর-ধারণ হইয়া থাকে; পাপফলেও অযোনিজ বায়বীয় দেহধারণ হয়। পুণ্যফলে আদিত্য-লোকে তৈজসতেজ ধারণ করা যায়। ৫

অনিয়তদিগ্দেশপূর্ব্বকত্বাৎ ॥ ৬

অযোনিজ দেহোৎপত্তির হেতু এই যে, অনিয়ত দিগ্দেশস্থ পরমাণু সকল কারণ হয় বলিয়াই উহা ঘটে।

জগৎসংসারে অনবরত অসংখ্য পরমাণুরাশি বিঘূর্ণিত হইতেছে। দেবদেহলাভের উপযুক্ত পুণ্য অথবা

পাপের প্রভাবে সেই সমস্ত পরমাণু ক্রমে একত্র হইয়া অযোনিজ শরীরের উৎপত্তি করে। মনের সঙ্গে সংযুক্ত আত্মার সেই শরীরেই বিশেষ সম্বন্ধ থাকে। ৬

ধর্ম্মবিশেষাচ্চ ॥৭

ধর্ম্মবিশেষ বশতই পরমাণুর কার্য্য হয়।

যে পরমাণুরাশি ব্রহ্মাণ্ডের চারিদিকে বিক্ষিপ্ত আছে, তাহাদের স্পন্দন যদি ধর্ম্মবিশিষ্ট আত্মার সহিত সংযুক্ত হয়, তাহা হইলে দেবদেহরূপ অযোনিজ শরীরের উৎপত্তি ঘটে .আর পাপসম্পন্ন আত্মার সহিত মিলিত হইলে নারকীয় দেহের উৎপত্তি হয়। ৭

সমাখ্যাভাবাচ্চ ॥ ৮

প্রসিদ্ধ ও নামনিরুক্তি দ্বারা অযোনিজ শরীরের অস্তিত্ব স্থির করিতে হয়। ৮

সংজ্ঞায়া আদিত্বাৎ ॥ ৯

সংজ্ঞার আদিত্ব বশতঃ অযোনিজ শরীর বাধিত হয় না। জনক-জননীর উৎপত্তির পূর্ব্বে যখন ব্রহ্মা এই সংজ্ঞা (নাম) হইয়াছে, তখন সে সংজ্ঞার প্রতিপাদ্য ব্রহ্মশরীরও অযোনিজ। ৯

সন্ত্যযোনিজাঃ ॥ ১০

সুতরাং অযোনিজ শরীর আছে। ১০

বেদলিঙ্গাচ্চ ॥ ১১

ইতি চতুর্থাধ্যায়ে দ্বিতীয়াহ্নিকম্।

বেদানুমান দ্বারাও উহা সিদ্ধ হইয়া থাকে। বেদ দুই অংশে বিভক্ত;—মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ। এই দুই অংশেই অযোনিজ শরীরের উল্লেখ আছে। সেই বেদকথিত অনুমানেও অযোনিজ শরীর আছে বলিয়া স্থির করা যায়। বেদে লিখিত আছে যে, প্রজাপতি বহুসংখ্য প্রজা সৃষ্টির পর তপশ্চরণ করিয়া মুখ হইতে ব্রাহ্মণ, বাহু হইতে ক্ষত্রিয়, উরু হইতে বৈশ্য ও চরণ হইতে শূদ্র উৎপাদন করিলেন, এই কথাতেই বুঝা যাইতেছে যে, প্রথমজাত ব্রাহ্মণেরা অযোনিজ; তাঁহাদের শরীর যোনিজ নহে। যাহা হউক, দেহকে দেহ বলিয়াই জানিবে; উহা আত্মা হইতে পারে না। ১১

চতুর্থাধ্যায়ে দ্বিতীয়াহ্নিক সমাপ্ত।

পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ।

প্রথমাহ্নিকম্।

আত্মসংযোগপ্রযত্নাভ্যাং হস্তে কর্ম্ম ॥ ১

হস্তে যে কর্ম্ম হয়, তাহা আত্মার সংযোগ ও প্রযত্ন হইতেই হইয়া থাকে।

স্পন্দনকেই কর্ম্ম বলে। আত্মার প্রযত্ন ও ঐ আত্মার সংযোগবশেই দেহ বা অবয়বচেষ্টারূপ কর্ম্ম (স্পন্দন) হইয়া থাকে। যত্নসম্পন্ন আত্মার সঙ্গে দেহের যে সংযোগ, তাহাকে অসমবায়িকারণ বলে; দেহ বা অবয়ব চেষ্টার সমবায়িকারণ; আত্মার যে যত্ন, তাহাকে নিমিত্তকারণ কহে। বিবেচনা কর, শয়নকালে তুমি হাতটি নাড়িতে ইচ্ছা করিলে; এই ইচ্ছাই যত্ন। তদনন্তর হস্তে চেষ্টা হইল, সেই চেষ্টাই জানিবে হাত নাড়া। এখন বিবেচনা করিয়া দেখ, হাত নাড়িতে তোমার যত্ন না হইলে কদাচ হাতটি নড়িত না; আবার যত্ন হইলেও যদি তোমার আত্মার সঙ্গে পরকীয় হাতের ন্যায় তোমার নিজের হাতের সম্বন্ধ না থাকিত, তবে

হাত নাড়া ঘটিত না। এই হেতু হস্তচালনরূপ হস্ত-কর্ম্মের হাতই সমবায়িকারণ; ইহা ছাড়া যত্ন সহকারে আত্মসংযোগ ও প্রযত্নকেও কারণ বলিতে হইবে। ১

তথা হস্তসংযোগাচ্চ মুষলে কর্ম্ম ॥ ২

চেষ্টাসম্পন্ন হাতের সংযোগেই মুষলে কর্ম্ম হয়।

শাস্ত্রে বিহিত আছে যে, ব্রাহ্মণে উদূখলে ধান্য লইয়া মুষল দ্বারা আঁকড়াইয়া তাহা হইতে তণ্ডুল বাহির করিবেন; সেই তণ্ডুল দ্বারাই যজ্ঞাদি ধর্ম্মকর্ম্ম সমাধা করিতে হয়। সেই ধান্যকণ্ডন দৃষ্টান্তস্বরূপ দেখাইয়া ঋষিপ্রবর কণাদ বুঝাইয়া দিতেছেন।—ঐ যে দেখিতেছ, এক ব্যক্তি হাত মুষলে দৃঢ়-সংলগ্ন করিয়া ধান্যকণ্ডন করিতেছে, উহার প্রযত্নে হাতখানি উৎক্ষিপ্ত হইতেছে, সেই উৎক্ষেপরূপ চেষ্টা-সম্পন্ন হাতের দৃঢ়-সংযোগে মুষলও উৎক্ষিপ্ত হইতেছে; এই মুষলে যে উৎক্ষেপরূপ কর্ম্ম দৃষ্ট হইতেছে, উহাও ঐ উৎক্ষিপ্ত হস্ত-সংযোগ হেতু, ঐ হস্তসংযোগই মুষলকর্ম্মের অসমবায়িকারণ জানিবে, উহাকে আত্মসংযোগ বলা যায় না। ঐ কর্ম্মের নিমিত্ত-কারণ—প্রযত্ন। ঐ উৎক্ষেপণ ও অবক্ষেপণে আর একটি নিমিত্তকারণ আছে, তাহা গুরুত্ব। যদি মুষলে গুরুভার না থাকিত, তাহা হইলে অবক্ষেপকালে আরও অধিকতর প্রযত্নের আবশ্যক হইত। সুতরাং চেষ্টা ভিন্ন

কর্ম্মে যত্নসম্পন্ন আত্মসংযোগ ও প্রযত্ন এই কারণদ্বয় থাকা সম্ভব নহে । ২

অভিঘাতজে মুষলাদৌ কর্ম্মণি ব্যতিরেকা-
দকারণং হস্তসংযোগঃ ॥ ৩

অভিঘাতজনিত মুষলাদি কর্ম্মে ব্যভিচার হয় ; এই হেতু করসংযোগ তৎপ্রতি কারণ হইতে পারে না। অভিঘাতসময়ে হস্তসংযোগ যদি না থাকে, তথাপি তৎপরক্ষণে উৎপতনক্রিয়া হয় ; অতএব ইহাকে কারণ বলা যায় না। অব্যবহিত পূর্ব্বক্ষণে যদি কারণ না থাকে, তবে কার্য্য হয় না। ৩

তথাত্মসংযোগো হস্তকর্ম্মণি ॥ ৪

মুষলের সঙ্গে উৎপতিত হাতের কর্ম্মে আত্মসংযো কারণ হইতে পারে না।

বিবেচনা কর, উদূখলে অভিঘাত প্রাপ্ত হইয়া মুষল ঠিক্‌রাইয়া উঠিল, তৎসহ অভিঘাতকারীর ক্লান্ত হাতও মুষলের সঙ্গে ঈষৎ উৎক্ষিপ্ত হইল ; এই যে হাতের উৎক্ষেপকর্ম্ম, উহার হেতু আত্মসংযোগ হইতে পারে না। ৪

অভিঘাতান্মুষলসংযোগাদ্ধস্তে কর্ম্ম ॥ ৫

উদূখলে যে অভিঘাতস্বরূপ মুষলসংযোগ, উহাকে হস্তকর্ম্মের প্রযোজক জানিবে। যেমন উদূখলে মুষল

পতিত হইল, অমনি উৎপতনকর্ম্ম ঘটিল। সেই কর্ম্ম হইতে মুষলের যে বেগ জন্মিল, তাহাকেই হস্ত-উৎপতনের প্রযোজক জানিবে। ৫

আত্মকর্ম্ম হস্তসংযোগাচ্চ ॥ ৬

দেহ কিংবা অঙ্গে অর্থাৎ হাতে যে কর্ম্মের উৎপত্তি হয়, হস্তমুষলসংযোগকেও তাহার কারণ বলিতে হইবে। অভিঘাতপ্রাপ্ত মুষল যখন উৎপতিত হয়, তখন উৎপতনবেগবিশিষ্ট মুষলের সঙ্গে যে হাতের সংযোগ, তাহাই মুষললগ্ন হস্ত-উৎপতনের কারণ। প্রযত্ন জন্যই ঐ উৎপতন হয়। ৬

সংযোগাভাবে গুরুত্বাৎ পতনম্ ॥ ৭

সংযোগের যদি অভাব হয় অর্থাৎ পতনের যদি প্রতিবন্ধক না থাকে, তাহা হইলেই গুরুত্ব বশতঃ পতন হয়। ইহার দৃষ্টান্ত এই যে, পাখী আকাশে উড়িতেছে, কিন্তু পড়িয়া যাইতেছে না। ইহার কারণ এই যে, উড়িতে প্রযত্ন আছে, পতনের পক্ষে সেই প্রযত্নই প্রতিবন্ধক। যদি সে হঠাৎ মূর্চ্ছিত হয় বা কোন রোগে তাহার মৃত্যু ঘটে, তাহা হইলে আর তাহার সে প্রযত্ন থাকে না, মাটীতে পড়িয়া যায়। ফল কথা, গুরুত্বই পতনের অসমবায়িকারণ। ৭

নোদনবিশেষাভাবান্নোর্দ্ধং ন তির্য্যগ্‌গমনম্॥ ৮

ঊর্দ্ধগতি বা তির্য্যগ্‌গতি যে হয় না, নোদনবিশেষের অভাবই তাহার কারণ।

বৃক্ষের এক একটি ফল যত ভারী, এক একটি লৌহময় বাণ তাহার অপেক্ষা গুরুভার। কিন্তু বাণকে কুটিল বা ঊর্দ্ধ যে ভাবেই নিক্ষেপ করা যায়, সেই ভাবেই সে গমন করে। পরন্তু বৃক্ষচ্যুত ফল কদাচ বক্র বা ঊর্দ্ধে গমন করে না। গুরুভারযুক্ত দ্রব্যের যে ঐরূপ বক্রগমনাদি হয়, নোদনা বিশেষই উহার কারণ। নোদনের অভাব হেতু ফলের ঐরূপ গতি হয় না। ৮

প্রযত্নবিশেষান্নোদনবিশেষঃ॥ ৯

প্রযত্নবিশেষ হইতে নোদনবিশেষ ঘটে। নোদনবিশেষ শব্দে এই সূত্রে চেষ্টাবিশেষ বুঝিতে হইবে। অপরাপর সূত্রে চেষ্টাসম্পন্ন অঙ্গের সঙ্গে নিক্ষেপণীয় পদার্থের সংযোগবিশেষ বোদ্ধব্য। এই সূত্রের তাৎপর্য্য এই যে, প্রযত্নবিশেষ সংযোগবিশেষের প্রযোজক হয়। ৯

নোদনবিশেষাদুদসনবিশেষঃ॥ ১০

নোদনবিশেষ হইতেই দূরে নিক্ষেপ হইয়া থাকে। যে দ্রব্য দূরে নিক্ষিপ্ত হইতেছে, নোদনবিশেষই তাহার

সেই স্পন্দনের প্রতি কারণ। মনে কর, একটা মৃৎ-পিণ্ডকে দূরে নিক্ষেপ করিতে হইবে। হাতে পিণ্ডটি লইয়া, হস্ত ঋজুভাবে লম্বা করিয়া পশ্চাদ্‌ভাগে লইয়া গিয়া নিক্ষেপ করিতে হয়। এই যে উদ্যমবিশিষ্ট হস্তের সংযোগবিশেষ, ইহাকেই নোদনবিশেষ বলে। ১০

হস্তকর্ম্মণা দারককর্ম্ম ব্যাখ্যাতম্ ॥ ১১

হস্তকর্ম্ম দ্বারাই বালকের কর্ম্ম ব্যাখ্যাত হইল। মুষলোৎপতন বশতঃ মুষলসংলগ্ন হাতের উৎপতন যেরূপ কোন ব্যক্তিবিশেষের ইষ্টানিষ্ট উদ্দেশে হয় না, বালকের করচরণাদিসঞ্চালনও তদ্রূপ। ১১

তথা দগ্ধস্য বিস্ফোটনে ॥ ১২

দহ্যমান পদার্থের বিস্ফোটনকালীন কর্ম্মও সেইরূপ। কোন দ্রব্য বহ্নিদগ্ধ হইয়া বিদীর্ণ হইবার সময় ফাটিয়া যায়, তাহাকেই বিস্ফোটন বলে। বিস্ফোটনের অগ্রে দহ্যমান পদার্থের যে ক্রিয়া হয়, তাহা বহ্নিসংযোগজনিত। সেই ক্রিয়াও মুষলোৎপতিত হাতের ন্যায় প্রযত্ননিরপেক্ষ; পাপপুণ্য উদ্দেশে উহার অনুষ্ঠান হয় না। ১২

যত্নাভাবে প্রসুপ্তস্য চলনম্ ॥ ১৩

বিনা যত্নেও নিদ্রিত ব্যক্তির কর্ম্ম হইয়া থাকে। নিদ্রাকালে অজ্ঞানাবস্থায় লোকের শরীরে যে আক্ষেপ-

সঞ্চালনাদি হয়, বায়ুসংযোগই তাহার হেতু; উহা যত্ন-সাপেক্ষ নহে। ১৩

তৃণে কর্ম্ম বায়ুসংযোগাৎ ॥ ১৪

বৃক্ষাদিতে যে কর্ম্ম হয়, বায়ুসংযোগই তাহার কারণ। বায়ুর সংযোগ বশতই বৃক্ষের শাখাপ্রশাখাদিবৎ স্পন্দন হইয়া থাকে। ১৪

মণিগমনং সূচ্যভিসর্পণদৃষ্টকারণকম্ ॥ ১৫

মণির অভিমুখে লৌহাদির গমনের আর সূচীর তস্করাভিমুখে অভিগমনের কারণ অদৃষ্ট।

অয়স্কান্ত মণির অভিমুখে যে লৌহ ধাবিত হয়, অদৃষ্ট ও আত্মসংযোগই ঐ ধাবন অথবা লৌহের উক্ত স্পন্দনবিশেষের কারণ। মন্ত্রপূত সূচী প্রয়োগ করিলে তাহা যাইয়া দূরবর্ত্তী তস্করের দেহে সংবিদ্ধ হয়। তস্করের পাপে কিংবা যাহার অর্থ অপহৃত হইয়াছে, তাহার পুণ্যেই সূচীর ঐ গতি হয়। ১৫

ইষাবযুগপৎ সংযোগবিশেষাঃ কর্ম্মান্যত্বে হেতুঃ ॥ ১৬

বাণে যে বিবিধ কর্ম্মসত্তা থাকে, সংযোগবিশেষের অযৌগপদ্যই উহার জ্ঞাপক। বাণ নিক্ষিপ্ত হইলে উহা

প্রস্থান করিল। গমনকালে বাণ কত স্থল অতিক্রম করিল, সেই বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন সংযোগ বিভিন্নকর্ম্ম-জনিত। এক কর্ম্ম যদি নানা সংযোগের কারণ হয়, তবে সমস্ত সংযোগ এক সময় ঘটিতে পারে; তাহা যখন হয় না, তখন সেই বাণের কর্ম্মও বিবিধ; এক নহে। কর্ম্মও বিবিধ ও সংযোগও বিবিধ; এই প্রকার হইলে এক একটি কর্ম্ম এক একটি সংযোগের কারণ। ১৬

নোদানাদাদ্যমিষোঃ কর্ম্ম তৎকর্ম্মকারিতাচ্চ
সংস্কারাদুত্তরং তথোত্তরঞ্চ ॥ ১৭

নোদনাখ্য সংযোগ হইতে বাণের প্রথম কর্ম্মের উৎপত্তি হয়। ঐ প্রথমকর্ম্মজনিত বেগাখ্য সংস্কারে পরবর্ত্তী কর্ম্মের উৎপত্তি হইয়া থাকে। উত্তরোত্তর এই প্রকারই হয়। মনে কর, খুব বেগের সহিত একটি শর নিক্ষেপ করিলে; ইহাতে অনেক কর্ম্মের উৎপত্তি হয়; উহার মধ্যে বাণের প্রথম কর্ম্ম নোদন হইতে সঞ্জাত। তদনন্তর বেগাখ্য সংস্কার সঞ্জাত হইয়া পর পর ধারাবাহিক কর্ম্মের উৎপাদন করে। যাবৎ তাহার বেগ থাকে, তাবৎ এই প্রকারই চলে। ১৭

সংস্কারাভাবে গুরুত্বাৎ পতনম্ ॥ ১৮

ইতি পঞ্চমাধ্যায়ে প্রথমাহ্নিকম্ ॥

বেগের যখন নিবৃত্তি হয়, তখন গুরুত্ব থাকে বলিয়াই

তাহার পতন ঘটে। মনে কর, বাণ নিক্ষিপ্ত হইল। যতক্ষণ উহার বেগ থাকিবে, ততক্ষণ পড়িবে না। এই বেগ-নামক সংস্কার বিনষ্ট হইলেই বাণ ভূ[illegible] হয়। কারণ, বাণে গুরুত্ব বিদ্যমান। গুরুত্বই পতনের কারণ। ইহার মধ্যে একটু কথা আছে। গুরুত্ব বিদ্যমানেও যদি কোন প্রতিবন্ধক থাকে, তবে পতন হয় না। প্রতিবন্ধক যদি না থাকে, তবে পতন ঘটিবে। ১৮

পঞ্চমাধ্যায়ে প্রথম আহ্নিক সমাপ্ত।

দ্বিতীয়াহ্নিকম্

নোদনাভিঘাতাৎ সংযুক্তসংযোগাচ্চ
পৃথিব্যাং কর্ম্ম ॥ ১

পৃথিবীতে কর্ম্ম হইবার কারণ তিনটি ;—নোদন অভিঘাত ও সংযুক্তসংযোগ।

পার্থিব বস্তুমাত্রকেই পৃথিবী শব্দে অভিহিত করা যায়। মৃৎপিণ্ড হইতে তরুলতাদি সমস্ত পদার্থে যে স্পন্দন হয়, তাহার কারণ তিনটি ;—নোদন, অভিঘাত ও সংযুক্ত-যোগ। চালনাকে নোদনসংযোগ বলে অর্থাৎ যে সংযোগে শব্দ উত্থিত হয় না, অথচ নড়িতে চড়িতে দেখা যায়, তাহারই নাম নোদনসংযোগ। যাহাতে সংঘর্ষ হইয়া শব্দ উত্থিত হয়, তাদৃশ সংযোগকে অভিঘাত-সংযোগ বলে। এক দ্রব্যের সহিত অন্যদ্রব্যের সংযোগে যে স্পন্দন হয়, তাহাকে সংযুক্ত-সংযোগ বলা যায়। মনে কর, মৃদু-মন্দ বায়ুর সংযোগে মাধবীলতা নৃত্য করিতেছে ; ইহাই নোদন-সংযোগের ক্রিয়া। বৃক্ষ হইতে একটি বিল্বফল পতিত হইল ; সেই পতনে শব্দসহ যে ভূতলসংযোগ ঘটিল, ইহার নাম অভিঘাত-সংযোগ। ঘোটকের ক্রিয়া

হইতে যে রথের স্পন্দন, ইহাকেই সংযুক্ত-সংযোগ বলা যায়। ১

তদ্‌বিশেষেণাদৃষ্টকারিতম্ ॥ ২

উহা যদি বিশেষসম্পৃক্ত অথবা বিশেষ[illegible] হয়, তাহা হইলেই অদৃষ্টজন্য হইয়া থাকে।

নোদনাদিজনিত পৃথিবীর কর্ম্ম ব্যক্তিবিশেষে[illegible]টা-নিষ্টকারণ হইলে, অদৃষ্টকেও তাহার একটি হেতু [illegible]তে হয়। ব্যক্তিবিশেষের মঙ্গলামঙ্গল হেতু পৃথিবী[illegible]ন হইলে এবং উহা নোদনাদিজন্য না হইলে অ[illegible]ন্য বলিতে হইবে। অ-দৃষ্ট অপ্রত্যক্ষ নোদনাদি হইতে ভূমি-কম্পের উৎপত্তি হয়। ভূমিকম্পকে বিশেষরূপ পৃথিবী স্পন্দন বলা যায়। ২

অপাং সংযোগাভাবে গুরুত্বাৎ পতনম্ ॥ ৩

সংযোগাভাব বশতঃ গুরুত্বনিবন্ধন জলপতন হইয়া থাকে। জল গুরুত্ববিশিষ্ট, উহা মেঘের বা বায়ুর অথবা তেজের সঙ্গে দৃঢ় সংযুক্ত থাকে, এই জন্যই পতিত হয় না; উত্তাপের প্রভাবে সেই সংযোগ যখন শিথিল হয়, তখনই বৃষ্টিরূপে জলপতন হইয়া থাকে। গুরুত্বই নিম্ন-পতনের হেতু। যদি বিধারক সংযোগের অভাব ঘটে, তাহা হইতেই জল নীচে পড়ে। গুরুত্ব বিদ্যমানেও

সংযোগবিশেষ পতনের বাধা জন্মায়। বৃক্ষস্থ ফল ইহার দৃষ্টান্ত। শাখার সহিত ফলের সংযোগ যতক্ষণ থাকে, ততক্ষণ ফল বৃক্ষচ্যুত হয় না, উহাতে গুরুত্ব আছে, তথাপি ঐ সংযোগবশে পড়িয়া যায় না। সংযোগ যখন বিনাশ পায়, তখনই ভূপতিত হয়। ঐ প্রকার উচ্চস্থিত সলিল-সমষ্টি এরূপ সংযোগে মিলিত আছে যে, ঐ সংযোগ যাবৎ থাকে, জল তাবৎ নীচে পতিত হয় না। সংযোগ দূর হইলেই পতিত হইয়া থাকে। এ স্থলে জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে, কোন্ দ্রব্যের সহিত জলসমষ্টির সংযোগ থাকাতে উহা পতিত হয় না? কেহ কেহ বলেন, মেঘের সঙ্গে সংযোগ। ৩

দ্রবত্বাৎ স্যন্দনম্ ॥ ৪

দ্রবত্ব হেতু স্যন্দন হইয়া থাকে। গড়াইয়া যাওয়াকেই স্যন্দন বলে। দ্রবত্বঃহেতুই বিন্দু বিন্দুরূপে পতিত জল পরস্পর সংযোগ হেতু মিলিত হওয়াতে স্যন্দন ঘটে। ৪

নাড্যো বায়ুসংযোগাদারোহণম্ ॥ ৫

আদিত্যের রশ্মিজাল পবন-সংযোগে সেই জলকে ঊর্দ্ধ দেশে আরোহণ করায়।

বায়ুসংযোগও জলের ঊর্দ্ধগতির প্রতি একটি কারণ। সূর্য্যরশ্মি জলকে ঊর্দ্ধে আকর্ষণ করে। জলকে ঊর্দ্ধে

আকর্ষণ করিয়া লইবার উপযুক্ত করিবার আবশ্যক হইলে যে অবস্থায় জলকে লইয়া যাইতে হয়, সূর্য্যরশ্মি জলকে সেই অবস্থা প্রদান করে, সঙ্গে সঙ্গে বায়ুসংযোগ তাহার সহায় হয়। সূর্য্যোত্তাপে জল বাষ্পরূপে পরিণত হয় এবং বায়ুর সাহায্যে তাহা ঊর্দ্ধদেশে উঠিয়া থাকে। ৫

নোদনাপীড়নাৎ সংযুক্তসংযোগাচ্চ ॥ ৬

নোদন,আপীড়ন ও সংযুক্ত-সংযোগ এই কয়টি জলের ঊর্দ্ধারোহণে কারণ।

সূর্য্যতেজের নিঃশব্দ সংযোগকে নোদন বলে; প্রবল-ভাবে আক্রমণ করার নাম আপীড়ন আর সংযুক্তের সঙ্গে সংযোগ ঘটিলেই তাহাকে সংযুক্ত-সংযোগ বলে। এই তিনটিই জল বাষ্প হইবার কারণ। সচরাচর জলে সূর্য্যকিরণ পতিত হইলে যে বাষ্প জন্মে, নোদনই তাহার কারণ। বহ্নির উত্তাপে জল যখন ফুটিতে থাকে, তখন সেই তেজঃসংযোগকে আপীড়ন বলে; এই আপীড়নের ফলেও জল বাষ্পরূপে পরিণত হয়। মৃত্তিকায় জল ফেলিলে যে শুষ্ক হইয়া যায়, তাহা হইতেও বাষ্প জন্মে; ইহা সংযুক্ত-সংযোগের ফল। ৬

বৃক্ষাভিসর্পণমিত্যদৃষ্টকারিতম্ ॥ ৭

বৃক্ষদেহে যে জলের অভিগমন, তাহা অদৃষ্টের কার্য্য।

বৃক্ষমূল ভিন্ন অন্য স্থলে সলিলসেচন করিলে যে পরিমাণ জল বাষ্পাকার ধারণ করে, তরুমূলে জলসেচনে সে পরিমাণ বাষ্প হয় না। কারণ, বৃক্ষমূল দ্বারা জল তরুর সর্ব্বদেহে প্রবেশ করে, তাহাতেই বৃক্ষ পরিপুষ্ট হয়। বৃক্ষের এই জল আকর্ষণ অথবা বৃক্ষদেহে জলের যে প্রবেশ, ইহা বৃক্ষের জীবনযোনি যত্নেরই কর্ম্ম। ৭

অপাং সংঘাতো বিলয়নঞ্চ তেজঃসংযোগাৎ ॥ ৮

জলের সংঘাত ও বিলয়ন তেজঃসংযোগমূলক।

সংঘাত অর্থে জমাট বাঁধিয়া যাওয়া আর বিলয়ন অর্থে দ্রবীভাব। জল যে জমাট বাঁধে, আবার তাহা দ্রবীভাব প্রাপ্ত হয়, তেজই উহার কারণ। তেজঃসংযোগের ইতর-বিশেষ বিদ্যমান আছে। একরূপ তেজের সংযোগ হইলে জল জমাট বাঁধে অর্থাৎ বরফে পরিণত হয়, আর একরূপ তেজের সংযোগে দ্রবীভাব প্রাপ্ত হয়। যে জল বাষ্পরূপে ঊর্দ্ধ্বভাগে উত্থিত হয়, তাহা তেজের সংযোগে পরস্পর একত্র হইয়া জমাট বাঁধে। আবার পুনরায় যখন অধিকতর তাপবিশিষ্ট তেজের যোগ হয়, তখন দ্রবীভাব প্রাপ্ত হয়। যখন তাহা দ্রব হয়, তখন তাহার বধারক সংযোগ বিনাশ পায়; তৎকালে গুরুত্ব হেতু বৃষ্টিরূপে ভূপতিত হয়। ৮

তত্র বিস্ফূর্জ্জথুর্লিঙ্গম্ ॥ ৯

ঐ যে তেজঃসংযোগ বলা হইল, উহার অনুমাপক হইতেছে বজ্রনির্ঘোষ।

সংঘাত ও দ্রবত্বের হেতু যে তাপসংযোগ, তাহাকেই তেজঃসংযোগ বলে। যে প্রকার তাপ পাইলে জল জমাট বাঁধে আর যে প্রকার তাপ পাইলে বাষ্পাবস্থা হইতে দ্রবত্ব প্রাপ্ত হয়, সেই বিভিন্নরূপ তাপবিশিষ্ট শীত ও উষ্ণ দ্রব্যদ্বয় পরস্পর মিলিত হইয়া নিকটবর্ত্তী মেঘে বা বায়ুতে যে তড়িতের উৎপাদন করে, তাহা উক্ত শীতোষ্ণ পদার্থদ্বয়ের সঙ্গে মিলিত হইবার পথে জলাদি দ্বারা বাধা প্রাপ্ত হয়, তাহাতেই বজ্রশব্দ হইয়া থাকে। কাজেই বুঝিতে পারা যায় যে, বজ্রশব্দ বিভিন্ন প্রকা তাপসংযোগের অনুমাপক। ৯

বৈদিকঞ্চ ॥ ১০

বৈদিক কারণও বিদ্যমান আছে। বেদে উক্ত আছে যে, জল তেজকে অভ্যন্তরে ধারণ করিয়াছিল। সুতরাং জল যে তাপগর্ভ, তাহার প্রমাণ পাওয়া গেল। ১০

অপাং সংযোগাদ্বিভাগাচ্চ স্তনয়িত্নোঃ ॥ ১১

জমাট জল বা দ্রবীভূত জলের সঙ্গে যে মেঘের সংযোগবিভাগ, তাহাই বজ্রশব্দের কারণ। অল্প -

বিশিষ্ট ও অধিক তাপবিশিষ্ট মেঘোদক যদি পরস্পর মিলিত হয়, তাহা হইলে তড়িতের উৎপত্তি হয়, নিকটবর্ত্তী মেঘেও তড়িৎ জন্মে। তখন ঐ দুইটি তড়িৎ একত্র সম্মিলিত হইতে উদ্যত হয়; সেই সময় যদি মধ্যে মেঘান্তর উপস্থিত হয়, তাহা হইলে মিলনোন্মুখ দুইটি তড়িৎ ঐ মেঘভেদ করিতে যায়, তাহাতেই শব্দ উৎপন্ন হয়, ঐ শব্দকে বজ্রশব্দ কহে। ১১

পৃথিবীকর্ম্মণা তেজঃকর্ম্ম বায়ুকর্ম্ম চ ব্যাখ্যাতম্ ॥ ১২

তেজঃকর্ম্ম ও বায়ুকর্ম্ম পৃথিবীকর্ম্ম দ্বারা ব্যাখ্যাত হইল। প্রবল ঝটিকা ও দিগ্‌দাহ এ দুটিকেও অদৃষ্টমূলক বলিতে হইবে। যদি সাক্ষাৎকারণ অন্য কিছু না থাকে, তাহা হইলেও দিগ্‌দাহাদির অমঙ্গলফল যখন শাস্ত্রে কথিত আছে, তখন উহা যে অদৃষ্টজাত, এ কথা অস্বীকার করা যায় না। ১২

অগ্নেরূর্দ্ধ্বজ্বলনং বায়োস্তির্য্যক্পবনমণূনাং মনসশ্চাদ্যং কর্ম্মাদৃষ্টকারিতম্ ॥ ১৩

বহ্নির ঊর্দ্ধ্বজ্বলন, অনিলের তির্য্যগ্‌গতি, পরমাণু ও মনের প্রাথমিক কর্ম্ম—এ সমস্তই অদৃষ্টমূলক। ১৩

হস্তকর্ম্মণা মনসঃ কর্ম্ম ব্যাখ্যাতম্ ॥ ১৪

হস্তকর্ম্ম দ্বারা মনের কর্ম্ম ব্যাখ্যাত হইল। হস্তের

স্পন্দনের ন্যায় মনেরও স্পন্দন হয় অর্থাৎ প্রযত্ন ও প্রযত্নসম্পন্ন আত্মসংযোগ হইলে যেরূপ হাতের স্পন্দন হয়, ঐরূপ আত্মসংযোগ হইলে মনেরও সেইরূপ স্পন্দন হইয়া থাকে। এই হেতুই যত্নসহকারে মনকে বাঞ্ছিত বিষয়ে নিযুক্ত করা হয়। এই স্পন্দন প্রযত্নসম্পান্ন সন্দেহ নাই, ঐ প্রযত্নও আবার মনঃস্পন্দনসাপেক্ষ। কারণ, যদি স্পন্দন না হয়, তাহা হইলে মনঃসংযোগ অসম্ভব; আত্মমনঃসংযোগ ভিন্ন প্রযত্নও ঘটে না; এই হেতু প্রযত্নের কারণ আত্মমনঃসংযোগ অদৃষ্টমূলক। ১৪

আত্মেন্দ্রিয়মনোঽর্থসন্নিকর্ষাৎ সুখদুঃখে ॥ ১৫

বিষয়ের সঙ্গে ইন্দ্রিয়সংযোগ আর আত্মার সঙ্গে মনঃসংযোগ এই দুইটি সুখদুঃখের কারণ। ১৫

তদারম্ভে আত্মস্থে মনসি শরীরস্থ
দুঃখাভাবঃ স যোগঃ ॥ ১৬

মন যখন আত্মনিষ্ঠ হয়, তখন আর মনের স্পন্দন ঘটেনা; তৎকালে দেহাবচ্ছিন্ন আত্মার দুঃখ-নিবৃত্তি-হেতু যোগ সম্পন্ন হয়। ইন্দ্রিয়-সংযোগ-বিরহিত আত্ম-নিষ্ঠ মনের যে স্থিরাবস্থা, তাহাকেই যোগ বলে। যোগ দ্বারাই মনুষ্যের দুঃখের শান্তি হয়। ১৬

অপসর্পণমুপসর্পণমশিতপীতসংযোগাঃ
কার্য্যান্তরসংযোগাশ্চেত্যদৃষ্টকারিতানি ॥ ১৭

অপসর্পণ, উপসর্পণ, পান, ভোজন, কার্য্যান্তরে স্পন্দন এ সমস্তই অদৃষ্টমূলক। মরণসময়ে প্রাণ ও মনের যে শরীরত্যাগ পূর্ব্বক উদ্‌গমন, তাহাকে অপসর্পণ বলে। দেহান্তর উৎপন্ন হইলে তাহাতে যে প্রাণ ও মনের প্রবেশ, তাহার নাম উপসর্পণ। পান অর্থে গর্ভস্থাবস্থায় পান বোদ্ধব্য। কার্য্যান্তরের স্পন্দন অর্থাৎ গর্ভস্থদেহের স্পন্দন। এই সমস্তই অদৃষ্টের কার্য্য। ১৭

তদভাবে সংযোগাভাবোঽপ্রাদুর্ভাবকশ্চ
মোক্ষঃ ॥ ১৮

অদৃষ্টের অভাবে দেহসংযোগের অভাব ঘটে আর ভবিষ্যতেও যে পুনরুৎপত্তি ঘটে না, তাহাকেই মোক্ষ বলে। যখন যোগপ্রভাবে আত্ম-সাক্ষাৎকার হয়, তখন আর রাগদ্বেষ থাকে না; সুতরাং তৎকালে আর ধর্ম্মাধর্ম্ম হয় না; যদি ধর্ম্মাধর্ম্ম না থাকিল, তবে পুনর্জ্জন্মও হয় না। এইরূপ অবস্থা ঘটিলেই জীবন্মুক্ত বলা যায়। সেই জন্মের দেহ ধ্বংস হইলেই তাহাকে নির্ব্বাণমুক্তি কহে। ১৮

দ্রব্যগুণকর্ম্মনিষ্পত্তিবৈধর্ম্ম্যাদভাবস্তমঃ ॥ ১৯

দ্রব্য, গুণ ও কর্ম্মের উৎপত্তিগত বিরোধ বশতঃ যে

তম, তাহাকেই অভাব-পদার্থ কহে। তমঃ শব্দে অন্ধকার বুঝায়। অন্ধকারকে যদি ভাব পদার্থ-বলা যায়, তাহা হইলে তাহাকে অনিত্য বলিতে হয়। কারণ, তাহার উৎপত্তি-বিনাশ সমস্তই প্রতিবাদীর অনুভবাসিদ্ধ। যদি অন্ধকারকে অনিত্য পদার্থের মধ্যে গণনা করা যায়, তাহা হইলে, হয় উহাকে দ্রব্য, নতুবা কর্ম্ম কিংবা গুণ বলিতে হয়। কিন্তু দ্রব্যাদি যে প্রকারে উৎপন্ন হয়, অন্ধকার সে প্রকারে উৎপন্ন হয় না। অবয়বক্রমে দ্রব্য উৎপন্ন হয়, কিন্তু যামিনীযোগে ঘরে এককালে সমস্ত আলোক নির্ব্বাণ করিলে ঘর তৎক্ষণাৎ অন্ধকারে আবৃত হইয়া পড়ে। অন্ধকার উৎপত্তির অগ্রে কোন অবয়বের অপেক্ষা করিবার আবশ্যক হয় না। কাজেই অন্ধকার দ্রব্য হইতে ভিন্ন। অন্ধকারকে গুণ বা কর্ম্মও বলা যায় না। কেন না, উহার গতি ও রূপপ্রত্যয় আছে। ১৯

তেজসো দ্রব্যান্তরেণাবরণাচ্চ ॥ ২০

তেজের আবরণ হইতে দ্রব্যান্তর দ্বারা অন্ধকার হইয়া থাকে। আলোকের আবরণ আছে বলিয়াই অন্ধকারকে গমনশীল বোধ হয়। গমনশীল আলোকের কাছে অন্ধকার থাকে না; আলোক অপসারিত হইলেই অন্ধকার হয়, এই জন্যই অন্ধকারকে গমনশীল বোধ হয়। ২০

দিক্‌কালাবাকাশঞ্চ ক্রিয়াবদ্বৈধর্ম্ম্যা-
ন্নিষ্ক্রিয়াণি ॥ ২১

ক্রিয়াবিশিষ্ট বস্তুর বৈধর্ম্ম্যবশতঃ দিক্‌, কাল, আকাশ ও আত্মা এই সমস্ত নিষ্ক্রিয় হয়। আপেক্ষিক ক্ষুদ্র পরিমাণের অভাবকে ক্রিয়াবিশিষ্ট দ্রব্যের বৈধর্ম্ম্য কহে। অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র পরিমাণবিশিষ্ট যাহা, তাহাকেই ক্রিয়াবান্‌ জানিবে। ২১

এতেন কর্ম্মাণি গুণাশ্চ ব্যাখ্যাতাঃ ॥ ২২

ইহা দ্বারা কর্ম্ম ও গুণও ব্যাখ্যাত হইল। গুণ দ্রব্যের ধর্ম্ম, উহা কর্ম্মের ধর্ম্ম নহে; সুতরাং গুণ গুণ-কর্ম্মে থাকে না। গুণ ও কর্ম্ম যখন পরিমাণরহিত, তখন উহাতে অমূর্ত্তত্ব আছে; কাজেই ক্রিয়াও থাকিতে পারে না। কারণ, ক্রিয়া মূর্ত্তত্বের অনুসরণ করে। ২২

নিষ্ক্রিয়াণাং সমবায়ঃ কর্ম্মভ্যো নিষিদ্ধঃ ॥ ২৩

নিষ্ক্রিয় পদার্থের সম্বন্ধ সমবায়, উহা কর্ম্মজন্য নহে। ২৩

কারণন্ত্বসমবায়িনো গুণাঃ ॥ ২৪

গুণ-সমূহ কারণ, উহাকে সমবায়িকারণ বলা যায় না। যে আশ্রয়ে কর্ম্মের উৎপত্তি হয়, তাহাকে কর্ম্মের

সমবায়িকারণ বলে। গুণ কর্ম্মের আশ্রয় নহে, কর্ম্মের সমবায়িকারণও নহে। তবে গুণ কর্ম্মের অসমবায়িকারণ ও নিমিত্ত কারণ হয় বটে, কিন্তু যাহা অসমবায়ি কারণ ও নিমিত্তকারণ, তাহা সমবেত বস্তুর আশ্রয় হইতে পারে না। এই জন্য কর্ম্মও কর্ম্মের আশ্রয় নহে। ২৪

গুণৈর্দিগ্‌ব্যাখ্যাতা ॥ ২

গুণ দ্বারা দিক্ ব্যাখ্যাত হইল। ঐ দিকে লতা কাঁপিতেছে, এই প্রত্যয় দ্বারা দিক্ যে লতাকম্পনের আশ্রয়স্থল, তাহার প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। সুতরাং দিক্‌কে নিষ্ক্রিয় বলিবার কারণ কি? যাহা কম্পনাদির আশ্রয়, তাহাই ত ক্রিয়াবিশিষ্ট। এই আপত্তির উত্তরে বলা যাইতেছে।—ঐ দিকে চমৎকার সুগন্ধ, এইরূপ প্রত্যয় থাকিলেও সুগন্ধ পুষ্পাদিরই গুণ, দিকের গুণ নহে, ইহা যেমন নিশ্চিত, ঐ দিকে লতা কাঁপিতেছে, এইরূপ প্রত্যয় থাকিলেও উক্ত কম্পন দিকের নহে, উহা লতারই কর্ম্ম, ইহাও নিশ্চিত। তবে যে আশ্রয়রূপে প্রত্যয় ঘটে, তাহা দৈহিক সম্বন্ধঘটিত। ২৫

করণেন কালঃ ॥ ২৬

ইতি পঞ্চমাধ্যায়ে দ্বিতীয়াহ্নিকম্ ॥

করণ দ্বারা কাল ব্যাখ্যাত হইল। এই সময়ে মলয়-

বায়ু বহিয়া থাকে, এইরূপ প্রত্যয় দ্বারা প্রমাণ পাওয়া যায় যে, সময় মলয়বায়ু-স্পন্দনের হেতু। মলয়বায়ু-স্পন্দন যে সময়ে সমবায়সম্বন্ধে আছে, তাহা নহে। সুতরাং বুঝিতে পারা গেল যে, সময়ও নিষ্ক্রিয়। ২৬

পঞ্চমাধ্যায়ে দ্বিতীয় আহ্নিক সমাপ্ত।

পঞ্চম অধ্যায় সম্পূর্ণ।

ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ।

প্রথমাহ্নিকম্।

বুদ্ধিপূর্ব্বা বাক্যকৃতির্ব্বেদে ॥ ১

বুদ্ধি সহকারেই বেদবাক্য রচিত হইয়াছে। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, ধর্ম্মাধর্ম্মের প্রমাণ বেদ। বেদ ঈশ্বর-প্রণীত। ঈশ্বরের উক্তি ভ্রান্ত হয় না। ঈশ্বরের উক্তি আছে যে, যজ্ঞ করিলে স্বর্গকামী ব্যক্তির ইষ্টসিদ্ধি হয় তখন ধর্ম্ম আছে, ইহা নিশ্চিত। যেরূপ সমস্ত সত্যবা রচনা বুদ্ধিপূর্ব্বক হয়, বেদবাক্যও তদ্রূপ। ১

ব্রাহ্মণে সংজ্ঞাকর্ম্ম সিদ্ধিলিঙ্গম্॥ ২

ব্রাহ্মণে জাতিবিহিত কর্ম্ম প্রামাণ্যসিদ্ধির কারণ।

আপত্তি হইতে পারে যে, সমস্ত সম্প্রদায়ের লোকেই নিজ নিজ শাস্ত্রকে ঈশ্বরবাক্য বলিয়া থাকে, অথচ সমস্ত শাস্ত্র পরস্পর ভিন্নমতাবলম্বী। সুতরাং বেদকে ঈশ্বর-বাক্য বলি কি প্রকারে? ইহার উত্তর এই যে, দেখ, যখন ব্রাহ্মণেরা নির্লোভ ও নিষ্কাম হইয়া, শরীরকে তুচ্ছ

জ্ঞান করিয়া বেদবিহিত আচার রক্ষা করিতেছেন, তখন বেদকে প্রামাণ্য ও ঈশ্বরবাক্য বলিতেই হয়। ২

বুদ্ধিপূর্ব্বা দদাতিঃ ॥ ৩

বুদ্ধিপূর্ব্বকই দান হয়। সংসারী লোকে সকলেই জানেন, কত কষ্টে অর্থোপার্জ্জন করিতে হয়, বিশেষতঃ অর্থ কত আদরের বস্তু। সেই অর্থ যে অকাতরে দান করিতে হয়, ইহা বেদেরই উপদেশ। এইরূপ পরম্পরা-গত ব্যবহার দ্বারাই বেদের প্রামাণ্য বুঝা যায়। ৩

তথা প্রতিগ্রহঃ ॥ ৪

প্রতিগ্রহও তদ্রূপ। অর্থাৎ দান যেমন বেদের শাসন, প্রতিগ্রহও সেইরূপ বেদের অভিমত। বেদে লিখিত আছে, প্রতিগ্রহও জাতি বা ব্যক্তি বিচার করিয়া গ্রহণ করিতে হয়, আবার কতকগুলি বস্তু প্রতিগ্রহের যোগ্য, কতকগুলি অযোগ্য। এইরূপ বিবেচনা করিয়া ধনার্থী যে প্রতিগ্রহ করে, তাহাও বেদের শাসন। ৪

আত্মান্তরগুণানামাত্মান্তরে কারণত্বাৎ ॥ ৫

আত্মান্তরের গুণ আত্মান্তরের কার্য্যের হেতু নহে। সুতরাং শাস্ত্রপ্রামাণ্যজ্ঞানই উহার হেতু। যদি আপত্তি কর যে, দান শাস্ত্রের প্রামাণ্যজ্ঞানের কারণ নহে, পরের অভাবমোচনের জন্যই দান। এই আপত্তির উত্তরে

বলা যাইতেছে ;—অন্য আত্মাতে যে দুঃখাদি ঘটে, তাহা পরকীয় প্রবৃত্তির কারণ নহে। দান করিলে স্বর্গলাভ হয়, এইরূপ নিশ্চিতজ্ঞানই দানপ্রবৃত্তির কারণ। বেদ-বিশ্বাস হইতেই এই নিশ্চিতজ্ঞান উৎপন্ন হয়। ৫

তদ্‌দুষ্টভোজনে ন বিদ্যতে ॥ ৬

দুষ্টভোজন স্থলে ইহা হয় না। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, একের দুঃখ বা অভাবে দানপ্রবৃত্তি হইলে দুষ্টব্যক্তির ভোজনদানেও প্রবৃত্তি জন্মিত ; তাহা ত হয় না। কোন তস্কর যদি চৌর্য্যবৃত্তি করিয়া পরিশ্রমবশে ক্ষুৎ-পিপাসার্ত্ত হয়, তাহাকে আহারাদি দানের জন্য ত প্রবৃত্তি জন্মে না। ৬

দুষ্টং হিংসায়াম্ ॥ ৭

হিংসা হইলে তাহা দুষ্ট বলিয়া বোদ্ধব্য। চোরাদি যাহাদিগকে ভোজন করাইলে পাপ হয়, তাহাদিগকেই দুষ্ট বলে। পূর্ব্বসূত্রে যে দুষ্টশব্দের উল্লেখ হইয়াছে, ইহাই তাহার মর্ম্মার্থ। পরন্তু কাক, কুক্কুর প্রভৃতিকেও অন্নদানের বিধি আছে ; উহারা একরূপ দুষ্ট হইলেও এ স্থলে দুষ্টশব্দে তাহারা বোদ্ধব্য নহে। ৭

তস্য সমভিব্যাহারতো দোষঃ ॥ ৮

তাহার সমভিব্যাহারে দোষ জন্মে না। আপত্তি

হইতে পারে যে, হিংস্রব্যক্তির সংসর্গবশে দাতা দুষ্ট হয় অর্থাৎ দানপ্রবৃত্তিরহিত হয়; আহারার্থী হিংস্রব্যক্তির নিকটস্থ হইলে তৎসঙ্গেই দাতা দুষ্ট হয়, এই হেতু তাহার দুঃখে দাতার দানপ্রবৃত্তি জন্মে না। অন্যত্র পরকীয় দুঃখই দাতার দানপ্রবৃত্তির কারণ, বেদবিশ্বাস নহে। ৮

তদদুষ্টে ন বিদ্যতে ॥ ৯

অদুষ্টব্যক্তিতে ত তাহা দেখা যায় না। যদি হিংস্রের আগমনরূপ ক্ষণিক সঙ্গ দাতার দানপ্রবৃত্তির ব্যাঘাত উৎপাদন করিত, তাহা হইলে অদুষ্ট আহারার্থীও দাতার দানপাত্র হইত না। ৯

পুনর্বিশিষ্টে প্রবৃত্তিঃ ॥ ১০

আবার বিশিষ্ট ব্যক্তির গুণেই প্রবৃত্তি জন্মে। যদি উত্তম ধর্ম্মশীল ব্যক্তির সংসর্গ ঘটে, তাহা হইলে দাতার দোষ বিদূরিত হইয়া সেই পাত্রে দানপ্রবৃত্তি জন্মিয়া থাকে। অন্য আত্মার গুণ যে অপর আত্মার কার্য্যে কারণ হয়, তাহা অসম্ভব। আপত্তিকারী এই সকল কথা বলিয়া আপত্তি উত্থাপন করেন। ১০

সমে হীনে বা প্রবৃত্তিঃ ॥ ১১

তুল্য বা নিকৃষ্ট ব্যক্তিতেও ত প্রবৃত্তি দুষ্ট হয়।

ধর্ম্মশীলের সংসর্গে দাতার দানপ্রবৃত্তি উত্তেজিত হয় সত্য; কিন্তু দাতার তুল্য অথবা নিকৃষ্ট ব্যক্তি অথচ অতুষ্ট ব্যক্তি যদি ভোজনপ্রার্থী হইয়া আইসে, হিংস্র আহারার্থী উপস্থিত থাকিলে সেই অতুষ্টকে আহার করাইতে প্রবৃত্তি জন্মে কেন? দুষ্টের সঙ্গ, নিবন্ধন তৎকালে ত দানপ্রবৃত্তি বিলুপ্ত, নচেৎ দুষ্টকে আহার দিতে প্রবৃত্তি জন্মিত; অথচ বিশিষ্টও উপস্থিত নাই, দাতার তুল্য বা নিকৃষ্টের উপস্থিতিই ঘটিয়াছে; এ প্রকার উপস্থিতি যদি দানপ্রবৃত্তিকে উত্তেজিত করিতে সমর্থ হইত, তবে সেই দাতার দানপ্রবৃত্তি দুষ্টসঙ্গেও মলিনতা ধারণ করিত না, এ কথা অবশ্য স্বীকার্য্য। ১১

এতেন হীনসমবিশিষ্টধার্ম্মিকেভ্যঃ
পরস্বাদানং ব্যাখ্যাতম্॥ ১২

ইহা দ্বারা হীন, তুল্য ও বিশিষ্টধর্ম্মশীল হইতে প্রতিগ্রহ ব্যাখ্যাত হইল। অভাব হইলেই প্রতিগ্রহ করিতে হয়। তবে হীনের নিকটে বা অতুল্যের নিকটে অথবা উৎকৃষ্টের নিকটে সে প্রতিগ্রহ সম্বন্ধে বিচার করিতে হয়, ইহাও বেদশাসন। যাহার নিকট প্রতিগ্রহ নিষিদ্ধ, বেদে তাহাকে হীন বলে; যাহার নিকট আপৎ-কালে (যে সময়ে দুর্ভিক্ষ বা সংগ্রামাদি ঘোর বিপদ উপস্থিত হইলে অন্নাভাব ঘটে, তখন প্রতিগ্রহ কর্ত্তব্য, তাহাকে তুল্য বলা যায় আর যাহার নিকট প্রতিগ্রহ করিলে শুভাদৃষ্ট হয়, তাহাকে বিশিষ্ট ধর্ম্মশীল কহে। ১২

তথা বিরুদ্ধানাং ত্যাগঃ ॥ ১৩

বিরুদ্ধ পরিবর্জ্জনও সেইরূপ বেদশাসনজ্ঞানসাপেক্ষ। বিরুদ্ধ আত্মীয় হইলেও ত্যাজ্য। এই ত্যাগও বেদশাসন। ১৩

হীনে পরে ত্যাগঃ ॥ ১৪

অপর ব্যক্তি হীন হইলে সে ত্যাজ্য। এক পরিবারের মধ্যে কেহ যদি হীন (পতিত) হয়, তাহাকেও পরিত্যাগ করিবে। ১৪

সমে আত্মত্যাগঃ পরিত্যাগো বা ॥ ১৫

তুল্য ব্যক্তি যদি বিরুদ্ধাচারী হয়, তাহা হইলে যথাসম্ভব হয় আত্মত্যাগ করিবে, নচেৎ পরত্যাগ করিবে। অর্থাৎ এক পরিবারের মধ্যে কেহ যদি শাস্ত্রনিষিদ্ধ আচারবিশিষ্ট হয়, তাহা হইলে নিজে সেই সংসর্গ ত্যাগ করিয়া স্থানান্তরিত হইবে কিংবা অন্য সকলকে নিজ সংসর্গ হইতে দূরীভূত করিবে। ইহাও বেদশাসন। ১৫

বিশিষ্টে আত্মত্যাগ ইতি ॥ ১৬

ইতি ষষ্ঠাধ্যায়ে প্রথমাহ্নিকং সমাপ্তম্ ॥

বিশিষ্ট হইলে আত্মত্যাগই কর্ত্তব্য। অর্থাৎ পরি-

বারমধ্যে যে ব্যক্তি শাস্ত্রবিরুদ্ধাচারী, অনেকে বিশিষ্ট, (ধর্ম্মাশীল), তথায় সেই ধর্ম্মশীলকে কলুষিত না করিয়া আত্মত্যাগ করা কর্ত্তব্য অর্থাৎ আত্মসংসর্গ হইতে সকলকে বিচ্যুত করিবে। ১৬

ষষ্ঠ অধ্যায়ে প্রথমাহ্নিক সমাপ্ত।

দ্বিতীয়াহ্নিকম্।

দৃষ্টাদৃষ্টপ্রয়োজনানাং দৃষ্টাভাবে প্রয়োজন-মভ্যুদয়ায় ॥ ১

দৃষ্ট-প্রয়োজন আর অদৃষ্ট-প্রয়োজন এই উভয়ের মধ্যে দৃষ্টফলশূন্য প্রয়োজন অভ্যুদয়ের কারণ। যাহা স্বয়ং ইষ্ট অথবা ইষ্টসাধন, তাহাকেই প্রয়োজন বলে। স্বয়ং ইষ্টই মুখ্য প্রয়োজন বলিয়া কথিত, অন্যকে গৌণ প্রয়োজন বলা যায়। এই যে দুই প্রকার প্রয়োজনের কথা কথিত হইল, ইহা দুই প্রকার ;—দৃষ্ট ও অদৃষ্ট। আমাদিগের অনুভূয়মান সুখ, সুখভোগ ও দুঃখাভাবকে দৃষ্ট মুখ্য প্রয়োজন বলে। আর ইষ্টসাধন বলিয়া অর্থাৎ সুখ ও দুঃখাভাবের কারণ বলিয়া কৃষিবাণিজ্যাদিকে গৌণ প্রয়োজন বলা যায়। পরন্তু ইহা দৃষ্ট ; কারণ, ইহার স্বরূপ ও ফল দুই-ই মনুষ্যের প্রত্যক্ষ দৃষ্ট হইয়া থাকে। এই হেতু ইহাকে দৃষ্ট গৌণ প্রয়োজন বলা যায়। যাহা চরমদুঃখনিবৃত্তি অর্থাৎ যাহাকে স্বর্গ বলে, তাহা আমাদিগের প্রত্যক্ষ হয় না। তাহাকে অদৃষ্ট মুখ্য প্রয়োজন বলে। আর উহার সাধন যে যাগযজ্ঞাদি, তাহাকে অদৃষ্ট গৌণ প্রয়োজন বলা যায়। স্বর্গ ও দুঃখ-

নিবৃত্তি আছে, এই হেতু তাহাকে মুখ্য প্রয়োজন বলে এবং যাগযজ্ঞাদি তাহার সাধন, এই জন্য তাহাকে অদৃষ্ট প্রয়োজন বলা যায়। স্বরূপতঃ যাগযজ্ঞাদি প্রত্যক্ষ দৃষ্ট হয় বটে, কিন্তু উহার ফল প্রত্যক্ষ হয় না; এই জন্য উহাকে অদৃষ্ট-প্রয়োজন বলে। ১

অভিষেচনোবাস-ব্রহ্মচর্য্য গুরুকুলবাস-
বানপ্রস্থ-যজ্ঞ-দান-প্রোক্ষণ-দিঙ্নক্ষত্র-
মন্ত্র কাল-নিয়মাশ্চাদৃষ্টায় ॥ ২

অদৃষ্ট বলিয়া স্নান, উপবাস, ব্রহ্মচর্য্য, গুরুকুলস্থিতি, বানপ্রস্থ, যজ্ঞ, দান, প্রোক্ষণ, দিক্‌নিয়ম, নক্ষত্র-নিয়ম, মন্ত্রনিয়ম ও কালনিয়ম এই সকল হয়।

গঙ্গাস্নান ও একাদশী তিথিতে অনাহারাদি করিলে ধর্ম্মসঞ্চয় হইয়া থাকে। পূর্ব্বাস্য বা উত্তরাস্য হইয়া পূজাদি করা উচিত, ইহাই দিক্‌নিয়ম; চৈত্রমাসে শতভিষান্বিত বারুণী তিথিতে স্নান করিলে বহুশতসূর্য্যগ্রহণকালীন গঙ্গাস্নানের সমানফল হয়, ইহাই নক্ষত্র-নিয়ম; শিবার্চ্চনার এক মন্ত্র আর বিষ্ণুপূজার এক মন্ত্র, ইহাই মন্ত্রনিয়ম; শরৎ-ঋতুতে দুর্গাপূজা করিবে, ইহাই কালনিয়ম; এতৎসমস্তই অপ্রত্যক্ষ ধর্ম্মের অর্থাৎ অদৃষ্টের হেতু। এই জন্য ইহাকে অদৃষ্ট-প্রয়োজন বলে। ফল কথা এই যে, মুখ্যফল আমাদিগের অপ্রত্যক্ষ হইলেই যে

অদৃষ্টপ্রয়োজন হইবে, তাহা নহে; মুখ্যফল যদি দৃষ্ট হয় এবং অদৃষ্ট দ্বারা তৎফল লাভ করিতে হয়, তাহা হইলে সেই দৃষ্ট মুখ্যফলসম্পাদক কর্ম্মকেও অদৃষ্ট প্রয়োজন বলিতে হইবে। যেমন যজ্ঞের মধ্যে পুত্রেষ্টি-যজ্ঞাদি; ইহার ফল পুত্রপ্রাপ্তি; পুত্রপ্রাপ্তি যদিও দৃষ্টফল, তথাপি তাহা অদৃষ্ট; ধর্ম্ম দ্বারা উহার সিদ্ধি হইয়া থাকে। কাজেই তাহাকেও অদৃষ্ট-প্রয়োজনের মধ্যে পরিগণিত করিতে হয়। সুতরাং স্থিরীকৃত হইল যে, ধর্ম্মসাধন যাহা, তাহাকেই গৌণ অদৃষ্ট-প্রয়োজন বলে এবং স্বর্গ ও মোক্ষই মুখ্য অদৃষ্ট-প্রয়োজন বলিয়া অভিহিত। ২

চাতুরাশ্রম্যমুপধা অনুপধাশ্চ ॥ ৩

উপধা ও অনুপধা উভয়ই চতুরাশ্রমে বিদ্যমান। ধর্ম্মের সাধন চারিটি আশ্রম;—ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ, সন্ন্যাস। এই চতুরাশ্রমেই উপধা ও অনুপধাই অর্থাৎ অশুদ্ধি ও শুদ্ধি বিদ্যমান। ৩

ভাবদোষ উপধাদোষোঽনুপধা ॥ ৪

ভাবদোষ অর্থাৎ অবস্থাদোষকে উপধা বলে; কিন্তু অনুপধা দোষ নহে। যে সময়ে যে আশ্রমধর্ম্মের পালন করিতে হয়, তখন সেই আশ্রমবিহিত বাহ্যশুদ্ধি

ও অন্তঃশুদ্ধি প্রয়োজনীয়। যাহা শুদ্ধ আশ্রমধর্ম্ম, তাহাই স্বর্গাদির কারণ। যদি বাহ্য অশুদ্ধি অথবা অন্তরের অশুদ্ধি বিদ্যমান থাকে, তাহা হইলে তাহাকে অশুদ্ধ আশ্রমধর্ম্ম কিংবা দুষ্ট আশ্রমধর্ম্ম বলা যায়। ৪

যদিষ্টরূপ-রসগন্ধ-স্পর্শং প্রোক্ষিত-
মভ্যুক্ষিতঞ্চ তচ্ছুচি ॥৫

শাস্ত্রবিহিত-রূপ রস-গন্ধ-স্পর্শ-সম্পন্ন যে দ্রব্য প্রোক্ষিত, অভ্যুক্ষিত ও ন্যায়লব্ধ, তাহাকেই শুদ্ধ বলে। মনে কর, শাস্ত্রে লিখিত আছে, শ্বেতবর্ণ হৈমন্তিক ধান্য হবিষ্যমধ্যে গণ্য। এ স্থলে শ্বেতবর্ণকেই শাস্ত্রবিহিত বর্ণ বলা যায়। শাস্ত্রে লিখিত আছে, নারিকেল প্র[illegible] যে দ্রব্য স্বভাবতঃ মধুর-রসবিশিষ্ট, তাহা বিকৃতি প্রা[illegible]প্ত হইয়া যদি রসান্তরের উৎপাদন করে, তাহা হইলে তাহা অপবিত্র। শাস্ত্রে লিখিত আছে, যে পুষ্পের গন্ধ উগ্র নহে, তাহা বিষ্ণুপূজায় প্রশস্ত এবং পবিত্র। শাস্ত্রের বিধান আছে, কোমল শয্যা দান করিতে হয়, তাদৃশ শয্যাস্পর্শই পবিত্র। উত্তান হস্ত দ্বারা জলবিন্দু নিক্ষেপ করাকে প্রোক্ষণ আর অনুত্তান হস্তে জলবিন্দুক্ষেপকে অভ্যুক্ষণ বলে। এই প্রকার জলবিন্দু দ্বারা আর্দ্র দ্রব্যই পবিত্র। শাস্ত্রবিহিত দ্রব্য যদি রূপরসাদির বিকৃতি প্রাপ্ত হয় বা তাহাতে জলপ্রোক্ষণাদি না হয়, তবে

তাহা পবিত্র হয় না। শাস্ত্রনিষিদ্ধ দ্রব্য কিছুতেই পবিত্রতা লাভ করে না। ৫

অশুচীতি শুচিপ্রতিষেধঃ ॥ ৬

শুচি ব্যতীত যাহা, তাহাকেই অশুচি বলে অর্থাৎ যেরূপ পূর্ব্বসূত্রে কথিত হইল, সেই অনুসারেই শুচি ও অশুচি স্থির করিতে হয়। ৬

অর্থান্তরঞ্চ ॥ ৭

যাহা অর্থান্তর, তাহাকেও অশুচি কহে। তাৎপর্য্য এই যে, যে দ্রব্য যে অবস্থান্বিত, তাহা যদি অন্যরূপে ব্যবহৃত হয়, তবেই তাহা অশুচি। ৭

অযতস্য শুচিভোজনাদভ্যুদয়ো ন বিদ্যতে
নিয়মাভাবাৎ বিদ্যতে বার্থান্তরত্বাদ্‌যমস্য ॥ ৮

যে ব্যক্তি অসংযত, শুচি ভক্ষণ করিলেও তাহার অভ্যুদয় ঘটে না। কারণ, তাহার নিয়ম নাই। শুচি-ভক্ষণ-জনিত অভ্যুদয় হইতেই হইবে; কারণ, সংযম অভ্যুদয়ান্তরের সাধক। যমনিয়ম-বিরহিত হইলেই তাহাকে অসংযত বলে। যম শব্দে অহিংসা, সত্য, অচৌর্য্য, ব্রহ্মচর্য্য ও অপ্রতিগ্রহ বুঝায়। নিয়ম শব্দে শৌচ, সন্তোষ, তপ, শাস্ত্রপাঠ ও ঈশ্বরে নিখিল কর্ম্মার্পণ বুঝিবে। বাহ্যমলশুদ্ধি ও অন্তর্মলশুদ্ধিকে শৌচ কহে।

যে ব্যক্তি যমনিয়মশূন্য, সে শুচি দ্রব্য ভক্ষণ করিলে কি তৎপ্রভাবে অভ্যুদয় প্রাপ্ত হইবে? না, তাহা প্রাপ্ত হইবে না। কেন না, অসংযম উহা প্রাপ্তির পক্ষে অন্তরায়। যে ব্যক্তি সংযত হয় এবং শুচি ভক্ষণ করে, সর্ব্বথা তাহারই অভ্যুদয়লাভ হয়। যে ব্যক্তি শুচি-ভক্ষণ করে, কিন্তু সংযত নহে, সে কেবলমাত্র শুচি-ভক্ষণজনিত উন্নতি প্রাপ্ত হয়, কিন্তু অসংযম হেতু তাহার অনিষ্ট ঘটে। ৮

অসতি চাভাবাৎ ॥৯

শুচিদ্রব্য ভক্ষণ না করিলে অভ্যুদয়ের অভাব হয় অর্থাৎ অভ্যুদয় ঘটে না। শুচিভোজনই অভ্যুদয়ের কারণ। শুচিভক্ষণ ভিন্ন কেবলমাত্র সংযমে পূর্ণ অভ্যুদয় ঘটে না। শুচিভোজনই অভ্যুদয়ের কারণ। শুচিভক্ষণ ভিন্ন কেবলমাত্র সংযমে পূর্ণ অভ্যুদয় ঘটে না, কেবল আংশিক অভ্যুদয় হয়। ইহাতে স্পষ্টই বুঝিতে পারা গেল যে, যম ও নিয়ম এই উভয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য; নচেৎ মঙ্গললাভের আশা নাই। অশুচি ভক্ষণ করিলে চিত্তবিকার জন্মে, দেহবিকার জন্মে, আলস্য-প্রমাদাদি উপস্থিত হয় এবং সমাধিমার্গে অগ্রসর হওয়া যায় না। এই জন্যই শুচিদ্রব্য ভক্ষণ করা বিহিত। যম-নিয়ম নাই, অথচ শুচি-ভক্ষণ আছে,

এরূপ স্থলে আংশিক অভ্যুদয় ঘটে অর্থাৎ উহা দ্বারা চিত্ত-শুদ্ধি হয়,সেই ফলে কিছুদিন স্বর্গভোগ লাভ করিতে পারে এবং হয় ত সেই ফলে কোন জন্মে যমনিয়মের সাহায্য পায়। ৯

সুখাদ্‌রাগঃ ॥ ১০

সুখ হেতু ইচ্ছার উদ্রেক হয়। সুখ বা সুখসাধনের ইচ্ছা বিদ্যমানে যদি শুচিভক্ষণ, যম ও নিয়ম ঘটে, তাহা হইলে তাহা ধর্ম্মের কারণ হয়। বিষয়ভোগজন্য সুখ-জ্ঞান সুখেচ্ছার কারণ আর সুখসাধন স্নানভক্ষণে যে ইচ্ছা, সুখেচ্ছাই তাহার কারণ। কাজেই যে বস্তু সুখের বিরোধী, তাহাতে দ্বেষ উৎপন্ন হয়। সুখের বিরোধী-কেই দুঃখ বলে। দুঃখসাধনে দ্বেষ জন্মে, দুঃখেও দ্বেষ জন্মিয়া থাকে। ১০

তন্ময়ত্বাচ্চ ॥ ১১

তন্ময়ভাবকেও উক্ত ইচ্ছা-দ্বেষের কারণ বলিয়া জানিবে। দৃঢ়তর সংস্কার-উৎপত্তির হেতু চিরন্তন অভ্যাস। সেই সংস্কার হেতু সুখস্মৃতি ঘটে, তাহাতেই সুখপ্রভৃতির উপর ইচ্ছা হয়। দুঃখস্মৃতিবশতঃ দুঃখপ্রবৃত্তিতে দ্বেষের উৎপত্তি হয়। সুখের মনোরম স্মৃতি চিত্তে উদিত হইলে

মনুষ্য সুখের জন্য ব্যগ্র হয়, আবার দুঃখের দারুণ রূপ স্মৃতিপথে উঠিলে তৎপ্রতি দ্বেষ জন্মে। যে কর্ম্ম দ্বারা সুখ জন্মে, তৎপ্রতি ইচ্ছা হয় আর যাহা দ্বারা দুঃখ ঘটে, তৎপ্রতি মানুষের দ্বেষ জন্মিয়া থাকে। ১১

অদৃষ্টাচ্চ ॥ ১২

অদৃষ্ট বশতও হয়। অর্থাৎ অদৃষ্টফলে জন্মগ্রহণ হইয়া থাকে। সবল ও হীনবলের, দীর্ঘাকার ও খর্ব্বাকারের, সাহসী ও ভীতের ইচ্ছা-দ্বেষ পৃথক্ পৃথক্‌রূপ হয়। এই ইচ্ছা-দ্বেষাদি অদৃষ্টমূলক অথবা পূর্ব্বজন্মের সংস্কার-মূলক। ১২

জাতিবিশেষাচ্চ ॥ ১৩

জাতিবিশেষ হেতুও হইয়া থাকে। ইচ্ছা ও দ্বেষ জাতি অনুসারেও ঘটে। যেমন মানুষের অন্নাদি-ভক্ষণে ইচ্ছা হয় এবং তৃণাদি-ভক্ষণে দ্বেষ জন্মে। ব্রাহ্মণগণ দুগ্ধ-ঘৃতাদি-সেবনে অনুরাগী হন, কিন্তু পলাণ্ডুভক্ষণে তাঁহাদের বিদ্বেষ জন্মে। ১৩

ইচ্ছাদ্বেষপূর্ব্বিকা ধর্ম্মাধর্ম্মপ্রবৃত্তিঃ ॥ ১৪

ইচ্ছা ও বিদ্বেষ হেতু ধর্ম্মকর্ম্মে ও অধর্ম্মকর্ম্মে প্রবৃত্তি

জন্মে। যত্নকেই প্রবৃত্তি বলে অর্থাৎ প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি উভয়ই বোদ্ধব্য। যাগযজ্ঞাদি ধর্ম্মকর্ম্মে প্রবৃত্তি হয় কেন ?—স্বর্গাদি সুখের বাসনায়। অধর্ম্মকর্ম্মে নিবৃত্তি জন্মে কেন ?—নরকদুঃখে বিদ্বেষ বলিয়া। নিত্যব্রতোপবাসাদি ধর্ম্মকর্ম্ম ; কিন্তু তাহাতে নিবৃত্তি জন্মে কেন ? —সুখের বিঘ্নসম্পাদক ঐহিক দুঃখে বিদ্বেষ বলিয়া। ১৪

তৎসংযোগো বিভাগঃ ॥ ১৫

সংযোগ শব্দে দেহধারণ (জন্ম) আর বিভাগ শব্দে মৃত্যু বুঝায়। ধর্ম্মাধর্ম্ম হইতেই জন্ম-মৃত্যু ঘটে। জন্ম, জীবন ও ভোগ ধর্ম্মাধর্ম্ম হইতেই হয়। ফলারম্ভপ্রবৃত্ত অদৃষ্টকে প্রারব্ধ কহে, ভোগাধীন প্রারব্ধ ক্ষয় হইয়া থাকে। প্রারব্ধক্ষয় মৃত্যুর কারণ হইলেও যে প্রাণস্পন্দন অথবা চিত্তস্পন্দন হওয়াতে দেহের সঙ্গে বিভাগ জন্মিলে চিরদিনের জন্য সংযোগনাশ হয়, সেই স্পন্দনের হেতু অদৃষ্ট ও অদৃষ্টসম্পন্নাত্মযোগ। অতএব মরণের প্রতিও ধর্ম্মাধর্ম্ম হেতু। ১৫

আত্মকর্ম্মসু মোক্ষো ব্যাখ্যাতঃ ॥ ১৬

ইতি ষষ্ঠাধ্যায়ে দ্বিতীয়াহ্নিকম্।

ষষ্ঠাধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ ॥

কথিত আছে, আত্মকর্ম্ম হইলে মোক্ষ হইয়া থাকে।

শ্রবণ-মনন-নিদিধ্যাসনাদিকেই আত্মকর্ম্ম বলে। শাস্ত্র-বিহিত আত্মা কাহাকে বলে, শাস্ত্রালোচনা দ্বারা ইহা বিদিত হওয়াকেই শ্রবণ বলা যায়। বিচারবলে শ্রুত-বিষয় দৃঢ় হয়; ঐ বিচারকেই অনুমানের উদ্ভাবক কহে; এই অনুমান হইতে অনুমিতির উৎপত্তি হয়; শ্রুত-বিষয়ের দার্ঢ্যসম্পাদনে এই অনুমিতিই সমর্থ; এইরূপ দার্ঢ্যসম্পাদন হেতু অনুমিতিকেই মনন কহে। সমাধির নাম নিদিধ্যাসন। সমাধিমার্গে অগ্রসর হইতে পারিলেই আত্মসাক্ষাৎকার ঘটে। তৎকালে দেহাদির প্রতি অহংজ্ঞান দূরীভূত হইয়া যায়। দেহে অহংজ্ঞানমূলক সুখাদির প্রতি যে ইচ্ছা ও দুঃখাদির উপর দ্বেষ, তৎকালে আর তাহা থাকে না। এই প্রকার চরমদুঃখনিবৃত্তিকেই মোক্ষ অথবা মুক্তি বলে। ১৬

ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত।

সপ্তমোঽধ্যায়ঃ।

প্রথমাহ্নিকম্।

উক্তা গুণাঃ ॥ ১

গুণ উক্ত হইয়াছে। গুণের লক্ষণ, গুণের নির্দ্দেশ এবং অদৃষ্টের বিচার এ সমস্তই কথিত হইয়াছে। ১

পৃথিব্যাদিরূপরসগন্ধস্পর্শা দ্রব্যানিত্যত্বা-
দনিত্যাশ্চ ॥ ২

দ্রব্যের (আশ্রয়ের) অনিত্যতা হেতু পৃথিব্যাদির রূপ, রস, গন্ধ ও স্পর্শ অনিত্য হয়। পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে যে, ক্ষিত্যাদি দ্বিবিধ ;—নিত্য ও অনিত্য। উহার মধ্যে অনিত্য ক্ষিত্যাদিতে যে রূপাদি বিদ্যমান, তাহা অনিত্য। রূপাদির মধ্যে যে পদার্থে যাহা থাকা সম্ভব, তাহাই গ্রহণীয়। যেমন বায়ুতে কেবলমাত্র স্পর্শ আছে, কিন্তু রূপাদি নাই। ২

এতেন নিত্যেষু নিত্যত্বমুক্তম্ ॥ ৩

নিত্য আশ্রয়ে যে রূপাদি বিদ্যমান, তাহার নিত্যত্ব ইহা দ্বারা উক্ত হইল। নিত্য পদার্থে যে রূপাদি বিদ্যমান, তাহা নিত্য; তাহা হইলে ক্ষিত্যাদিতে যে রূপাদি থাকে, তৎসম্বন্ধে কিরূপ, তাহা বিবৃত হইতেছে। ৩

অপ্‌সু তেজসি বায়ৌ চ নিত্যা দ্রবনিত্যত্বাৎ ॥ ৪

নিত্য অপ্, তেজঃ ও বায়ুতে যে রূপাদি বিদ্যমান, তাহাও নিত্য। কারণ, ঐ রূপাদির আশ্রয় নিত্য। জলীয় পরমাণু, তৈজস পরমাণু ও বায়বীয় পরমাণুতে যে রূপাদি আছে, অর্থাৎ জলে রূপ-রস-স্পর্শ, তেজে রূপ-স্পর্শ ও বায়ুতে যে স্পর্শ বিদ্যমান, এই সমস্ত গুণের আশ্রয় নিত্য (অবিনশ্বর) হইলে ঐ সমস্ত গুণও নিত্য হইয়া থাকে। ৪

অনিত্যেষ্বনিত্যা দ্রব্যানিত্যত্বাৎ ॥ ৫

অনিত্যে অনিত্য; কেন না, আশ্রয়-পদার্থ অনিত্য। অর্থাৎ জল তেজ ও বায়ু অনিত্য হইলে তাহাদের রূপ-রস-স্পর্শও অনিত্য। গুণ দ্রব্যের আশ্রিত, যদি দ্রব্য না থাকে, তবে গুণ আর কোথায় থাকিবে? কাজেই দ্রব্যের নাশে গুণের নাশ নিশ্চিত। যদি দ্রব্যের বিনাশ

না ঘটে, উহা যদি হয়, তবে তাহার গুণ নষ্ট হইবার অন্য হেতু থাকিলেও নিত্য হইবে। ৫

কারণগুণপূর্ব্বকাঃ পৃথিব্যাং পাকজাঃ ॥ ৬

ক্ষিতিতে যে রূপাদি বিদ্যমান আছে, উহা কারণ-পূর্ব্বক ও পাকজনিত। কারণগুণানুসারেই অনিত্য ক্ষিতিতে রূপাদি হইয়া থাকে। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, অবয়ব-রূপাদি অবয়বীর রূপাদির কারণ হয়। আর পার্থিব পরমাণুর যে রূপাদি, তাহা পাকজনিত অর্থাৎ বহ্নিসংযোগাদি হেতু হয়। মাটী লইয়া কপাল নির্ম্মাণ করিলে, দুইটি কপাল একত্র করিয়া ঘট নির্ম্মাণ করিলে, মূল মাটীর যে প্রকার শ্যামল রূপ বা বর্ণ, কপালেও সেই প্রকার রূপ বা বর্ণ হয়; কপালে যে প্রকার বর্ণ হয়, ঘটের বর্ণও তদ্রূপ হয়; অপক্বাবস্থায় ঘটের প্রকৃতি এই প্রকার হইয়া থাকে। তৎপরে ঘট যদি অগ্নিসংযোগে দগ্ধ কর, তবে উহার বর্ণ লাল হইবে। কারণ, অগ্নিদগ্ধ হওয়াতে ঐ ঘটের মূলকারণ পরমাণুর বর্ণ পরিবর্ত্তিত হয়। সেই রক্তবর্ণের পরমাণু হইতে দ্ব্যণুক-উৎপত্তি অনুসারে রক্তবর্ণ ঘট উৎপন্ন হয়। ঘট যদি পোয়ানের তীব্র অগ্নিতে দগ্ধ করা যায়, তাহা হইলে বহ্নির তাপে ঘট গলিত হয়, তৎকালে তাহার অবয়ব-সকলের আর দৃঢ়-সংযোগ থাকে না; পুঞ্জীভূত হইয়া পড়ে, তদনন্তর দ্ব্যণু-

কেরও ভঙ্গকাল উপস্থিত হয়, তখন দ্বাণুকাবয়বপরমাণু স্পন্দিত হয়, তৎফলে বিভাগ হইতে থাকে, ক্রমে সংযোগ-নাশ ও দ্ব্যণুকেরও নাশ ঘটে। পরমাণুতে বহ্নিসংযোগ বশতঃ পূর্ব্বতন শ্যামরূপ লোপ পায়, অত্যন্ত অগ্নির সংযোগে পরক্ষণেই লালবর্ণ ধারণ করে, আবার তৎপরেই পুনর্ব্বার পরমাণু স্পন্দিত হইয়া পূর্ব্বতন সংযুক্ত পরমাণুর দিকে নীত হয়, তৎকালে বিচ্ছিন্ন দশায় পরমাণু সে স্থলে একত্র ছিল, তৎস্থলের সঙ্গে বিভাগ ও সংযোগ বিনষ্ট হয়, অন্য পরমাণুর সঙ্গে যোগ হয়, তৎপরেই দ্ব্যণুকের উদ্ভব হয়, দ্বাণুকেরও বর্ণ লাল হয়। এই নিয়মে দ্ব্যণুক হইতে ত্রসরেণু, ত্রসরেণু হইতে মৃৎপিণ্ড, কপাল, ঘট সমস্তেরই উৎপত্তি হয় এবং রক্তবর্ণ ধারণ করে রসাদির পক্ষেও এই রীতি। ৬

একদ্রব্যত্বাৎ ॥ ৭

কেন না, উহারা এক দ্রব্যে বর্ত্তমান। এক দ্রব্য বলিতে নিরবয়ব দ্রব্য বোদ্ধব্য। এক দ্রব্যস্থিত পরিবর্ত্তনশীল গুণ আত্মসংযোগ ভিন্ন কোন প্রকারেই উৎপন্ন হয় না। সুতরাং পার্থিব পরমাণুতে যে অনিত্য গুণ বর্ত্তমান, তাহা পাকজনিত, ইহাই বুঝা গেল। অনেকে এরূপও বলিয়া থাকেন যে, যে বস্তু কার্য্যগুণের আশ্রয়, কারণগুণের আশ্রয়ও তাহা; অতএব কার্য্যগুণে ও কারণগুণে

সামানাধিকরণ্য বিদ্যমান। তবে কারণগুণ কার্য্যদ্রব্যে সামানাধিকরণ্যসম্বন্ধে আর কার্য্যগুণ কারণদ্রব্যে সমবায়-সম্বন্ধে অবস্থিত, এইমাত্র পার্থক্য। ৭

অণোর্ম্মহতশ্চোপলব্ধ্যনুপলব্ধী নিত্যে ব্যাখ্যাতে ॥ ৮

চতুর্থ অধ্যায়ে অণুপলব্ধি ও মহদুপলব্ধি নিত্য-প্রকরণে কথিত আছে। এখন সংখ্যালক্ষণপূর্ব্বক পরিমাণবিচার আরব্ধ হইল। ৮

কারণবহুত্বাচ্চ ॥ ৯

কারণগত অনেকত্বকেও পরিমাণের হেতু বলিয়া জানিবে। 'অনেকত্ব' শব্দের উচ্চারণে অন্য কারণের সত্তা উক্ত হইল। সেই কারণ মহৎপরিমাণেও শিথিল-সংযোগবিশিষ্ট। যদি অবয়বে মহৎপরিমাণ থাকে, তাহা হইলে তন্নির্ম্মিত অবয়বীতে তাহা অপেক্ষা মহৎ-পরিমাণের উৎপত্তি হয়। ইহার দৃষ্টান্ত এই যে যদি তুলা ইত্যাদি পেঁজা যায়, তাহা হইলে উহা পূর্ব্বতন পরিমাণ অপেক্ষা মহৎপরিমাণবিশিষ্ট হইয়া থাকে। অনেকত্ব হইতেই দ্ব্যণুক ও ত্রসরেণুর পরিমাণ জন্মে। একটা বড় ঘট যত পরমাণু হইতে প্রস্তুত, ক্ষুদ্র ঘটের

পরমাণু তাহা অপেক্ষা কম; এই যে সংখ্যার তারতম্য, ইহাই পরিমাণের তারতম্যের কারণ। ৯

অতো বিপরীতমণু॥ ১০

অণুর পরিমাণ মহৎপরিমাণের বিপরীত। মহৎ-পরিমাণ যে প্রকার হইবে, অণুর পরিমাণ তাহার বিপরীত হয়। অণুপরিমাণ প্রত্যক্ষ হয় না, কিন্তু মহৎপরিমাণ প্রত্যক্ষ দৃষ্ট হইয়া থাকে। বহুত্ব, প্রচয় ও মহৎপরিমাণই মহৎপরিমাণের হেতু আর দ্বিত্ব অণুপরিমাণের কারণ। যে অণুপরিমাণ পরমাণুতে বিদ্যমান, তাহা নিত্য। ১০

অণু মহদিতি তস্মিন্ বিশেষভাবাৎ
বিশেষাভাবাচ্চ॥ ১১

এক দ্রব্যে যে অণু ও মহৎ ব্যবহার হইয়া থাকে, উহা দ্রব্যবিশেষ অপেক্ষা অপকর্ষ এবং দ্রব্যবিশেষ অপেক্ষা উৎকর্ষমূলক। একটি বদরী বিল্ব অপেক্ষা ছোট, কিন্তু সর্ষপ অপেক্ষা বড়। এই জন্য বদরীকে কোন সময়ে ক্ষুদ্র, কোন সময়ে বা বড় বলিয়া গণনা করা যায়। আবার এই আম্রটি বদরীবৎ ছোট, এই মুক্তাটি বদরীবৎ বড়, এইরূপ ব্যবহার হইয়া থাকে। এরূপ স্থলে ক্ষুদ্রত্বকে অণুত্ব বলা যায় না। ১১

এককালত্বাৎ ॥ ১২

কারণ, এক সময়ে দুই প্রকারই ব্যবহার হইয়া থাকে। এক দ্রব্যে এক সময়েই ছোট ও বড় দুইরূপ ব্যবহারই হয় বলিয়া উহা প্রকৃত অণুত্ব নহে। ইতিপূর্ব্বে কথিত হইয়াছে যে, অণু মহৎপরিমাণের বিপরীত। বদরীতে যদি মহৎপরিমাণ বিদ্যমান রহিল, তাহা হইলে তাহাতে তাহার বিপরীত অণুপরিমাণ থাকে কেন? কাজেই ঐ অণুত্বকে প্রকৃত অণুত্ব বলা যায় না, উহা আপেক্ষিক ক্ষুদ্র। ১২

দৃষ্টান্তাচ্চ ॥ ১৩

দৃষ্টান্ত দ্বারাও অণুত্বের অপ্রকৃত বুঝিতে পারা যায়। বদরী প্রভৃতি দ্রব্য প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে; কোনটি বৃহৎ, কোনটি ক্ষুদ্র, এ প্রকার প্রত্যক্ষও হয়; কাজেই তাহাতে অপ্রত্যক্ষ অণুপরিমাণ থাকিতে পারে না। ১৩

অণুত্ব-মহত্বয়োরণুত্বমহত্বাভাবঃ কর্ম্মগুণৈ-
র্ব্যাখ্যাতঃ ॥ ১৪

কর্ম্ম ও গুণ দ্বারা অণুত্ব ও অণুত্বমহত্বাভাব ব্যাখ্যাত হইল। কর্ম্ম ও গুণ গুণকর্ম্মসম্পন্ন হইতে পারে না। অণুত্বমহত্বও গুণ; অতএব উহা অণুত্বমহত্বসম্পন্ন হয় না।

তবে যে অণুপরিমাণ, মহৎপরিমাণ প্রভৃতিরূপ ব্যবহার দেখা যায়, তাহা অণুত্বমহত্ত্ব অর্থেই বোদ্ধব্য। ১৪

কর্ম্মভিঃ কর্ম্মাণি গুণৈশ্চ গুণা ব্যাখ্যাতাঃ ॥ ১৫

কর্ম্ম কর্ম্ম দ্বারা আর গুণ গুণ দ্বারা ব্যাখ্যাত। কর্ম্ম কর্ম্মসম্পন্ন এবং গুণ গুণসংযুক্ত হইয়া থাকে। দ্রুত-ধাবন, এক শব্দ, দুই শব্দ প্রভৃতি ব্যবহার দ্বারা বুঝিতে পারা যায় যে, গমনাখ্য কর্ম্মে দ্রুতধাবনত্বরূপ স্পন্দন বিদ্যমান এবং শব্দে একত্ব দ্বিত্ব প্রভৃতি সংখ্যা আছে। শব্দকে অবশ্য গুণ বলিতেই হইবে। অতএব অণুত্ব ও মহত্ত্বই বা অণুত্বমহত্ত্বরূপ গুণের আশ্রয় হইবে না কি জন্য? এই প্রকার প্রশ্নের উত্তরই এই সূত্রে বিবৃত হইল।— কর্ম্মবিশিষ্টরূপে যে কর্ম্মের ব্যবহার হইয়া থাকে, সেই ব্যবহার যেরূপ অপ্রকৃতকর্ম্মসম্বন্ধমূলক, শব্দের সংখ্যাদি ব্যবহার যেরূপ অপ্রকৃতগুণসম্বন্ধমূলক, সেইরূপ অণুত্ব-মহত্ত্বের অণুত্বমহত্ত্বব্যবহারও অপ্রকৃতসম্বন্ধমূলক। ৫৫

অণুত্বমহত্ত্বাভ্যাং কর্ম্মগুণাশ্চ ব্যাখ্যাতাঃ ॥ ১৬

কর্ম্ম ও গুণ অণুত্ব-মহত্ত্ব দ্বারা ব্যাখ্যাত হইল। অণুত্ব-মহত্ত্বে যেরূপ অণুত্বমহত্ত্বের অভাব, সেই প্রকার অন্যগুণ ও কর্ম্মেও অণুত্বমহত্ত্বের অভাব। তথাপি যে দীর্ঘগমন,

মহান্ ইত্যাদি শব্দ ব্যবহৃত হয়, তাহাকে ঔপচারিক জানিবে। অধিকদূরগমনের নাম দীর্ঘগমন আর মহান্ শব্দে উচ্চশব্দ বুঝায়। গুণকর্ম্মে বস্তুতঃ পরিমাণ নাই। ১৬

এতেন দীর্ঘত্বহ্রস্বত্বে ব্যাখ্যাতে ॥ ১৭

দীর্ঘ ও হ্রস্বত্বও ইহা দ্বারা বিবৃত হইল। দীর্ঘত্বের ব্যাখ্যা মহত্ত্ব দ্বারা আর অণুত্ব দ্বারা হ্রস্বত্বের ব্যাখ্যা হইয়াছে। হ্রস্বত্বকে দীর্ঘত্বের বিরোধী পরিমাণ জানিবে। এক দ্রব্যই অন্য এক দ্রব্য হইতে দীর্ঘ হইতে পারে আর এক দ্রব্যই অন্য এক দ্রব্য হইতে হ্রস্ব হইতে পারে, এই দীর্ঘত্ব-হ্রস্বত্বকে আপেক্ষিক বুঝিতে হইবে। পরমাণুতে যে হ্রস্বত্ব বিদ্যমান, তাহাকে মুখ্য বলা যায়, অন্যত্র আপে-ক্ষিক বুঝিতে হইবে। ১৭

অনিত্যেঽনিত্যম্ ॥ ১৮

অনিত্য দ্রব্যে যে পরিমাণ বিদ্যমান, তাহাকেও অনিত্য জানিবে। পরমাণু ও পরমমহৎ এই দ্বিবিধ পদার্থে যে পরিমাণ বিদ্যমান, তাহা নিত্য; অন্য দ্রব্যে যে পরিমাণ বিদ্যমান, তাহা নিত্য নহে, অনিত্য জানিবে। ১৮

নিত্যে নিত্যম্ ॥ ১৯

নিত্য দ্রব্যে যে পরিমাণ বিদ্যমান, তাহা নিত্যই হয়।

যাহা অনিত্য পরিমাণ, তাহারও উৎপত্তি-হেতু ও বিনাশ-হেতু আছে। উৎপত্তি-হেতু অবয়বীতে সংখ্যাদি উক্ত হইয়াছে। আশ্রয়-বিনাশকেই বিনাশহেতু কহে। অনিত্য বস্তু ধ্বংস হইলে তৎপরিমাণও ধ্বংস হয়। যে বস্তু উৎপত্তি-বিনাশরহিত, তাহার পরিমাণও উৎপত্তি-বিনাশ-শূন্য ; কাজেই তৎপক্ষে আর কোন হেতু দৃষ্ট হয় না। ১৯

নিত্যং পরিমণ্ডলম্ ॥ ২০

পরমাণু-পরিমাণকে পরিমণ্ডল কহে ; উহা নিত্য। ২০

অবিদ্যা চ বিদ্যালিঙ্গম্ ॥ ২১

ভ্রমকে অবিদ্যা বলে আর যাহা প্রমার জ্ঞাপক, তাহার নাম বিদ্যা। অবিদ্যাই প্রমার জ্ঞাপক। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, বদরী প্রভৃতিতে যে অণুত্বাদি ব্যবহৃত হয়, তাহা অপ্রকৃত। এখন জিজ্ঞাসা করিতে পার যে, ঐ ব্যবহার অপ্রকৃত হইলে—পরিমাণ-ঘটিত ব্যবহারমাত্রেই অপ্রকৃত হওয়া উচিত ; এটি প্রকৃত, এটি অপ্রকৃত, এরূপ প্রভেদের প্রয়োজন কি? যে দ্রব্যের ভ্রম স্বীকার করিতে হয়, তাহার কোথাও না কোথাও অস্তিত্ব বিদ্যমান আছেই ; একেবারে অসৎদ্রব্য কদাচ ভ্রম-বিষয় হয় না ; কাজেই পরিমাণের অস্তিত্ব, অণুত্ব প্রভৃতির অস্তিত্ব স্বীকার করিতেই হইবে ; সেই অণুত্বাদির অস্তিত্ব যেখানে স্বীকার করিবে, তথায়ই প্রকৃত ব্যবহার ;

কেবল অস্তিত্ব-স্বীকারের অগ্রে দেখিতে হইবে, এ অস্তি-ত্বের কোন বাধক বিদ্যমান আছে কি না? যদি বাধক থাকে, তবে সে অস্তিত্ব কিছু নহে, অন্যত্র অনুসন্ধান করিতে হইবে। যদি প্রশ্ন কর যে, আকাশ-কুসুমেরও ভ্রান্তি জন্মে, বাস্তবিক ত আকাশকুসুম কুত্রাপি নাই? ইহার উত্তর এই যে, আকাশ কি নাই, কুসুম কি নাই, আকাশের সহিত কাহারও সম্পর্ক নাই যে, এত গণ্ডগোল বাধাইতেছ? এ সমস্তই বিদ্যমান। তবে আকাশের সঙ্গে সেই কুসুমের তাদৃশ সম্বন্ধ নাই। যাহা প্রত্যেকটি সত্য, তাহা একত্রভাবে অসত্য হইতেছে। যদি পরিমাণ সত্য স্বীকার কর, কোথাও যদি তাহার সম্বন্ধও স্বীকার কর, তাহা হইলেই আমার উত্তরদান সমাপ্ত হইল অর্থাৎ অণু ও মহৎ দ্রব্যের অস্তিত্ব রহিল। ২১

বিভবান্মহানাকাশস্তথা চাত্মা ॥ ২২

সর্ব্বমূর্ত্তসংযোগকে বিভব বলে। সেই বিভব আছে বলিয়াই আকাশ ও আত্মা মহান্। মহান্ শব্দে পরমহান্ই বুঝিতে হইবে। জগৎসংসারে যত ক্ষুদ্র আছে, তাহার সহিত পরমহান্ ব্যতীত আর কিছু মিলিত হইতে পারে না। যে যত মহান্, সে তত ক্ষুদ্রের সঙ্গে মিলিত। মনে কর, আকাশ ও আত্মা; এই আত্মা জীব ও ঈশ্বর; ইঁহারা পরমহান্। সর্ব্বত্র শব্দ-উৎপত্তি দ্বারা আকাশের

পরমমহত্ত্ব প্রকাশ পায় আর জন্মান্তর ও সুখাদিপ্রত্যক্ষ দ্বারা আত্মার পরমমহত্ত্ব নির্ণীত হয়। যদি আত্মাকে অনিত্য বল, তাহা হইলে স্বর্গ-মোক্ষ হওয়া সম্ভব হয় না, দেহান্তেই সব শেষ হইয়া যায়। যদি নিত্য বল, তাহা হইলে হয় পরমাণু বলিতে হয়, নতুবা পরমমহান্ বলা কর্ত্তব্য। যদি পরমাণু বল, তাহা হইলে আত্মবৃত্তি সুখ অপ্রত্যক্ষ হয়। কারণ, অণুর গুণ অপ্রত্যক্ষ, ইহা পূর্ব্বেই বলা গিয়াছে। যদি আকাশকে কেবল মহৎ বল, তাহা হইলে আকাশ অনিত্য হইয়া পড়ে; অনিত্যের উৎপত্তিও আছে, বিনাশও আছে; যে স্থলে প্রত্যক্ষের অভাব, তথায় কাল্পনিক অনন্ত উৎপত্তি-বিনাশ অস্বীকার পূর্ব্বক নিত্য পরমমহৎ বলায় লাঘব বিদ্যমান। ২২

তদভাবাদণু মনঃ ॥ ২৩

উহার অভাবহেতু মন অণু। সর্ব্বক্ষুদ্রসংযোগের অভাব নিবন্ধন মন পরমমহান্ হইতে পারে না বটে. কিন্তু উহা অণু। যদি তাহা না হইত, তাহা হইলে এককালে অনেক ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে মনঃসংযোগ থাকিলে এককালে অনেক ইন্দ্রিয়জনিত প্রত্যক্ষ ঘটিত; অন্যমনস্ক অবস্থায় নেত্রসম্মুখস্থ ব্যক্তিও অপ্রত্যক্ষ, তাহা ঘটিতে পারিত না। অন্যত্র মনের সংযোগ হইলেই তাহাকে অন্যমনস্ক অবস্থা বলা যায়। যদি মন পরমমহান্ হইত, তাহা হইলে

এককালে সর্ব্বস্থলেই সংযোগ থাকিত, কাজেই অন্যমনস্ক অবস্থা ঘটিত না। ২৩

গুণৈর্দ্দিগ্‌ব্যাখ্যাতা ॥ ২৪

গুণ দ্বারা দিক্ ব্যাখ্যাত হইল। পরত্ব অপরত্বকেই গুণ বলে। উক্ত দ্বারাই দিকের পরমমহৎপরিমাণ সিদ্ধ হইয়াছে। যদি পরমমহৎপরিমাণ না থাকিত, তাহা হইলে এককালে সমস্ত দেশের লোক দূরত্ব-সমীপত্ব ব্যবহার করিতে সমর্থ হইত না। দিকে অধিক সংযোগ ও স্বল্পসংযোগ দ্বারাই দূরত্ব-নিকটত্ব ব্যবস্থত হইয়া থাকে। অতএব দিকের পরিমাণও পরমমহত্ত্ব বুঝিতে হইবে। ২৪

কারণে কালঃ ॥ ২৫

ইতি সপ্তমাধ্যায়ে প্রথমাহ্নিকম্ ॥

কাল কারণসংসর্গী অর্থাৎ পরমমহৎপরিমাণবিশিষ্টরূপে বিবৃত হইয়াছে। বলা হইয়াছে যে, কাল কালিক জ্যেষ্ঠত্ব-কনিষ্ঠত্বের অসমবায়ী কারণ। এই কথাতেই কালের পরমমহত্ত্ব নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। যদি পরমমহত্ত্ব না থাকে, তাহা হইলে একই কালে সমস্ত দেশের লোক বড় ছোট প্রভৃতি ব্যবহার কি প্রকারে করে? ২৫

সপ্তমাধ্যায়ে প্রথম আহ্নিক সমাপ্ত।

দ্বিতীয়াহ্নিকম্।

* ——*——
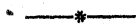
রূপরসগন্ধস্পর্শব্যতিরেকাদর্থান্তর-

মেকত্বম্ ॥ ১

রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ এই সমস্ত হইতে অতিরিক্ত, এই জন্য একত্ব পদার্থান্তর বলিয়া বোদ্ধব্য। যে বস্তুতে রূপাদির অবিদ্যমানতা, তিনিও 'এক ঈশ্বর প্রভৃতি-প্রকারে ব্যবহৃত হইয়া থাকেন। যদি রূপজ্ঞান না থাকে, তাহা হইলে 'এক ঘট' প্রভৃতি জ্ঞান হইয়া থাকে। "রূপবান্ ঘট' এ প্রকার বোধ করিতে হইলে অগ্রে রূপ-জ্ঞান প্রয়োজনীয়। যে হেতুতে রূপ একত্ব হইতে পারে না, রসাদিরও একত্ব হওয়া সেই হেতুতে অসম্ভব। বিশেষ-জ্ঞান না হইলে বিশিষ্টবুদ্ধি জন্মে না, এই যুক্তির বলে একত্বকে অন্য কোন গুণ, কর্ম্ম, দ্রব্যত্ব অথবা সত্তাস্বরূপও বলা যাইতে পারে না। ১

তথা পৃথক্ত্বম্ ॥ ২

পৃথক্ত্বও সেই প্রকার। পট হইতে ঘট পৃথক্, এই প্রকার জ্ঞান, ইহার ঘট, পট, পার্থক্য ও অবধিত্ব। জ্ঞানের বিষয় যে পার্থক্য, তাহা রূপাদিস্বরূপ নহে।

কারণ, রূপাদি জ্ঞান যদি না থাকে, তাহা হইলেও পট হইতে ঘট পৃথক্, এ প্রকার জ্ঞান হইয়া থাকে। পার্থক্য ও অন্যোন্যাভাবও এক পদার্থ নহে। কারণ, 'ঘট পট নহে' এই প্রকার জ্ঞানে 'হইতে' অংশ বিষয় হয় না, এই যে দুই জ্ঞানের পার্থক্য, ইহাই বৈলক্ষণ্যের সাধক। যদি বিরুদ্ধ ধর্ম্মকে পার্থক্য বলা যায়, তাহা হইলে কাঁচা-ঘট বহ্নিপক্ক হইয়া রক্তবর্ণ হইলে তাহাতেও এই ঘট এই ঘট হইতে ভিন্ন, এই প্রকার ব্যবহার হইতে পারে। রক্তবর্ণ কাঁচাঘটের বৈধর্ম্ম্য কি না? অন্য যুক্তি একত্ব-সম্বন্ধে যেরূপ, পৃথক্ত্ব-সম্বন্ধেও সেই প্রকার; কাজেই পৃথক্ত্ব পদার্থান্তর বলিতে হইবে। ২

একত্বৈকপৃথক্ত্বয়োরেকত্বৈকত্বপৃথক্ত্বা-
ভাবোঽণুত্বমহত্ত্বাভ্যাং ব্যাখ্যাতঃ ॥ ৩

একত্ব ও একপৃথক্ত্ব যে একত্ব ও একপৃথক্ত্বে নাই, অণুত্ব-মহত্ত্ব দ্বারাই তাহা কীর্ত্তিত হইয়াছে। অণুত্ব মহত্ত্ব যেরূপ অণুত্ব-মহত্ত্বে থাকে না, একত্বাদিও সেইরূপ একত্বা-দিতে থাকে না অর্থাৎ যুক্তি এই যে, গুণ গুণে থাকে না। ৩

নিঃসংখ্যত্বাৎ কর্ম্মগুণানাং সর্ব্বৈকত্বং ন
বিদ্যতে ॥ ৪

কর্ম্ম ও গুণ সংখ্যাবিরহিত, এই জন্য সমস্ত বস্তুতে

একত্ব নাই। একত্ব কেবলমাত্র বস্তুতে সমবায়সম্বন্ধে বিদ্যমান; অন্যত্র নাই। কারণ, গুণাদি গুণবিরহিত। ৪

ভ্রান্তং তৎ ॥ ৫

একত্ব ভ্রমকল্পিত পদার্থ। অন্যত্র যদি একত্বব্যবহার থাকে, সে ব্যবহার প্রামাণ্য না হয়, তবে সে বস্তুতে একত্ব-ব্যবহারও প্রামাণ্য হয় না; অতএব একত্বই অলীক বস্তু। ৫

একত্বাভাবাদ্ভক্তিস্তু ন বিদ্যতে ॥ ৬

যদি একত্ব না থাকে, তবে লক্ষণামূলক ব্যবহারও অসম্ভব হয়। পদার্থ একেবারে অসৎ হয়, এ কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। যদি একেবারে অসৎ হয়, তাহা হইলে উহা ভ্রান্তির বিষয়ীভূত হয় না। ভ্রমকল্পিত বস্তু কোন স্থানে না কোন স্থানে থাকেই। ৬

কার্য্যকারণয়োরেকত্বৈকপৃথক্ত্বাভাবা-
দেকত্বৈকপৃথক্ত্বং ন বিদ্যতে ॥ ৭

অভেদ এবং একজাতীয়মাত্র অর্থাৎ কেবলমাত্র সমানাধিকরণবৈধর্ম্ম্য কার্য্য ও কারণ না থাকা হেতু একত্ব ও একপৃথক্ত্ব নাই। কার্য্য ও কারণে যে একত্ব আছে, তাহার দৃষ্টান্ত এই—যেমন কাঞ্চনপিণ্ডে ও কুণ্ডলে এবং

তন্তু ও পটে পার্থক্য নাই, সেইরূপ অর্থাৎ কার্য্য ও কারণে একত্ব বিদ্যমান। যখন একত্ব আছে, তখন একপৃথক্ত্বও আছে। এই যে মত বলা হইল, সাংখ্যেরা এইরূপ বলিয়া থাকেন। এই মত কণাদ কর্ত্তৃক খণ্ডিত হইতেছে। যে দ্রব্য এক এবং অন্য দ্রব্য হইতে একপৃথক্ত্ব-সম্পন্ন, আকৃতিতে, ফলে ও প্রমাণে সে দ্রব্য অভিন্ন হওয়া আবশ্যক আর তাহাতে অন্য দ্রব্য হইতে বৈধর্ম্ম্য অথবা যে বৈলক্ষণ্য থাকে, তাহাও অভিন্ন হইবে। বিবেচনা কর, একটি ঘট, তাহাতে একত্ব বিদ্যমান, ঐ ঘটের আকৃতি (স্বরূপ), (জলাহরণাদি) ফল ও তদীয় প্রমাণ এক; কাজেই উহাতে একত্ব স্বীকার করিতেই হয়; অন্য দ্রব্য হইতে যে যে বৈধর্ম্ম্য ঘটত্ব-তদ্‌ব্যক্তিত্বাদি আছে, তৎসমস্তই পরস্পর সমানাধিকরণ; কার্য্য ও কারণে কিন্তু তাহা অবিদ্যমান। কাঞ্চন ও কুণ্ডল অভিন্ন নহে, তন্তু ও পট অভিন্ন নহে; কাঞ্চনপিণ্ডের আকৃতি ও কুণ্ডলের আকৃতি এক নহে; কাঞ্চনপিণ্ড শ্রুতিমূলে পরিহিত হইতে পারে না, সৌন্দর্য্যসাধনের কারণও হয় না; কুণ্ডল শ্রুতিমূলে পরিহিত হইতে পারে আর সৌন্দর্য্যেরও সাধন হয়। কেবলমাত্র কাঞ্চনপিণ্ড নেত্রসমীপস্থ হইয়া প্রত্যক্ষদৃষ্ট হইলেও তাহা দ্বারা কুণ্ডল প্রত্যক্ষদৃষ্ট হয় না। সুতরাং কাঞ্চনপিণ্ড ও কুণ্ডল অভিন্ন নহে। এই যুক্তি তন্তু ও পট সম্বন্ধেও খাটে। কাঞ্চনপিণ্ডে অন্য

দ্রব্য হইতে যে বৈধর্ম্ম্য বিদ্যমান, কুণ্ডলে তৎসমানাধিকরণ বৈধর্ম্ম্য নাই। কুণ্ডলের কুণ্ডলত্ব কাঞ্চনপিণ্ডত্বের সমানাধিকরণ নহে। তন্তুতে তন্তুত্ব ও পটে যে পটত্ব বিদ্যমান, তাহাও পরস্পর সমানাধিকরণ নহে। তাহা হইলেই দেখা গেল যে, কার্য্য ও কারণে আকারাদিতে প্রভেদ নাই এবং বিভিন্নরূপ বৈধর্ম্ম্য বিদ্যমান। এই বৈধর্ম্ম্যদর্শনে নির্দ্দিষ্ট হয় যে, কুণ্ডল কাঞ্চনপিণ্ড হইতে আর পট তন্তু হইতে ভিন্ন। ৭

এতদনিত্যয়োর্ব্যাখ্যাতম্ ॥ ৮

এই দুইয়ের অনিত্য ব্যাখ্যাত হইল। রূপাদি যেমন অনিত্য সংখ্যা সেইরূপ অনিত্য। পৃথক্ত্বও অনিত্য, ইহা সূচিত হইয়াছে। কিন্তু এই সংখ্যা ও পৃথক্ত্বকেই একত্ব একপৃথক্ত্ব বুঝিবে। দ্বিত্ব প্রভৃতি সংখ্যার ও দ্বি-পৃথক্ত্বাদির প্রতি দ্বিত্বাদির আশ্রয়পদার্থে স্থিত প্রত্যেক একত্ব-সংখ্যাই কারণ। ৮

অন্যতরকর্ম্মজ-উভয়কর্ম্মজ-সংযোগজশ্চ
সংযোগঃ ॥ ৯

সংযোগ তিন প্রকার;—অন্যতরকর্ম্মজনিত, উভয়কর্ম্মজনিত ও সংযোগজনিত। সংযোগ শব্দে কি বুঝায়, দৃষ্টান্তপ্রদর্শন দ্বারা তাহারই ব্যাখ্যা হইতেছে।

মনে কর, একটি পাখী কোন স্থান হইতে উড়িয়া আসিয়া একটি বৃক্ষে উপবিষ্ট হইল। ইহাতে বুঝা গেল যে, বৃক্ষের সহিত পাখীর সংযোগ হইল। এই উভয়ে দুইটি পদার্থ;—এক পাখী, দ্বিতীয় বৃক্ষ। ইহারা পরস্পর সংযুক্ত। ইহাদের উভয়ের মধ্যে একের কর্ম্মের দ্বারা সংযোগ ঘটিয়াছে, অর্থাৎ পাখী যখন উড়িয়া আসিয়া বসিয়াছে, তখন পাখীর কর্ম্মেই ঐ সংযোগ ঘটিয়াছে; সুতরাং ঐ সংযোগ পাখীর কর্ম্মজনিত। আর মনে কর, দুইটি মহিষ পরস্পর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। পরস্পর অগ্রসর হইয়া পরস্পরকে অভিঘাত অর্থাৎ প্রহার করিতে লাগিল। এখানে যে পরস্পরের সংযোগ হইল, উহাকে অভিঘাতসংযোগ বলা যায়; ইহা উভয়ের কর্ম্মজনিত সংযোগ। আর বৃক্ষসংযুক্ত তন্তুতে যে বস্ত্রের উৎপত্তি হয়, তাহাতে যে বৃক্ষের সঙ্গে বস্ত্রের সংযোগ, তাহাকে সংযোগজনিত সংযোগ বলা যায়। ৯

এতেন বিভাগো ব্যাখ্যাতঃ ॥ ১০

ইহা দ্বারা বিভাগ কীর্ত্তিত হইল। বিভাগও তিন প্রকার;—অন্যতরকর্ম্মজনিত, উভয়কর্ম্মজনিত এবং বিভাগজনিত। মনে কর, বৃক্ষ হইতে পাখী উড়িয়া গেল। এই যে বৃক্ষের সঙ্গে পাখীর বিশ্লেষণ, ইহাকেই বিভাগ বলা যায়। পাখীর কর্ম্ম দ্বারাই এই বিভাগ

জন্মিয়াছে। দুইটি মহিষ একবার পরস্পর ...াতপ্রাপ্ত হইয়া কিয়ৎক্ষণের জন্য পশ্চাতে হ... গেল। এই যে উভয়ের অপসরণ, উভয়ের বিভা... ...ই উহা ঘটিল। ইহাকে বিভাগজনিত বিভাগ বলা ...। এই বিভাগজনিত বিভাগ দ্বিবিধ;—কারণমাত্রবি... জনিত ও কারণাকারণবিভাগজনিত। কাপড়ের ...গুলি-খুলিয়া ফেলিলে কাপড়ের কারণ সূতাগু... যে বিভাগ, তাহাকে কারণমাত্র বিভাগ বলে এই বিভাগকে সূতার সঙ্গে অবিভক্তাবস্থায় সংযু... ...লের বিভাগ-সম্পাদক বলা যায়। কাজেই কারণমা... ...ভা-গকে একরূপ বিভাগের কারণ বলিতে হইবে। একটি গাছে হাত দিয়াছিলে,হাতটি সরাইয়া লইলে; এই যে গাছে আর হাতে বিভাগ হইল, উহা দেহ ও গাছের বিভাগের কারণ। হাত গাছ হইতে বিশ্লিষ্ট হইলেই দেহ বিশ্লিষ্ট হইল স্থির করিতে হইবে। হস্তবৃক্ষবিভাগই এই বৃক্ষ-দেহবিভাগের হেতু। হাত অবয়ব, দেহ অবয়বী। অবয়ব অবয়বীর হেতু। গাছ দেহের কারণ নহে; কাজেই হস্তবিভাগকে কারণাকারণবিভাগ বলিতে হইবে। সংশ্লেষকে সংযোগ বলে আর বিশ্লেষকে বিভাগ বলা যায়। বিশ্লেষ যে সংযোগের অভাব, তাহা বলা যায় না। তাহা বলিলে রূপ ও ঘট পরস্পর বিভক্ত, এ প্রকার প্রত্যয় জন্মিতে পারিত; কারণ, রূপ ও ঘটের

ত পরস্পর সংযোগ নাই। যে বস্তুদ্বয়ের সংযোগ হয়, তাহাদের দুইয়ের মধ্যে একের বিযুক্ত অবস্থা থাকে; ঘটে রূপ সংযুক্ত থাকে না; উহা সমবেত; ঘটে যে রূপ সমবায়সম্বন্ধে বিদ্যমান, ইহা স্বীকার করিতে হয়। ইহার কারণও ঐ রূপ। ঘটের বর্ণে ও ঘটে বিভক্ত প্রত্যয় জন্মে না, কাজেই সংযোগাভাব ও বিভাগ এক হইতে পারে না। প্রশ্ন করিতে পার যে, সংযোগবিনাশকেই বিভাগ বলা যাউক। তাহার উত্তর এই যে, সে কথা বলিলে সংযোগ বিদ্যমানেও বিভাগসম্পন্ন অথবা বিভক্ত এই প্রকার প্রত্যয় হউক; কারণ, তৎপূর্ব্ববর্ত্তী কোন না কোন সংযোগের নাশ ত তাহাতে আছে। যদি বল যে, সমস্ত সংযোগনাশই বিভাগ, তাহা হইলে বিভাগসময়েও বিভাগবোধ না হউক; সমস্ত সংযোগের ভিতরে ত ভবিষ্যৎ সংযোগ থাকিতে পারে। আর যদি এ কথা বল যে, অতীত সমস্ত সংযোগনাশই বিভাগ; এ কথা বলিলেও বিদ্যমান সংযোগসময়ে বিভাগবোধ অনিবার্য্য, অতীত সমস্ত সংযোগনাশ ত আছেই। এই প্রকার আলোচনা ও তর্ক দ্বারা নির্দ্দিষ্ট হয় যে, সংযোগ ও বিভাগ দুইটি ভিন্ন ভিন্ন গুণ। ১০

সংযোগবিভাগয়োঃ সংযোগবিভাগাভাবো-
ঽণুত্বমহত্ত্বাভ্যাং ব্যাখ্যাতঃ ॥ ১১

সংযোগ-বিভাগে যে সংযোগবিভাগের অবিদ্যমানতা,

অণুত্ব-মহত্ত্ব দ্বারা তাহার ব্যাখ্যা হইয়াছে। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, গুণ গুণে সমবায়সম্বন্ধে থাকিতে পারে না। তবে যে 'সংযোগযুক্ত', 'বিভাগযুক্ত' প্রভৃতি ব্যবহার দৃষ্ট হয়, উহা সংযোগের অথবা বিভাগের সংযোগমূলক নহে। উহা সংযোগের কিংবা বিভাগের অন্য সম্বন্ধমূলক। সেই সম্বন্ধকে সমবায়সম্বন্ধ কহে। ১১

কর্ম্মভিঃ কর্ম্মাণি গুণৈর্গুণা অণুত্বমহত্ত্বাভ্যামিতি ॥ ১২

"কর্ম্মভিঃ কর্ম্মাণি" প্রভৃতি দুইটি সূত্রে এ বিষয় বিশদরূপে বিবৃত হইয়াছে। ১২

যুতসিদ্ধ্যভাবাৎ কার্য্যকারণয়োঃ সংযোগ-
বিভাগৌ ন বিদ্যেতে ॥ ১৩

কার্য্য ও কারণ এই উভয়ের পরস্পর সংযোগ-বিভাগ নাই, তাহার হেতু যুতসিদ্ধির অভাব। মিশ্রিতের সিদ্ধিকেই যুতসিদ্ধ বলে। যে দুইটি দ্রব্য একত্র মিশ্রিত হয়, তাহার একটা অমিশ্র অবস্থায় থাকে। তন্তুর সঙ্গে কাপড়ের অথবা কপালের সঙ্গে ঘটের মিশ্রিতভাবে সিদ্ধি অর্থাৎ যথার্থ পক্ষে মিশ্রিত অবস্থা থাকিলে, তন্তুর ও কাপড়ের এবং কপালের ও ঘটের একটা অমিশ্র অবস্থা থাকিত, সেই অবস্থায় আমরা তন্তু যে কাপড়ের অবয়ব

* সপ্তম অধ্যায়ের ১ম আহ্নিকের ১৫শ ও ১৬শ সূত্র দ্রষ্টব্য।

আর কপাল যে ঘটের অবয়ব, তাহা না লইয়া ঘট ও কাপড়কে ভিন্নভাবে গ্রহণ করিতে পারিতাম; কিন্তু সেরূপ ত হয় না। কেবলমাত্র তন্তু ও কেবলমাত্র ঘট অমিশ্র অবস্থায় থাকিলেও কপাল ও ঘট এ উভয়ের অমিশ্র অবস্থায় তন্তু ও কাপড় এ দুইয়ের অমিশ্র অবস্থা নাই। ফলিতার্থ এই যে, ভিন্ন ভিন্নভাবে অবস্থিতিকেই অমিশ্র অবস্থা বলে। ইহা নাই বলিয়াই অর্থাৎ এই অমিশ্র অবস্থা নাই, এই হেতু কার্য্যের সঙ্গে কারণের সংযোগবিভাগের অভাব। ১৩

গুণত্বাৎ ॥ ১৪

সংযোগে গুণত্ব বিদ্যমান। সুতরাং অর্থে শব্দের সংযোগ কি প্রকারে থাকে? পূর্ব্বে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে যে, সংযোগ গুণ। এ সম্বন্ধে আপত্তি হইতে পারে যে, শব্দে ও অর্থে সম্বন্ধ বিদ্যমান। যদি সম্বন্ধ না থাকিত, তাহা হইলে অর্থবোধ হইত কিরূপে? এ সম্বন্ধকে সমবায় বলা যায় না। কারণ, আকাশের সঙ্গে শব্দের সমবায় বিদ্যমান, অন্য কিছুর সঙ্গে নাই। অনিত্য শব্দ অন্যত্র সমবায়সম্বন্ধে যদি থাকিত, তাহা হইলে সে সকলই শব্দের সমবায়িকারণ হইত, ইত্যাদিরূপ বিবিধ দোষ ঘটে। অন্য সম্বন্ধও ত দৃষ্ট হয় না; একমাত্র সংযোগসম্বন্ধ আছে বটে, কিন্তু তাহারও শব্দে থাকা অসম্ভব; কেন

না, তাহা গুণ; সংযোগও গুণ, শব্দও গুণ; গুণে গুণ থাকিতে পারে না। ১৪

গুণোঽপি বিভাব্যতে॥ ১৫

গুণ বিষয়ও হয়। গুণবোধক শব্দও আছে। অতএব শব্দ যদি দ্রব্য হইত, তথাপি অর্থের সঙ্গে তাহার সংযোগ স্বীকার্য্য হইত না। কারণ, গুণবোধক শব্দের অর্থ যে গুণ অর্থাৎ রূপ শব্দের অর্থ রূপ, গুণ শব্দের অর্থ গুণ, ইহার সঙ্গে সংযোগ অসম্ভব। ১৫

নিষ্ক্রিয়ত্বাৎ॥ ১৬

নিষ্ক্রিয়ত্ব বলিয়া সংযোগ শব্দার্থের সম্বন্ধ হইতে পারে না। শব্দকে নিষ্ক্রিয় বলিতে হইবে, কারণ, শব্দ দ্রব্য নহে। আকাশাদিও নিষ্ক্রিয়। দুইয়ে নিষ্ক্রিয় হইলে আর দুইয়ের অবয়ব না থাকিলে কোন প্রকারেই পরস্পর সংযোগ ঘটিতে পারে না। কর্ম্মকেই ক্রিয়া বলে। অন্যতর কর্ম্ম, উভয় কর্ম্ম ও সংযোগ (অবয়বসংযোগ) ভিন্ন সংযোগের উৎপত্তি হয় না; কাজেই সংযোগ গুণ না হইলে আকাশাদি শব্দের অর্থসম্বন্ধ হইতে পারিত না। ১৬

অসতি নাস্তীতি চ প্রয়োগাৎ॥ ১৭

যখন অবিদ্যমান দ্রব্যেও 'নাস্তি' এই প্রকার প্রয়োগ

হইয়া থাকে, তখন শব্দের ও অর্থের পরস্পর সম্বন্ধ থাকে কি প্রকারে? পরস্পর সম্বন্ধবিশিষ্ট দুইটি দ্রব্য এক সময়ে থাকে, ইহাই রীতি। বিভিন্নসাময়িক দ্রব্য সম্বন্ধ-বিশিষ্ট হইতে পারে না। অধুনা বর্ত্তমানে যে ঘটপটাদি নাই, তাহাও "নাই" "হইবে" প্রভৃতি শব্দের প্রতিপাদ্য হইয়া থাকে। কাজেই এই অতীত ভবিষ্যৎ দ্রব্যের সঙ্গে শব্দের ত কোন সম্বন্ধ থাকা সম্ভব নহে। ১৭

শব্দার্থাবসম্বন্ধৌ ॥ ১৮

কাজেই শব্দ ও অর্থ সম্বন্ধবিরহিত। সুতরাং এই নির্দ্দিষ্ট হইল যে, শব্দ ও অর্থের পরস্পর সম্বন্ধ থাকিতে পারে না। ১৮

সংযোগিনো দণ্ডাৎ সমবায়িনো বিশেষাচ্চ ॥ ১৯

সংযোগী দণ্ড সমবায়ী হইতে পার্থক্য নিবন্ধনও শব্দার্থের সংযোগ সমবায় উভয় সম্বন্ধই থাকিতে পারে না। ১৯

সাময়িকঃ শব্দাদর্থপ্রত্যয়ঃ ॥২০

শব্দার্থপ্রত্যয় সাময়িক অর্থাৎ ঈশ্বরের সঙ্কেতের অধীন। সঙ্কেত শব্দে ইচ্ছা বুঝায়। এই পদ এই অর্থবোধক হউক, এইরূপ ঈশ্বরেচ্ছাকেই সঙ্কেত বলা যায়। এই ঈশ্বরেচ্ছাই শব্দার্থের সম্বন্ধ। ২০

একদিক্‌কালাভ্যামেককালাভ্যাং সন্নিকৃষ্টবিপ্রকৃষ্টাভ্যাং পরমপরঞ্চ॥ ২১

যে সন্নিকৃষ্ট ও বিপ্রকৃষ্ট বস্তুদ্বয় একদিগ্‌বৃত্তি ও এককালবৃত্তি, তাহাতে অপরত্ব ও পরত্ব জন্মে। একদিক্‌সংস্থিত বস্তুদ্বয়ের মধ্যে যে বস্তুতে যাহা অপেক্ষা নূতন সংযোগ বিদ্যমান, তাহা তদপেক্ষা অপর, আর যাহাতে অধিক সংযোগ বিদ্যমান, তাহাকে পর কহে। ইহার একটি দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইতেছে।—বিবেচনা কর, ঢাকা হইতে অযোধ্যা যত দূর, তাহা অপেক্ষা বৈদ্যনাথ অপর (নিকট), বৈদ্যনাথ অপেক্ষা অযোধ্যা পর (দূর)। এ স্থলে ঢাকা হইতে মৃত্তিকার সংযোগ ধর সূর্য্যরশ্মির সংযোগ ধর; বৈদ্যনাথে এই সংযোগের পরম্পরায় সংযোগসংখ্যা যত হইবে, অযোধ্যা তাহা অপেক্ষা অধিক। যদি সূর্য্যকিরণ-স্পন্দন কম হয়, তাহা হইলে সাময়িক সন্নিকৃষ্ট হয়; যদি সূর্য্যকিরণস্পন্দন বেশী হয়, তাহা হইলে সাময়িক বিপ্রকৃষ্ট হইয়া থাকে। এককালবৃত্তি বস্তুদ্বয়ের মধ্যে যে যত কম সূর্য্যকিরণস্পন্দন প্রাপ্ত হইয়াছে, সে তত অপর অথবা ছোট। যে বেশী সূর্য্যকিরণস্পন্দন প্রাপ্ত হয়, তাহাকে পর অথবা বড় বলা যায়। পরত্ব-অপরত্ব এই প্রকারেই ঘটে। ২১

কারণপরত্বাৎ কারণাপরত্বাচ্চ॥ ২২

পরত্ব ও অপরত্ব উভয়ই কারণে বিদ্যমান; এই জন্য

পর ও অপর ব্যবহার তাহাতেই হইয়া থাকে। পরত্ব ও অপরত্ব এই উভয়ের যাহা সমবায়িকারণ, তাহাতেই পরত্ব-অপরত্বের ব্যবহার হয়, অন্যত্র হয় না। ২২

পরত্বাপরত্বয়োঃ পরত্বাপরত্বাভাবো-
ঽণুত্বমহত্ত্বাভ্যাং ব্যাখ্যাতঃ ॥২৩

অণুত্ব-মহত্ত্ব দ্বারাই ব্যাখ্যাত হইয়াছে যে, পরত্ব-অপরত্বে পরত্ব-অপরত্ব নাই। অর্থাৎ গুণে গুণ থাকিতে পারে না, কাজেই পরত্বাদিতে পরত্বাদি নাই। ২৩

কর্ম্মভিঃ কর্ম্মাণি ॥ ২৪

গুণৈর্গুণাঃ ॥ ২৫

কর্ম্ম দ্বারা কর্ম্ম এবং গুণ দ্বারা গুণ ব্যাখ্যাত হইয়াছে অর্থাৎ এই দুইটি সূত্রের অর্থ ও মর্ম্ম পূর্ব্বে বিবৃত হইয়াছে। ২৪-২৫

ইহেদমিতি যতঃ কার্য্যকারণয়োঃ স সমবায়ঃ ॥২৬

কার্য্য-কারণের মধ্যে এ স্থলে ইহা বিদ্যমান, এই প্রকার প্রত্যয় যাহা হইতে জন্মে, তাহাকে সমবায় কহে। কপাল ঘটযুক্ত, দ্রব্য গুণযুক্ত ইত্যাদিরূপ জ্ঞান যে সম্বন্ধ হেতু হয়, সেই সম্বন্ধকেই সমবায় কহে। পূর্ব্বকথিত হেতুতে কপালে ঘট ও দ্রব্যে গুণ সংযোগসম্বন্ধে অবস্থিতি করিতে পারে না, অপর কোন কল্পিত সম্বন্ধও এই জ্ঞানের

সম্পাদক নহে; কাজেই বিশিষ্ট-জ্ঞানসম্পাদনার্থ যে সম্বন্ধ কল্পিত হইবে, তাহাকেই সমবায় কহে। বিশিষ্টজ্ঞান-মাত্রই সম্বন্ধবিষয়ক; যেমন দণ্ডযুক্ত পটলবাবু, এই প্রকার জ্ঞান। এ স্থলে দণ্ডের সংযোগসম্বন্ধ ঐ বিশিষ্ট-জ্ঞানের বিষয়। ২৬

দ্রব্যত্বগুণত্বপ্রতিষেধো ভাবেন ব্যাখ্যাতঃ ॥ ২৭

সমবায়ের যে দ্রব্যত্ব ও গুণত্ব, তাহার প্রতিষেধ সত্তা দ্বারা ব্যাখ্যাত হইয়াছে। সত্তা দ্রব্য ও গুণস্বরূপ নয়, ইহা যুক্তি দ্বারা প্রতিপন্ন হইয়াছে; সমবায়ও যে দ্রব্যাদিগুণ-স্বরূপ নয়, তাহাও সেই যুক্তি দ্বারা স্থিরীকৃত হইয়াছে। জ্ঞানের পার্থক্যই সেই যুক্তি। সমবায় দ্রব্য, এ প্রক ব্যবহার নাই, জ্ঞানও নাই। অধিকন্তু দ্রব্যং এইরূপ যে জ্ঞান জন্মে, দ্রব্যত্ব ও সমবায়ই তাহার বিষয়ীভূত হয়, দ্রব্য তাহার বিষয় হইতে পারে, আবার হইতে নাও পারে। দ্রব্য এইরূপ জ্ঞান প্রমাত্মক হইলে দ্রব্যও জ্ঞানের বিষয় হইয়া পড়ে। পরন্তু যদি দ্রব্য এইরূপ জ্ঞান ভ্রমাত্মক হয়, তাহা হইলে দ্রব্য সে জ্ঞানের বিষয় হইতে পারে না। অন্ধকারও দ্রব্য, এইরূপ ভ্রমবিষয় হয়, সমবায়কে দ্রব্যস্বরূপ বলিলে দ্রব্য এইরূপ ভ্রমও দ্রব্যত্ব ও দ্রব্য-বিষয়ক হইয়া পড়ে; দ্রব্য এইরূপঃ প্রমাও দ্রব্যত্ব ও দ্রব্যবিষয়ক হয়, তাহা হইলে প্রমা ও ভ্রমে পার্থক্য কি?

বিশেষ্যের পার্থক্যেই পার্থক্য, ইহাও বলা যায় না। দ্রব্য জ্ঞানের বিষয় হইলে বিশেষ্যে না হইবার কারণ কি? বিবেচনা করিয়া দেখ, দ্রব্য এই প্রমাজ্ঞানে দ্রব্যত্ব বিশেষণ, সমবায় সংসর্গ আর দ্রব্য বিশেষ্য হয়; দ্রব্য এই প্রমা-জ্ঞানে দ্রব্যত্ব প্রমার বা বিশেষণ, সমবায় সংসর্গ আর যাহা দ্রব্য নয়, তাহা বিশেষ্য হয়। সমবায়কে দ্রব্যস্বরূপ বলিলে তাহাকে জ্ঞানের বিষয়করণার্থ যাহা উপযুক্ত, তাহার বিদ্যমানতা ত বলিতেই হইবে, কিন্তু তৎবিদ্যমানে এ জ্ঞান দ্রব্যকে বিশেষ্যভাবে আশ্রয় না করার হেতু কি? যদি সমবায়কে পৃথক্ স্বীকার কর, তাহাতে এ দোষ থাকে না। কারণ, উক্ত ভ্রমে সমবায়বিশেষ হইলেও দ্রব্য যে বিষয় হইবে, এরূপ কোন কারণ দেখা যায় না। দ্রব্য যদিও বিষয় না হয়, তথাপি দ্রব্যত্বের উপস্থিতিমূলক ভ্রম হওয়া সম্ভব। কাজেই সমবায় অতিরিক্ত সম্বন্ধে বলিতে হইবে। ২৭

তত্ত্বং ভাবেন। ২৮

ইতি সপ্তমাধ্যায়ে দ্বিতীয়াহ্নিকম্।

সপ্তমাধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ ॥

সমবায়ের তত্ত্ব (একত্ব) সত্তা দ্বারা বিবৃত হইয়াছে। যদি নানা সমবায় স্বীকার কর, তাহা হইলে গৌরব হইয়া পড়ে আর বিশেষ্যবিশেষণভেদ ভিন্ন সমবায়ভেদ নিবন্ধন

যে জ্ঞানের পার্থক্য ঘটে, এমন অনুভূতি নাই ; কাজেই সমবায় এক, ন্যায়ানুসারে সমবায় প্রত্যক্ষসিদ্ধ আর বৈশেষিকের মতে ইন্দ্রিয়ের অতীত ও অনুমেয়। ২৮

সপ্তমাধ্যায় দ্বিতীয়াহ্নিক সম্পূর্ণ।

সপ্তমাধ্যায় সমাপ্ত।

অষ্টমোহধ্যায়ঃ।

—:o:—

প্রথমাহ্নিকম্।

—:o:—

দ্রব্যেষু জ্ঞানং ব্যাখ্যাতম্ ॥১

দ্রব্যসকলের মধ্যে কোথায় যে জ্ঞানের বিদ্যমানতা, তাহা ব্যাখ্যাত হইয়াছে। দ্রব্যসকলের মধ্যে আত্মা একটি বস্তু, জ্ঞান উহাতে বিদ্যমান; এ বিষয় তৃতীয় অধ্যায়ে বিবৃত হইয়াছে। ১

তত্রাত্মা মনশ্চাপ্রত্যক্ষ্যে ॥ ২

উক্ত দ্রব্যসকলের মধ্যে আত্মা ও মন ইত্যাদি প্রত্যক্ষগোচর নহে। এখানে ইত্যাদি বলাতে দিক্, কাল, গগন, অনিল ও পরমাণু বুঝিতে হইবে। বাহ্য ইন্দ্রিয়জনিত যে সাক্ষাৎকার, তাহাকেই প্রত্যক্ষ বলা যায়। কাজেই যদি স্বীয় আত্মা মানস প্রত্যক্ষের বিষয় হয়, তাহাতে দোষের সম্ভাবনা নাই। যাহা মানসপ্রত্যক্ষ, তাহা বাহ্য ইন্দ্রিয়জনিত নহে। আত্মা বলিতে পরকীয় আত্মা ও ঈশ্বর বুঝিতে হইবে। সুতরাং প্রত্যক্ষ শব্দের

ঐরূপ যদি অর্থসঙ্কোচ না করা যায়, তাহা হইলেও ক্ষতি-বোধ নাই। পরকীয় আত্মা ও ঈশ্বর মানস প্রত্যক্ষের বিষয়ীভূত হইতে পারেন না। ২

জ্ঞাননির্দ্দেশে জ্ঞাননিষ্পত্তিবিধিরুক্তঃ ॥৩

জ্ঞানের উৎপত্তিপ্রণালী জ্ঞাননির্দ্দেশ-প্রকরণে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। জ্ঞানের উৎপত্তি কি প্রকারে হয়, তৃতীয় অধ্যায়ে সংক্ষেপে তাহা বিবৃত হইয়াছে। অধুনা রূপাদি-প্রত্যক্ষ, জাতিপ্রত্যক্ষ ও শব্দপ্রত্যক্ষ প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ প্রত্যক্ষের হেতু কি, তাহা বিবৃত হইতেছে। ৩

গুণকর্ম্মসু সন্নিকৃষ্টেসু জ্ঞাননিষ্পত্তের্দ্রব্যং কারণম্ ॥ ৪

যখন গুণকর্ম্ম সন্নিকৃষ্ট হয়, তখন তদ্বিষয়ক জ্ঞান জন্মে; এই জন্য দ্রব্যকেই তাহার মূল বলিতে হইবে। ইন্দ্রিয়সম্বন্ধবিশিষ্টকেই সন্নিকৃষ্ট বলে। গুণ ও কর্ম্মের সঙ্গে যে ইন্দ্রিয়সম্বন্ধ, তাহাই গুণকর্ম্মবিষয়ক প্রত্যক্ষের হেতু। এই যে ইন্দ্রিয়সম্বন্ধ, দ্রব্যই উহার হেতু। কারণ, ঘটপটাদি পদার্থে ইন্দ্রিয়সংযোগ হয়, সেই পদার্থে সমবায়-সম্বন্ধে যে রূপাদির বিদ্যমানতা থাকে, তাহাতে ইন্দ্রিয়-সংযুক্তের সমবায় আছে; ইহাই এ স্থলে ইন্দ্রিয়সন্নিকর্ষ বুঝিতে হইবে। তাহা হইলেই বুঝা গেল যে, দ্রব্যই এই সন্নিকর্ষের মূল; দ্রব্যে যদি সংযোগ না থাকিত, তাহা হইলে এ সন্নিকর্ষ ঘটিত না। ৪

সামান্যবিশেষেষু সামান্যবিশেষাভাবাৎ তত এব জ্ঞান ॥ ৫

পরজাতি ও অপরজাতিতে সামান্যবিশেষের অভাব-নিবন্ধন জ্ঞান তন্মাত্রমূলক। দ্রব্যগুণকর্ম্মমাত্রঘটিত সন্নিকর্ষজন্যকেই তন্মাত্রমূলক কহে। দ্রব্যসংস্থিত দ্রব্যত্বাদি জাতিপ্রত্যক্ষে ইন্দ্রিয়বিশিষ্ট সমবায়ই সন্নিকর্ষ; অতএব এই সন্নিকর্ষে ইন্দ্রিয়বিশিষ্ট বস্তুকে ত্যাগ করা যায় না বলিয়া ইহা ইন্দ্রিয়বিশিষ্ট দ্রব্যঘটিত। রূপাদি গুণসংস্থিত রূপত্বাদি জাতিপ্রত্যক্ষে ইন্দ্রিয়বিশিষ্ট সমবায়ই সন্নিকর্ষ। এই সন্নিকর্ষ দ্রব্য ও গুণঘটিত, দ্রব্য ইন্দ্রিয়-বিশিষ্ট, গুণ তৎসমবেত, এই উভয় পরিত্যক্ত হইলে ইন্দ্রিয়বিশিষ্ট সমবেতসমবায়াখ্য সন্নিকর্ষ ঘটে না। কর্ম্ম-সংস্থিত কর্ম্মত্বাদি জাতির ও ইন্দ্রিয়বিশিষ্ট সমবেত-সমবায়াখ্য সন্নিকর্ষজন্য প্রত্যক্ষ ঘটে। ৫

সামান্যবিশেষাক্ষেপং দ্রব্যগুণকর্ম্মসু ॥ ৬

দ্রব্যবৃত্তিজাতি, গুণবৃত্তিজাতি ও কর্ম্মবৃত্তিজাতির প্রত্যক্ষে সামান্যবিশেষের অপেক্ষা বিদ্যমান। যদি সামান্য-বিশেষপ্রত্যক্ষে সন্নিকর্ষ সামান্যবিশেষঘটিত না হয়, তাহা হইলেও সামান্যবিশেষই সেই প্রত্যক্ষের প্রতি কারণ। কারণ, উক্ত প্রত্যক্ষের বিষয়—সামান্যবিশেষ। ৬

দ্রব্যে দ্রব্যগুণকর্ম্মাপেক্ষম্ ॥ ৭

দ্রব্যবৃত্তি প্রত্যক্ষ হইলে দ্রব্য, গুণ ও কর্ম্মের অপেক্ষা

আছে। দ্রব্যসমবেতকে দ্রব্যবৃত্তি বলে। অবয়বী দ্রব্য, গুণ, কর্ম্ম ও জাতি এতৎসমস্ত দ্রব্যসমবেত। জাতির বিষয় পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। এ স্থলে দ্রব্যসমবেত শব্দে জাতি ব্যতীত অন্য সমবেত বোদ্ধব্য। এই সমস্ত দ্রব্যসমবেত যদি সন্নিকর্ষদ্রব্যঘটিত হয়, তাহা হইলে অবয়বী দ্রব্যাদিও বিষয়রূপে কারণ। এই হেতুই উহার অপেক্ষা বিদ্যমান। ৭

গুণকর্ম্মসু গুণকর্ম্মাভাবাদ্গুণকর্ম্মাপেক্ষং ন বিদ্যতে ॥৮

গুণকর্ম্ম গুণকর্ম্মে নাই, এই জন্য তৎপ্রত্যক্ষে গুণকর্ম্মের অপেক্ষা নাই। ৮

সমবায়িনঃ শ্বৈত্যাচ্ছৈত্যবুদ্ধেশ্চ শ্বেতে বুদ্ধিস্তে এতে কার্য্যকারণভূতে ॥ ৯

শ্বেতবস্তুবিষয়ক প্রত্যক্ষ হয় কিরূপে, তাহাই বিবৃত হইতেছে। সমবায়ীর শ্বেতত্ব ও শ্বেতত্বজ্ঞান হইতে শ্বেতবস্তুবিষয়ক প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। এই জ্ঞানদ্বয় কার্য্য ও কারণ। শঙ্খ শ্বেত, এ জ্ঞান যেমন সাধারণতঃ হইয়া থাকে, শ্বেতবর্ণজ্ঞানও তদ্রূপ হয়। কাজেই শ্বেতত্ব দ্রব্যনিষ্ঠ ও জ্ঞাননিষ্ঠ উভয়ই হয়; সুতরাং ইন্দ্রিয়বিশিষ্ট সমবায়াখ্য সন্নিকর্ষ ও ইন্দ্রিয়বিশিষ্ট সমবেতসমবায়াখ্য সন্নিকর্ষ হইতে শ্বেতত্বপ্রত্যক্ষ হইয়া

থাকে ; অথচ গুণ ব্যতীত শ্বেতত্বকে অন্য কিছু বলা যায় না। এই কথাতেই স্থির হইল যে, পূর্ব্বসূত্রে যে সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে, তাহা সঙ্গত নহে। কারণ, শ্বেতত্বনামক গুণপ্রত্যক্ষে গুণঘটিত সন্নিকর্ষ কারণ হইতেছে। এই আপত্তির উত্তরপ্রদানার্থ এই সূত্র বলা হইল। তাৎপর্য্য এই যে, শ্বেতত্বজ্ঞান কারণ আর শ্বেতবস্তুবিষয়ক প্রত্যক্ষ কার্য্য, ইহা স্থির ; আর শ্বেতত্ব যে সমবায়িদেশসংস্থিত, ইহাও নিশ্চয় ; এই প্রকার সমত্ব বিদ্যমান বটে, কিন্তু শ্বেতত্ব নাম শ্রবণ ও সমত্ব স্থির করিয়া সকল শ্বেতত্বকে এক মনে করিতে পার না। দ্রব্য ও গুণ উভয়ই সমবায়ী ; দ্রব্যে যে শ্বেতত্ব বিদ্যমান, তাহা গুণ ; গুণে (বর্ণে বা রঙে) যে শ্বেতত্ব বিদ্যমান, তাহা জাতি। শ্বেত বস্তু দ্রব্য হইলে তদ্‌বিষয়ক শ্বেতত্বপ্রত্যক্ষের কারণ ইন্দ্রিয়বিশিষ্ট সমবায়াখ্য সন্নিকর্ষ। কারণ, তৎপ্রত্যক্ষ-বিষয়ীভূত যে শ্বেতত্ব, তাহা গুণ। শ্বেতবস্তু বর্ণ হইলে তদ্‌বিষয়ক শ্বেতত্বপ্রত্যক্ষের কারণ হইতেছে ইন্দ্রিয়সংযুক্ত সমবেতসমবায়। কারণ, এই প্রত্যক্ষের বিষয়ীভূত শ্বেতত্ব জাতি। ৯

দ্রব্যেষ্বনিতরেতরকারণাঃ ॥ ১০

যে প্রত্যক্ষ দ্রব্যবিষয়ে হয়, তাহা পরস্পর সন্নিকর্ষ-জনিত নহে। কোন্ দ্রব্য ইন্দ্রিয়সংযোগবিশিষ্ট, অন্য

দ্রব্য তৎসংযুক্ত, এই জন্য সে দ্রব্য ইন্দ্রিয়সংযুক্ত না হইলেও যে ইন্দ্রিয়সন্নিকৃষ্ট হইবে, তাহা নহে। সন্নিকর্ষকে অনুভবমূলক বলিয়া বুঝিতে হইবে। সম্বন্ধ বিদ্যমানেই যে সন্নিকর্ষ হইবে, তাহা নহে। যদি তাহা হইত, তাহা হইলে মাটীতে নেত্র-সংযোগ থাকিলে তৎসংযুক্ত ঘটে যেরূপ সন্নিকর্ষ হইত, সেইরূপ ঘটে নেত্রসংযোগ থাকিলে মাটীতেও সন্নিকর্ষ থাকিতে পারিত। এই প্রকার পরস্পরের প্রত্যক্ষ সংযোগস্বরূপ সন্নিকর্ষমূলক পরস্পরের প্রত্যক্ষ ঘটিত। ফল কথা, উহা অনুভবসিদ্ধ হইতে পারে না; যে দ্রব্যে সাক্ষাৎসম্বন্ধে ইন্দ্রিয়ের সংযোগ থাকিবে, তাহারই প্রত্যক্ষ হইবে; যদি সংযুক্তসংযোগ থাকে, তবে হইবে না। ১০

কারণযৌগপদ্যাৎ কারণক্রমাচ্চ ঘটপটাদিবুদ্ধীনাং ক্রমো ন হেতুফলভাবাৎ ॥ ১১

ইতি অষ্টমাধ্যায়ে প্রথমাহ্নিকম্ ॥

নিজ কারণের অযৌগপদ্য হেতু প্রত্যক্ষকারণ ক্রমে সংঘটিত হওয়াতে ঘটপটাদি প্রত্যক্ষ ক্রমে হয়; হেতুভাব ও ফলভাব নিবন্ধন যে ক্রমে ঘটপটাদিপ্রত্যক্ষ হয়, তাহা নহে। প্রথমে যে প্রত্যক্ষ হয়, তাহা ইন্দ্রিয়সংযোগরূপ সন্নিকর্ষ দ্বারা। তাহার পর যে প্রত্যক্ষ হয়, তাহা ইন্দ্রিয়সংযুক্তসংযোগ দ্বারা। এই প্রকারেই

ক্রমে ঘটপটাদি প্রত্যক্ষ হইতে পারে। কাজেই ইন্দ্রিয়-সংযুক্ত সংযোগাদিকেও অনুভবমূলক সন্নিকর্ষ বলিতে হইবে। যদি এইরূপ আপত্তি করা যায়, তাহা হইলে তাহারই উত্তর এই সূত্র দ্বারা বিবৃত হইতেছে। ইন্দ্রিয়-সংযোগাদি যাহা ঘটপটাদি প্রত্যক্ষের কারণ, তাহাও কারণসাপেক্ষ। যদি ইন্দ্রিয়সংযুক্ত সংযোগসন্নিকর্ষ না হয়, তথাপি ইন্দ্রিয়সংযোগনামক সন্নিকর্ষ ও আলোকসংযোগ প্রভৃতি অনেক কারণ বিদ্যমান; তৎসমস্ত কারণের একত্রসমাবেশও নিজ নিজ কারণের অধীন। সেই সমস্ত কারণ এক সময়ে ঘটে না, কাজেই নানারূপ পদার্থের প্রত্যক্ষকারণও একসময়ে সংঘটিত হয় না; এই হেতুই একসময়ে প্রত্যক্ষ না হইয়া ক্রমে ক্রমে হইয়া থাকে। অগ্রে ঘটে ইন্দ্রিয়সংযোগ হওয়াতে ঘট প্রত্যক্ষ হয়; তাহার পর পটে ইন্দ্রিয়সংযোগ হওয়াতে পট প্রত্যক্ষ হয়। এক সময়ে নানাবিধ পদার্থপ্রত্যক্ষের কারণ ঘটিলে এক সময়েই নানারূপ পদার্থ প্রত্যক্ষ হয়। সুতরাং বুঝিতে পারা গেল যে, সংযুক্তসংযোগাদিকে সন্নিকর্ষ বলার কোন কারণ নাই। ১১

অষ্টমাধ্যায়ে প্রথমাহ্নিক সমাপ্ত।

দ্বিতীয়াহ্নিকম্ ।

—·—:*:—·—

অয়মেষ ত্বয়া কৃতং ভোজয়ৈনমিতি বুদ্ধ্যপেক্ষম্ ॥ ১

'এই ত এ,' 'ত্বংকৃত,' 'ইহাকে খাওয়াও' এই সমস্ত জ্ঞানসাপেক্ষ। বিশিষ্টবুদ্ধি জন্মিবার কারণ বিশেষ জ্ঞান অর্থাৎ বিশেষ জ্ঞান যদি না থাকে, তবে বিশিষ্টবুদ্ধি হইতে পারে না। লাল রং কি, তাহা যাহার জানা নাই, সে রক্তবর্ণ বস্ত্র, এ জ্ঞান পাইবে কিরূপে ? রক্তবর্ণ বস্ত্র এই জ্ঞান বিশিষ্টবুদ্ধি ; রক্তবর্ণ বিশেষণপদ। বিবেচনা কর, ঘট এই জ্ঞান বিশিষ্টবুদ্ধি ; এই জ্ঞানে ঘটত্ব হইতেছে বিশেষণ। অগ্রে এই ঘটত্বজ্ঞান প্রয়োজনীয়। সুতরাং 'ঘট' এই প্রত্যক্ষার্থ ঘটত্বজ্ঞান প্রয়োজনীয়। এই হেতু ইন্দ্রিয়সন্নিকর্ষের পর অতীন্দ্রিয় নির্বিকল্পক জ্ঞান স্বীকার্য্য, তাহা ঘটত্বজ্ঞানস্বরূপ হয়। তদনন্তর যে 'ঘট' প্রত্যক্ষ হয়, তাহাকে সবিকল্পক বলে। বিশিষ্টের যদি বিশিষ্টবুদ্ধি হয়, তাহা হইলে তাহার নাম বিশিষ্টবৈশিষ্ট্যাবগাহী জ্ঞান। মনে কর, রক্তদণ্ড-বিশিষ্ট পুরুষ এই জ্ঞান, ইহাতে রক্তদণ্ড বিশেষণ ; এই বিশেষণ দণ্ডাংশে রক্তত্ব ও দণ্ডত্ব বিশেষণ হয়, এই হেতু ইহাকে বিশিষ্টবৈশিষ্ট্যাবগাহী জ্ঞান বলে। ১

দৃষ্টেষু ভাবাদদৃষ্টেষ্বভাবাৎ ॥ ২

দৃষ্টবিষয়ে ঐ জ্ঞান হয়; অদৃষ্ট বিষয়ে হয় না ॥ ২

অর্থ ইতি দ্রব্যগুণকর্ম্মসু ॥ ৩

দ্রব্য, গুণ ও কর্ম্ম এই তিনটির অর্থ সংজ্ঞা। দ্বিতীয় সূত্র যাবৎ জ্ঞানপ্রকরণ কথিত হইল, এখন এই সূত্রে জ্ঞানমূলক প্রয়োগের কথা বলা যাইতেছে। অর্থ এই পদ প্রযুক্ত হইলে দ্রব্য, গুণ, কর্ম্ম এই তিনটি পদার্থই বোদ্ধব্য। ৩

দ্রব্যেষু পঞ্চাত্মকত্বং প্রতিষিদ্ধম্ ॥ ৪

পঞ্চভূতাত্মকত্ব দ্রব্যে প্রতিষিদ্ধ। অর্থাৎ পঞ্চভূত দেহের সমবায়িকারণ হইতে পারে না। উহা সমবায়িকারণ হইলে বিরুদ্ধগুণবিশিষ্ট অবয়বসমূহে নির্ম্মিত ঘট রূপাদিবিহীন হইত; এই যুক্তিবলে কোন বস্তুতেই পাঞ্চভৌতিকত্বের বিদ্যমানতা নাই। তবে যদি বল, একটি ভূত সমবায়িকারণ ও অন্য ভূত নিমিত্তকারণ, তাহা হইলে আপত্তি থাকিতে পারে না বটে, কিন্তু মূলপদার্থ তাহা হইতে পারে না ॥৪

ভূয়স্ত্বাদ্গন্ধবত্ত্বাচ্চ পৃথিবী গন্ধজ্ঞানে প্রকৃতিঃ ॥ ৫

পার্থিবাংশের বাহুল্য ও গন্ধ আছে বলিয়া পৃথিবী

ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের সমবায়িকারণ। পৃথিবী হইতে ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের উৎপত্তি। কারণ, ইন্দ্রিয়েই গন্ধাদি বিদ্যমান। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, গন্ধপ্রত্যক্ষের হেতু ঘ্রাণেন্দ্রিয়। যে বস্তু পরকীয় রূপাদিপ্রত্যক্ষের কারণ হয়, তাহারই নাম পার্থিব বস্তু। ৫

তথাপস্তেজোবায়ুশ্চ রসরূপস্পর্শাবিশেষাৎ॥ ৬

ইতি অষ্টমাধ্যায়ে দ্বিতীয়াহ্নিকম্॥

অপ্, তেজ ও বায়ু রসনাপ্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের সমবায়িকারণ। যে হেতু, রস, রূপ ও স্পর্শ ঐ সমস্ত ইন্দ্রিয়ে সমভাবে বিদ্যমান। রসনার সমবায়িকারণ জল, চক্ষুর সমবায়িকারণ তেজ আর ত্বকের সমবায়িকারণ বায়ু। অন্যান্য বস্তু যথাসম্ভব নিমিত্তকারণমাত্র। 'অন্য জলে যেরূপ রস বিদ্যমান, তদ্রূপ রসনাতেও রসের বিদ্যমানতা আছে', যদি এই কথা বলা যায়, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে, রসনাও রসপ্রত্যক্ষের কারণ। যে বস্তু পরকীয় রূপাদিপ্রত্যক্ষের কারণ না হইয়া রসপ্রত্যক্ষের কারণ হয়, তাহা জলীয় পদার্থ। পরকীয় স্পর্শাদিব্যঞ্জক না হইয়া রূপব্যঞ্জক হইলে তাহাকে তৈজস জানিবে; এই জন্য নয়ন তৈজস। রূপাদিব্যঞ্জক না হইয়া স্পর্শব্যঞ্জক হইলে সে দ্রব্যকে পরকীয় বুঝিবে। ৬

অষ্টম্যাধ্যায়ে দ্বিতীয়াহ্নিক সমাপ্ত।

অষ্টম্যাধ্যায় সম্পূর্ণ।

নবমোঽধ্যায়ঃ।

প্রথমাহ্নিকম্।

ক্রিয়াগুণব্যপদেশাভাবাৎ প্রাগসৎ ॥ ১

উৎপত্তির অগ্রে কার্য্য অসৎ থাকে না। কেন না, তৎকালে ক্রিয়া ও গুণের ব্যপদেশের অভাব থাকে। কার্য্যোৎপত্তির অগ্রে যে অভাব থাকে, তাহাকে প্রাগভাব বলে। প্রাগভাবকে অপ্রামাণ্য বলা যায় না। কারণ, কার্য্যোৎপত্তির অগ্রে কার্য্যের যে অভাব আছে, তাহা সাক্ষাৎসিদ্ধ। যদি কার্য্যোৎপত্তির অগ্রে কার্য্য থাকিত, তাহা হইলে সেই কার্য্যের ক্রিয়া ও গুণ ব্যবহৃত হইত। যেমন ঘটোৎপত্তির অগ্রেও জল আনয়নরূপ কার্য্য সম্পাদিত হইত। তাহা যখন হইতে পারে না, তখন উৎপত্তির আগে ঘট নাই, ইহা স্থির। ইহাকেই প্রাগভাব বলে। ১

সদসৎ ॥ ২

সৎও অসৎ হয় অর্থাৎ সৎকার্য্যও অসৎ হইয়া থাকে। ঘটাদিস্বরূপ যে কার্য্য, তাহাও মুদ্গরাদি-প্রহারে চূর্ণ হইয়া

যায়। এই যে চূর্ণীভাব, তাহাকেই ধ্বংস বলে। ধ্বংসপ্রাপ্ত ঘট অগ্রে সৎ (বিদ্যমান) থাকিলেও তৎকালে 'অসৎ'। এইরূপ অভাবকেই ধ্বংস বলে। ২

অসতঃ ক্রিয়াগুণব্যপদেশাভাবাদর্থান্তরম্ ॥ ৩

ক্রিয়া ও গুণ ব্যবহারের অভাব প্রযুক্ত অসৎ হইতে পৃথক্ বস্তু। সাংখ্যেরা বলেন, ধ্বংস ও প্রাগভাব কার্য্যেরই একটা অবস্থাভেদ। তাঁহাদের সেই মতখণ্ডনার্থ বলা হইতেছে।—কার্য্যের ধর্ম্মকেই অবস্থা বলে। যদি কার্য্য না থাকিত, তবে অবস্থা থাকিত কি প্রকারে? জল আনয়নাদি কার্য্যসম্পাদনের অভাব ও পরিমাণাদি প্রত্যক্ষের অভাবেই কার্য্যের অসত্তা নিরূপিত হওয়াতে ধ্বংস ও প্রাগভাবকে তাহার অবস্থা বলা যায় না। ধ্বংস ও প্রাগভাব সত্তা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্; উহা অসৎ অসত্তাবিশেষ। ৩

সচ্চাসৎ ॥ ৪

সৎও অসৎ হইয়া থাকে। একভাবে যাহা সৎ, অন্যভাবে তাহা অসৎ। যেমন গো স্বরূপে সৎ, কিন্তু ঘোটকরূপে অসৎ; অর্থাৎ ঘোটকরূপে গোর সত্তা নাই। এই কারণেই এই গো, অশ্ব নহে, এই প্রকার ব্যবহার হইয়া থাকে। ৪

যচ্চ ন্যদসদতস্তদসৎ ॥ ৫

এই সমস্ত অসৎ হইতে পৃথক্ অসৎ যাহা, তাহাকে একেবারেই অসৎ বলিবে। ধ্বংস, প্রাগভাব ও অন্যোন্যাভাব হইতে পৃথক্ যে অসত্তা (অভাব), তাহাকেও অত্যন্তাভাব বা অত্যন্ত অসত্তা কহে। ৫

অসদিতি ভূতপ্রত্যক্ষাভাবাৎ ভূতস্মৃতে-
র্বিরোধিপ্রত্যক্ষবৎ ॥ ৬

অসৎ জ্ঞান বিরোধীর প্রত্যক্ষের তুল্য। অতীত প্রত্যক্ষভাব ও অতীত স্মরণ ইহার কারণ। ধ্বংসজ্ঞানও প্রত্যক্ষাত্মক হয়। যাহার ধ্বংস, তদ্বিষয়ক জ্ঞান যেরূপ ইন্দ্রিয়সন্নিকর্ষ নিবন্ধন হয়, তদ্রূপ ধ্বংসজ্ঞানও ইন্দ্রিয়সন্নিকর্ষ নিবন্ধন প্রত্যক্ষ হয়। অভাব অসৎ, তৎসঙ্গে ইন্দ্রিয়সন্নিকর্ষের বিদ্যমানতা নাই, এ প্রকার আপত্তি খাটে না; কারণ, সন্নিকর্ষ এক প্রকার নহে; দ্রব্যের স্থানে সংযোগ, গুণের স্থানে সংযুক্তসমবায়, এই প্রকার সৎপ্রত্যক্ষেও সন্নিকর্ষ পৃথক্। ৬

তথাঽভাবে ভাবপ্রত্যক্ষত্বাচ্চ ॥ ৭

প্রাগভাব বিষয়েও তদ্রূপ। ভাবপ্রত্যক্ষ প্রাগভাবপ্রত্যক্ষের কারণ। ৭

এতেনাঘটোঽগৌরধর্ম্মশ্চ ব্যাখ্যাতঃ ॥ ৮

ইহা দ্বারা অঘট, অগো ও অধর্ম্ম (ভেদপ্রত্যক্ষও) ব্যাখ্যাত হইল। ৮

অভূতং নাস্তীত্যনর্থান্তরম্ ॥ ৯

'অভূত' ও 'নাস্তি' এই দুইটি প্রত্যক্ষের কারণ একরূপ। উৎপত্তির অভাব বা ধ্বংসকে অভূত বলে। অত্যন্তাভাবের নাম 'নাস্তি।' ধ্বংসপ্রত্যক্ষে যে যে কারণ, অত্যন্তাভাবপ্রত্যক্ষেও সেই সমস্ত কারণ। ৯

নাস্তি ঘটো গেহে ইতি সতো ঘটস্য গেহ-
সংসর্গপ্রতিষেধঃ ॥ ১০

'গৃহে ঘট নাই' এ কথা বিদ্যমান ঘটেরই গৃহে সম্বন্ধনিষেধ সূচিত করিতেছে। ১০

আত্মন্যাত্মমনসোঃ সংযোগবিশেষাদাত্ম-
প্রত্যক্ষম্ ॥ ১১

আত্মা ও মন এই উভয়ের সংযোগবিশেষ আত্মস্থ হওয়াতেই আত্মসাক্ষাৎকার ঘটে। আত্মমনঃসংযোগকেই যোগ বলা যায়। উহাকেই আত্মা ও মনের সংযোগবিশেষ বুঝিতে হইবে। এই যে সংযোগ, ইহা সকল আত্মারও

আছে, ঈশ্বরেরও আছে। এই কারণেই সকল আত্মা ও ঈশ্বরের সাক্ষাৎকার প্রাপ্ত হওয়া যায়।

তথা দ্রব্যান্তরেষু প্রত্যক্ষম্॥ ১২

উক্ত সংযোগবিশেষ দ্রব্যান্তরেও হয়, এ জন্য দ্রব্যান্তরেরও প্রত্যক্ষ ঘটে। আত্মাই যে কেবল প্রত্যক্ষ, তাহা নহে। ইন্দ্রিয়াতীত যত পদার্থ আছে, যোগযুক্ত মনের সংযোগ তৎসমস্তেই থাকে। যোগপ্রভাবে যোগী সর্ব্ববেত্তা হন। ১২

অসমাহিতান্তঃকরণা উপসংহৃতসমাধয়-
স্তেষাঞ্চ॥ ১৩

উহাদিগের মধ্যে অসমাহিতান্তঃকরণ ও উপসংহৃতসমাধি আছে। পূর্ব্বে যে যোগীর উল্লেখ হইয়াছে, তাঁহারা দুই প্রকার;—অসমাহিতান্তঃকরণ ও উপসংহৃতসমাধি। সর্ব্বক্ষণ যাঁহাদিগের সর্ব্বজ্ঞতা থাকে না, ধ্যান করিলে তবে সকল বিষয় জানিতে সমর্থ হন, তাঁহাদিগের নাম অসমাহিতান্তঃকরণ; সমাধির ফল সর্ব্বক্ষণ তাঁহাদিগের অন্তঃকরণে বিরাজিত থাকে না। যাঁহারা সমাধি দ্বারা সিদ্ধি লাভ করিয়াছেন, যাঁহাদিগের চিত্তে সমাধির ফল সর্ব্বক্ষণ বিরাজিত, সর্ব্বক্ষণই যাঁহারা সর্ব্বজ্ঞ, কোন বিষয় জানিবার জন্য যাঁহাদিগের ধ্যান করিবার প্রয়োজন হয় না, তাঁহাদিগকে উপসংহৃতসমাধি বলে। এই উভয়ের মধ্যে অস-

মাহিতচিত্ত যোগী যুঞ্জান এবং উপসংহৃতসমাধি যোগী যুক্ত নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। ১৩

তৎসমবায়াৎ কর্ম্মগুণেষু ॥ ১৪

উক্ত মনউঃসংযুক্ত দ্রব্যসমবায় হেতু কর্ম্ম ও গুণবিষয়ক প্রত্যক্ষ ঘটে। যোগী ব্যক্তির অন্তঃকরণের সহিত প্রত্যক্ষবিষয়ের যে সম্বন্ধ, তাহাই যোগজসন্নিকর্ষ। দ্রব্য-গুণ-কর্ম্মে তৎসম্বন্ধ প্রদর্শিত হইল বটে, কিন্তু ভূতভবিষ্যাতের সঙ্গে উহা থাকে না। ১৪

আত্মসমবায়াদাত্মগুণেষু ॥ ১৫

ইতি নবমাধ্যায়ে প্রথমাহ্নিকম্ ॥

আত্মগুণপ্রত্যক্ষ আত্মসমবায় প্রযুক্ত হয়। স্বীয় আত্মগুণপ্রত্যক্ষার্থ অন্য সন্নিকর্ষকল্পনা নিষ্প্রয়োজন। মনঃসংযুক্ত আত্মসমবায়ই উক্ত সন্নিকর্ষ। ১৫

নবমাধ্যায়ে প্রথমাহ্নিক সমাপ্ত।

দ্বিতীয়াহ্নিকম্।

—:০:—

অস্যেদং কার্য্যং কারণং সংযোগি বিরোধি
সমবায়ি চেতি লৈঙ্গিকম্॥ ১

ইহা ইহার কার্য্য, কারণ, সংযোগী, বিরোধী অথবা সমবায়ী, এই প্রকার জ্ঞান হয়। এই জ্ঞানই লৈঙ্গিক। ব্যাপ্তিপক্ষধর্ম্মতাসম্পন্ন হেতুকে লিঙ্গ বলে। লিঙ্গ-মূলক জ্ঞানের নাম অনুমিতি। কার্য্য, কারণ, সংযোগী, বিরোধী বা সমবায়ী যে হইতে পারে, সেই লিঙ্গ হইতে পারিবে। ইহার দৃষ্টান্ত যথা—ধূম বহ্নির কার্য্য, এজন্য ধূম বহ্নির লিঙ্গ; ধূম-দর্শনে বহ্নির অনুমিতি হয়। মেঘ বৃষ্টির কারণ বলিয়া মেঘ বৃষ্টির লিঙ্গ; মেঘ দর্শন পূর্ব্বক বৃষ্টির অনুমিতি হয়। এই প্রকার স্থলভেদে সংযোগী লিঙ্গ, বিরোধী লিঙ্গ ও সমবায়ী লিঙ্গ হইয়া থাকে। ১

অস্যেদং কার্য্যকারণসম্বন্ধশ্চাবয়বাদ্ভবতি॥ ২

ইহার ইহা, এই জ্ঞান এবং কার্য্যকারণসম্বন্ধ অবয়ব হইতেও হয়। লিঙ্গজ্ঞান দুই প্রকার;—স্বার্থ ও পরার্থ। যে স্থলে নিজের কোন সন্দেহদূরীকরণার্থ

অনুমিতি করিবার অভিপ্রায়ে লিঙ্গজ্ঞান আশ্রয় করা যায়, সে স্থলে ঐ লিঙ্গজ্ঞানকে স্বার্থ বলে। যে স্থলে আপনার সন্দেহ নাই, পরন্তু প্রতিবাদীকে নিজ মতের বশীভূতকরণার্থ বিচারে প্রবৃত্ত হইতে হয় আর সেই বিচারে পক্ষদ্বয়মানিত নিরপেক্ষ সুধীকে মধ্যস্থ রাখা যায়, তত্রত্য লিঙ্গজ্ঞানকে পরার্থ বলে। মধ্যস্থের লিঙ্গজ্ঞান বাদী কর্তৃক প্রযুক্ত অবয়ব হইতে হইয়া থাকে; সেই লিঙ্গজ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে অবাধিতত্বাদিজ্ঞানও হয়। এই যে অবয়বের কথা বলা হইল, ইহা পঞ্চবিধ;— প্রতিজ্ঞা, অপদেশ, নিদর্শন, অনুসন্ধান ও প্রত্যাম্নায়। ন্যায়দর্শনের মতে এই পাঁচটি অবয়ব প্রতিজ্ঞা, হেতু, উদাহরণ, উপনয় ও নিগমন নামে অভিহিত। এই স্থলে একটি দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইতেছে, তদ্দারা সমস্ত লক্ষণ স্থিরীকৃত হইবে। বাদীর উক্তি এই যে, "পর্ব্বতো বহ্নিমান্" অর্থাৎ পর্ব্বতে অগ্নি বিদ্যমান, এইটি প্রতিজ্ঞা। এই বাক্যার্থসমর্থনার্থ 'ধূমাৎ' ধূম ইহার হেতু, এই বাক্যকেই হেতু অথবা অপদেশ বলে। 'যো যে, ধূমবান্ স বহ্নিমান্ যথা মহানসম্" অর্থাৎ যে যে স্থলে ধূম বিদ্যমান, তত্তৎস্থলেই অগ্নির বিদ্যমানতা; যেমন রন্ধনাগার; এই বাক্যই নিদর্শন অথবা দৃষ্টান্ত; "বহ্নিব্যাপ্যধূমবান্ অয়ম্" অর্থাৎ পর্ব্বতে অগ্নিব্যাপ্য ধূম আছে; এই বাক্য অনুসন্ধান বা উপনয়; "তস্মাদ্বহ্নি-

মান্‌” অর্থাৎ বহ্নিব্যাপ্য ধূমহেতুক অগ্নি এই পর্ব্বতে আছে; এই বাক্য প্রত্যাম্নায় বা নিগমন। এই সমস্ত কথা শ্রবণ করিলে, যিনি মধ্যস্থ, তাঁহার বাক্যার্থজ্ঞান হইয়া তন্মূলক লিঙ্গজ্ঞানাদি জন্মে, উহা মধ্যস্থের অনুমিতির হেতু হয়; তখন বিরুদ্ধভাষী প্রতিবাদীকে মধ্যস্থ তিরস্কার করেন।

পক্ষ যে সাধ্যবিশিষ্ট, এই জ্ঞান প্রতিজ্ঞাজন্য; ধূম যে হেতু, এই জ্ঞান হেতুজন্য; ধূমে যে অগ্নিব্যাপ্তি বিদ্যমান, এই জ্ঞান উদাহরণজন্য; সুতরাং সাধ্যসম্পন্ন পক্ষ অথবা পক্ষে সাধ্য বিদ্যমান এই জ্ঞান হেতুবিষয়ক জ্ঞান আর ব্যাপ্তিজ্ঞান প্রতিজ্ঞাদি অবয়বত্রয়জন্য; পক্ষবৃত্তি হেতু অথবা হেতু যে পক্ষে বিদ্যমান, এই জ্ঞান উপনয়-জন্য; তদনন্তর উপসংহার অর্থাৎ নিগমন জ্ঞানের হেতু। সুতরাং অবয়ব হইতে যে সাধ্যবিশিষ্ট পক্ষাদি জ্ঞান হয়, ইহা সিদ্ধান্ত হইল। ২

এতেন শাব্দং ব্যাখ্যাতম্‌॥ ৩

শাব্দবোধের ব্যাখ্যাও ইহা দ্বারা হইল। মহর্ষি কণাদের মতে দুইটি প্রমাণ স্বীকার্য্য;—প্রত্যক্ষ ও অনুমান। শব্দ স্বতন্ত্র প্রমাণ বলিয়া তাঁহার মতে স্বীকার্য্য নহে, উহাকে তিনি অনুমানের অন্তর্ভূত বলেন। যেরূপ ধূম-দর্শনের পর অপ্রত্যক্ষীভূত অগ্নির অনুভব হয়,

সেই অনুভব অনুমিতি আর ঐ অনুমিতির হেতু অনুমান, তদ্রূপ শব্দশ্রবণান্তে অপ্রত্যক্ষ বাক্যার্থের যে অনুভব হইয়া থাকে, তাহাও অনুমিতি এবং সেই অনুমিতির হেতুও অনুমান। এই স্থলে একটি সরল দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইতেছে।—বিবেচনা কর, এই শব্দ শুনা গেল যে, 'জল আন।' এই শব্দ শ্রবণ করিলে যে অর্থবোধ হয়, সেই অর্থের সঙ্গে ঐ শব্দের প্রতিপাদ্যপ্রতিপাদকভাব-সম্বন্ধঘটিত ব্যাপ্তি বিদ্যমান, তাহা বাল্যে বয়োজ্যেষ্ঠদিগের বাক্য দ্বারা ও ক্রিয়া দ্বারা নিরূপিত হইয়া থাকে। এখন সেই শব্দ শ্রবণমাত্র ব্যাপ্তিস্মরণ হয়। তজ্জন্যই জ্ঞান জন্মে; কাজেই শব্দকে অতিরিক্ত প্রমাণ না বলিয়া অনুমানবিশেষমাত্র বলা যায়। ৩

হেতুরপদেশো লিঙ্গং প্রমাণং করণমিত
নর্থান্তরম্॥ ৪

হেতু, অপদেশ, লিঙ্গ, প্রমাণ ও করণ এগুলি একার্থবাচক। যে শব্দ সামান্যবাচক, তাহা বিশেষবাচক হয়; কিন্তু একবিশেষবাচক শব্দ কদাচ অপর বিশেষের বাচক হয় না। মনে কর, মানুষ বলিলে ব্রাহ্মণও বুঝায়, শূদ্রাদিও বুঝায়; কিন্তু ব্রাহ্মণ বলিলে শূদ্রাদি বুঝায় না। ৪

অস্যেদমিতি বুদ্ধ্যপেক্ষিতত্বাৎ॥ ৫

ইহার ইহা অর্থাৎ এই ব্যাপকের এই ব্যাপ্য, এই যে জ্ঞান, ইহা পূর্ব্বে অপেক্ষিত হয় বলিয়া অতিরিক্ত প্রমাণ নহে। ৫

আত্মমনসোঃ সংযোগবিশেষাৎ সংস্কা-
রাচ্চ স্মৃতিঃ ॥ ৬

আত্মা ও মনের সংযোগবিশেষ এবং সংস্কার হইতে স্মৃতি জন্মে। যদি পূর্ব্বে প্রত্যক্ষ বা অনুমিতি হয়, তাহা হইলে সংস্কার উৎপন্ন হইয়া থাকে, ঐ সংস্কার স্মৃতির কারণ। আজি যাহা অনুভূত হইল, তাহার সংস্কার ত হইলই; অতএব ভবিষ্যতে স্মরণার্থ সংস্কারের অব্যবহিত পরক্ষণ হইতেই ধারাবাহিক স্মৃতি উৎপন্ন হয় না কেন? এই প্রশ্নের উত্তর এই যে, উহা উদ্‌বোধকের অভাব। যে সময় উদ্‌বোধক উপস্থিত হয়, তৎকালে সেই সংস্কারফলে সংস্কারের অনুসারে স্মৃতি জন্মে। সেই উদ্‌বোধকে প্রত্যক্ষ কারণ নাই বলিয়া কণাদ পরম্পরায় কারণ বলিতেছেন। তিনি বলেন, যদি আত্মার সঙ্গে মনের সংযোগ না ঘটে, তাহা হইলে আত্মার যে বিশেষ গুণ আছে, তাহার উৎপত্তি হইতে পারে না; স্মৃতি-সম্বন্ধেও আত্মমনঃসংযোগ কারণ; কিন্তু উহা আত্মমনঃসংযোগবিশেষ, সকল আত্মমনঃসংযোগ নহে। উদ্‌বোধকসমবধানসময়ে যে আত্মমনঃসংযোগ ঘটে,

তাহা আর সংস্কারই স্মৃতির কারণ। সংস্কারকে স্মৃতিকারণ বলা হইল, এই জন্যই সংস্কার হেতু অনুভবকে স্মৃতিকারণ বলা গেল। ফল কথা, অনুভবই স্মৃতির হেতু। তবে যদি বল যে, অনুভব অনেক পূর্ব্বে নাশ প্রাপ্ত হইলেও কিরূপে স্মৃতি হয়? তাহার উত্তর এই যে, কার্য্যের অব্যবহিত পূর্ব্বে যদি না থাকে, তবে ত আর কারণ হইতে পারে না, এই নিয়ম থাকা হেতু অনুভবে স্মৃতিহেতুত্বরক্ষার্থই সংস্কার স্বীকার্য্য; সাক্ষাৎসম্বন্ধে যদি অনুভব স্মৃতির অব্যবহিত পূর্ব্বে না থাকে, তথাপি সংস্কার দ্বারা থাকে। ৬

তথা স্বপ্নঃ ॥ ৭

স্বপ্নও তদ্রূপ। অর্থাৎ সংস্কার এবং আত্মমনঃসংযোগ বিশেষ স্বপ্নেরও কারণ। কিন্তু স্মৃতিহেতুসংযোগ আর স্বপ্নহেতুসংযোগ এই উভয়ে কিঞ্চিৎ প্রভেদ আছে। যে স্থলে নিদ্রা উদ্‌বোধক হয়, তথায় স্বপ্ন আর জাগ্রদবস্থাতে যদি উদ্‌বোধক হয়, তবে স্মৃতি হয়। স্বপ্নে যে মানসজ্ঞান হইয়া থাকে, তাহার বিষয় এক একটি করিয়া অনুভূত হয়; কিন্তু সমগ্রটা মিশ্রিতভাবে তাহা উপলব্ধ হয় না। যেরূপ ভাবে অনুভব থাকে, স্মৃতি সেই প্রকার হয়। নিদ্রাবশ দোষহেতুই স্বপ্নজ্ঞান হয়, উহা প্রমা নহে। ৭

স্বপ্নান্তিকম্ ॥ ৮

স্বপ্নান্তিক সেই প্রকার। স্বপ্নাবস্থায় 'আমি শয়ান আছি' ইত্যাদি যে প্রকৃত জ্ঞান এবং স্বপ্নের মধ্যে যে স্বপ্নানুভূত দ্রব্যস্মৃতি, তাহাকে স্বপ্নান্তিক বলে। সংস্কারই তাহার কারণ। ৮

ধর্ম্মাচ্চ ॥ ৯

ধর্ম্ম হইতেও হইয়া থাকে। অর্থাৎ স্বপ্নদর্শনে যে বিশেষভাবে অনুভূতি, অদৃষ্টও তাহার কারণ। অনেকে এ কথা বলিয়া থাকেন যে, যদি পূর্ব্বসংস্কার না থাকে, তাহা হইলে অদৃষ্ট নিবন্ধন স্বপ্নদর্শন ঘটিয়া থাকে। যদি সেই স্বপ্ন সুখহেতু হয়, তবে তাহা ধর্ম্মমূলক আর যদি দুঃখহেতু হয়, তবে অধর্ম্মমূলক। আবার কেহ কেহ বলেন, তাহা নহে, পূর্ব্বানুভব থাকা আবশ্যক; তবে পূর্ব্বানুভব সামান্যরূপ বিদ্যমানেও যে স্বপ্নদর্শন ঘটে, তাহা অদৃষ্টমূলক। ৯

ইন্দ্রিয়দোষাৎ সংস্কারদোষাচ্চাবিদ্যা ॥ ১০

ইন্দ্রিয়দোষ ও সংস্কারদোষ এই দুই কারণেও অবিদ্যা ঘটে। ভ্রমের কারণ—দোষ। দৃষ্টান্তস্বরূপে ইন্দ্রিয়দোষ ও সংস্কারদোষের উল্লেখ হইল। এই দোষ

একবিধ নহে; ব্যক্তিভেদে, কালভেদে ও দেশভেদে পৃথক্ পৃথক্। পিত্তজন্য যে নেত্রে হরিদ্রাদোষ হয়, শুভ্রবস্তুকেও হরিদ্রাবৎ দৃষ্ট হয়, উহা ইন্দ্রিয়দোষ। অসদ্‌গ্রন্থাদি পাঠ করিলে তজ্জন্য অনুভবহেতু যে সংস্কার জন্মে, তাহাকে সংস্কারদোষ বলে। যে বস্তু যাহা নহে, তাহাকে সেই বস্তু বলিয়া অনুভব করার নাম ভ্রম। মনে কর, শ্বেতবর্ণ একটি গবীকে দেখিয়া হরিদ্রাবর্ণ বলিয়া জ্ঞান হইল; উহা চক্ষুর দোষে ঘটিল। ইহাই ভ্রম। ১০

তদ্দুষ্টজ্ঞানম্ ॥ ১১

দুষ্টজ্ঞানকেই অবিদ্যা বলে। অবিদ্যা শব্দে ভ্রম বুঝিতে হইবে। দোষজনিত যে জ্ঞান, তাহাই অবিদ্যা ॥

অদুষ্টং বিদ্যা ॥ ১২

অদুষ্টজ্ঞানের নামই বিদ্যা। যে জ্ঞান ভ্রমাত্মক নহে, তাহাকেই বিদ্যা বলা যায় অর্থাৎ যে জ্ঞান সর্ব্বাংশে প্রমা, তাহারই নাম বিদ্যা ॥ ১২

আর্ষং সিদ্ধদর্শনঞ্চ ধর্ম্মেভ্যঃ ॥ ১৩

ইতি নবমাধ্যায়ে দ্বিতীয়াহ্নিকম্ ॥

নানারূপ ধর্ম্মই আর্ষজ্ঞান ও সিদ্ধদর্শনের হেতু।

যুক্তযোগীর যাহা প্রত্যক্ষ, তাহাকেই আর্ষজ্ঞান বলে আর যাহা যুঞ্জানযোগীর প্রত্যক্ষ, তাহাই সিদ্ধদর্শন। আর্ষজ্ঞান দুই প্রকার, তাহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। ১৩

নবমাধ্যায়ে দ্বিতীয় আহ্নিক সম্পূর্ণঃ।

নবমাধ্যায় সমাপ্ত।

দশমোঽধ্যায়ঃ।

প্রথমাহ্নিকম্ ।

ইষ্টানিষ্টকরণবিশেষাদ্বিরোধাচ্চ
মিথঃ সুখদুঃখয়োরর্থান্তরভাবঃ ॥ ১

ইষ্টত্ব, অনিষ্টত্ব, কারণভেদ ও বিরোধ নিবন্ধন সুখ-দুঃখ পরস্পর পৃথক্। সুখ ইষ্ট, দুঃখ অনিষ্ট (বিদ্বিষ্ট), সুখের হেতু ধর্ম্ম, দুঃখের হেতু অধর্ম্ম, সুখের সময় দুঃখের অভাব, দুঃখের সময় সুখের অভাব, এই প্রকার পরস্পর বিরোধ বিদ্যমান ; কাজেই সুখ-দুঃখ এক নহে। মুক্তি-প্রার্থী না হইলেও সুখের জন্য ধর্ম্মাচরণ কর্ত্তব্য। গৌতম কর্ত্তৃক প্রমেয়গণনায় দুঃখের কথা উল্লিখিত আছে, সুখের কথা নাই ; কিন্তু তাই বলিয়া এ কথা বিবেচনা করিবে না যে, সুখ দুঃখেরই অন্তর্ভূত। গৌতমের সে কথা উল্লেখ না করিবার কারণ আছে। যাহারা মোক্ষাধিকারী, তাহাদিগের অনিত্যসুখে বৈরাগ্য উৎপাদন করাই তাঁহার উদ্দেশ্য। ঐ সমস্ত সুখের পরিণামও দুঃখ, এই কারণেই তিনি কেবল দুঃখের কথাই বলিয়াছেন। ফল কথা,

অনিত্য সুখ দুঃখের কারণ সত্য, কিন্তু দুঃখ ও সুখ বাস্তবিক এক নহে। ১

সংশয়নির্ণয়ান্তরাভাবশ্চ জ্ঞানান্তরত্বে হেতুঃ ॥ ২

সংশয় ও নিশ্চয় হইতে সুখ-দুঃখে প্রভেদ আছে বলিয়াই সুখ-দুঃখ জ্ঞানস্বরূপ নহে। অনেকে বলিয়া থাকেন, সুখ-দুঃখ স্বতন্ত্র গুণ নয়, উহা জ্ঞানবিশেষমাত্র। সেই কথারই উত্তর দেওয়া যাইতেছে।—জ্ঞান সাধারণতঃ দুই প্রকার;—সংশয় ও নিশ্চয়। সুখ অথবা দুঃখ যখন সংশয় কিংবা নিশ্চয়স্বরূপ নয়, তখন সুখদুঃখকে জ্ঞানস্বরূপ বলি কি প্রকারে? সুখ জন্মিবার পরে কেহই 'আমি সংসারকর্ত্তা অথবা নিশ্চয়কর্ত্তা', এ প্রকার সিদ্ধান্ত করে না; বরং মনে করে, 'আমিই সুখী'। অধিকন্তু সংশয়ের প্রকার দুইটি, আর নিশ্চয়ের একটি; সুখেরও তাহা নাই, দুঃখেরও নাই। জ্ঞান সবিষয়ক আর সুখদুঃখ নির্বিষয়ক; কাজেই সুখদুঃখ এবং জ্ঞান এক হইবে কি প্রকারে? ২

তয়োর্নিষ্পত্তিঃ প্রত্যক্ষলৈঙ্গিকাভ্যাম্ ॥ ৩

ইন্দ্রিয়সন্নিকর্ষ ও লিঙ্গ এই উভয় হইতে সংশয় ও নিশ্চয় উৎপন্ন হয়। ৩

অভূদিত্যপি ॥ ৪

'হইয়াছিল' এ প্রকার জ্ঞানও হইয়া থাকে। যদি বল, সুখদুঃখ সাধারণ জ্ঞানস্বরূপ নয়, সুখ ও সুখজ্ঞান আর দুঃখ ও দুঃখজ্ঞান একই পদার্থ। তাহার উত্তর এই যে, সুখ অথবা দুঃখ ঘটিয়াছিল কিংবা ঘটিবে, এইরূপ যে জ্ঞান, ইহাও ত সুখদুঃখ জ্ঞান; উহা যদি সুখস্বরূপ বা দুঃখস্বরূপ হইত, তবে সুখদুঃখের অসত্তাতেই লোক সুখী অথবা দুঃখী, এই প্রকারে কথিত হইত। সুখদুঃখপ্রত্যক্ষকে যদি সুখ-দুঃখ বল, তাহা হইলে সুখদুঃখের পৃথক্ অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হয়। কারণ, বিষয়ই প্রত্যক্ষের কারণ। কাজেই সুখদুঃখজ্ঞানস্বরূপ হয় না। ৪

সতি চ কার্য্য দর্শনাৎ ॥ ৫

তৎবিদ্যমানে কার্য্যদর্শনও হয় না সুতরাং জ্ঞানস্বরূপ হইতে পারে না। বিগত সুখদুঃখ-বিষয়ক জ্ঞান সুখদুঃখ-স্বরূপ হইলে সেই জ্ঞান বিদ্যমানে সুখের কার্য্য ঘটিত; কিন্তু সেরূপ ত দৃষ্ট হয় না; কাজেই সুখদুঃখজ্ঞান সুখদুঃখ-স্বরূপ হইতে পারে না। ৫

একার্থসমবায়িকারণান্তরেষু দৃষ্টত্বাৎ ॥ ৬

ইহা প্রত্যক্ষ দেখা যায় যে, একার্থসমবায়ী কারণান্তর